অনর্থ

সুশীল মুখোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি. এস.-সি.
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
১লা আষাঢ়, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬, চালতাবাগান লেন
কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

যাঁদের সঙ্গে প্রথম নাটক দেখেছি

পিতৃদেব ৺রাধাবিনোদ মুখোপাধ্যায়

মাতৃদেবী ৺রাণীবালা দেবী'র

পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

আমার প্রথম প্রকাশিত নাটক

সুশীল

"অনর্থ" অভিনয় সম্বন্ধে

এই নাটকের অভিনয় স্বত্ব সম্পূর্ণ লেখকের সংরক্ষিত ও অনুমতিসাপেক্ষ। অনুমতির জন্য পত্রদ্বারা লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'অনর্থ' ও রঙমহলে অভিনীত 'অনর্থ'-এর মধ্যে কোথাও কোথাও সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। অভিনয়ের সময় সংক্ষেপ ও সুবিধার জন্য কোনো কোনো সংলাপের অংশ বাদ দেওয়া হয়—যেমন, ২য় অঙ্কে রুমেলা সিন্‌হা, সুমিত্রা মল্লিকের অংশটুকু। মিঃ এ্যাণ্ড মিসেস্ পাকড়াশীর অংশটুকুও বাদ দেওয়া যেতে পারে। সৌখীন অভিনয়ে হোটেল দৃশ্য দুটী বাদ দিলেও চলে যদি দৃশ্য পরিকল্পনার অসুবিধা থাকে। ল্যাবরেটরী দেখানো বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অভিনয় সাফল্যের জন্য নাটকে চিত্রিত চরিত্রগুলি, তাহাদের ভাষা ও বাচনভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

নিবেদন

নাটক—

পড়া···দেখা···আর মাঝে মাঝে কলেজে আর ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে সখ করে অভিনয় করা—এর মধ্যেই সবটা সীমাবদ্ধ ছিল। ঝোঁকটা ছেলেবেলা থেকেই। উৎসাহ পেয়েছিলাম প্রথম বাবার কাছে—যিনি তখনকার দিনে একজন নামকরা সৌখীন অভিনেতা ছিলেন—এবং তারপর কলেজে (স্কটিশচার্চ কলেজ) পড়তে এসে 'মাষ্টারমশাই' এর কাছে। 'মাষ্টারমশাই'—মানে, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু—নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার নটশেখর নরেশ মিত্রের সাক্ষাৎ গুরু—বাঙলা নাট্যজগতের সকলের 'মাষ্টারমশাই'। ছাত্রজীবন শেষ করে যখন ঐ কলেজেই পড়াতে এলুম তখন নাটক পড়া···দেখা···পড়ানো—আর নিজে করার বদলে ছাত্রদের দিয়ে করানো···এই চলতে লাগলো। লেখার কথা কোনোদিনই ভাবি নি। ভাবালেন আমার স্বর্গত অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র দত্ত।

১৯৫৫ সাল। গড়ে উঠেছে কলেজের 'প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ'। অধ্যাপক দত্ত সভাপতি, আমি সম্পাদক। পরিষদের কার্য্যক্রমের ভেতর স্থির হোলো একটা করে নাটক অভিনয়। দত্ত সাহেব বললেন —"কিন্তু নতুন নাটক নিজেরা লিখে অভিনয় করতে হবে। পারবে না ?"

নতুন নাটক—নিজেরা লিখে অভিনয়—

দত্ত সাহেবের কাছে জীবনে পেয়েছি অনেক কিছু। নাটক লেখার

'আইডিয়া'টাও উনি মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন।...কিন্তু এই 'আইডিয়া'টা যখন কোনোরকমে বাস্তবে একটা রূপ নিলে তখন উনি আর নেই। এ দুঃখ আমার চিরদিনের রইলো।

স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের অভিনয়ের জন্যই লেখা আমার নাটক। ওরা প্রথমে করলে "ফাংশান", তারপর "নেপথ্যে"—তারপর "অনর্থ"। প্রথম দুটী "বসুধারা" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, চৈত্র ১৩৬৫ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭তে। একদল নাট্যোৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী আমার চারপাশে। এদের জন্যে গ্রীষ্মের ছুটীতে নাটকের খসড়া তৈরী হয়। পূজোর ছুটীতে সবাইকে ডেকে তা' শোনানো হয়। বড়দিনের ছুটীতে সুরু হয় রিহার্সাল—আর অভিনয় হয় ফেব্রুয়ারীতে।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ আমার ছাত্র-ছাত্রীরা 'অনর্থ' অভিনয় করলো 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চে। অভিনয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন ওঁদের কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকজন। তাঁদের ভিতরে ছিলেন শ্রীজিতেন বসু, শ্রীহেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান নলিন বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ের পর একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম নাটকটির সাধারণ মঞ্চে সম্ভাবনা কী রকম। ওঁরা বল্লেন—"আছে। তবে .....একবার বীরেনবাবুকে বইটা দেখান।" বীরেনবাবু—মানে, স্বনামধন্য শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিন যুগ ধরে নাটক নিয়ে আছেন—নাটক চেনেন—এবং নাটক যারা দেখে তাদের আরও চেনেন। একদিন 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র একটা খালি ষ্টুডিও ঘরে বসে পাণ্ডুলিপিটা পড়ে শোনালুম। শুনে বল্লেন—"ঠিক আছে! তবে, সাধারণ মঞ্চের জন্যে কিছুটা অদলবদল করতে হবে। সে যা করবার তা করা যাবে।" মোটামুটি ঠিক হোলো 'অনর্থ' রঙমহলে মঞ্চস্থ হবে। বীরেন'দা পরিচালনার ভার নিলেন।

এরপর কিছু নতুন দৃশ্য (হোটেলের দু'টী দৃশ্য) ও সংলাপ লিখলুম।

বীরেন'দাও কিছু সংলাপ জুড়ে দিলেন আর সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করার জন্যে যেখানে যা দরকার সেটুকু করে নিলেন। হেমন্তদা'র নাট্য-অভিজ্ঞতা প্রচুর। উনিও পরামর্শ দিলেন। ইতিমধ্যে গান লিখিয়ে নিলুম এক পুরোনো ছাত্র'র কাছে—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরসংযোগ আর আবহ-সঙ্গীত পরিকল্পনার ভার নিলেন সঙ্গীত-জগতের সব্যসাচী ভি, বালসারা। শ্রীমান নলিন প্রচার কার্য্য সুরু করে দিলে। 'অনর্থ'র প্রথম অভিনয় তারিখ বিজ্ঞাপিত হোলো ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬১—প্রজাতন্ত্র দিবসের সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।

লেখক নয় এমন একজন 'নেহাৎই মাষ্টার'-এর খেয়ালবশে ছাত্রদের জন্যে খসড়া করা একখানা পাণ্ডুলিপিকে 'রঙমহলে'র মত অভিজাত মঞ্চে স্থান দিয়ে···একজন নতুনকে হঠাৎ সকলের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে 'রঙমহলে'র কর্ত্তৃপক্ষ আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। আর এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই 'রঙমহলে'র নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিটী শিল্পী ও কর্ম্মীকে যাঁরা নাটকটীকে অভিনয়ের দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন।

মূল নাটকটী লেখার সময় অনেকের উপদেশ ও পরামর্শ পেয়েছি। এই সুযোগে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি। তাঁরা হচ্চেন সাহিত্যরথী শ্রদ্ধেয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, অগ্রজপ্রতিম নাট্যকার মন্মথ রায়, চিত্রপরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, প্রবীন সমালোচক মনুজেন্দ্র ভঞ্জ, বন্ধুবর দীপেন ভঞ্জ ও স্নেহভাজন নাট্য-কুশলী ছাত্র রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়। 'অনর্থ'কে মঞ্চ-উপযোগী করতে সবচেয়ে সাহায্য করেছে যে সে হচ্ছে সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়, আমার ছোট ভাইয়ের মত। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ভালবাসার অমর্য্যাদা করবো না। প্রচ্ছদপটটীও সৌম্যেন এঁকে দিয়েছে। শ্রীগুরু লাইব্রেরী 'অনর্থ' প্রকাশ করার ভার নিয়ে আমায়

কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। প্রুফ দেখার ভার লাঘব করেছেন ইলা মুখোপাধ্যায়।

সবশেষে তাদের নাম করবো যারা 'অনর্থে'র প্রথম সফল অভিনয়ের দ্বারা 'রঙমহল' কর্তৃপক্ষের নাটকটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—তারা আমার পরম স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীরা—'স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্রপরিষদ'এর সভ্যরা। ওরা না হলে এ নাটক হোতো না। তাই ওদের সবাইয়ের নাম এই বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দিলুম। নমস্কার।—

সুশীল মুখোপাধ্যায়

অনর্থ

'রঙমহলে' যাঁরা করেছেন—

পরিচালনা	...	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
উপদেষ্টা	...	হেমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর-সৃষ্টি	...	ভি. বালসারা
গীতকার	...	পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
নৃত্য-পরিকল্পনা	...	অতীনলাল
মঞ্চ-পরিকল্পনা	...	অমলেন্দু সেন
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	বিজয় মুখোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	নিখিল রায়
আলোক সম্পাত	...	অনিল সাহা
ব্যবস্থাপনায়	...	মণীন্দ্র রায়
শব্দ প্রেক্ষণ	...	প্রভাত হাজরা
দ্রব্য-নিয়ন্ত্রণ	...	অমূল্য নন্দী
স্মারক	...	মণি চট্টোপাধ্যায়
ঐ সহকারী	...	শুকদেব মুখোপাধ্যায়

চরিত্রচিত্রণে—

ডাঃ প্রশান্ত মিত্র	বিজ্ঞানের অধ্যাপক	নীতিশ মুখোপাধ্যায়
সমীর	প্রশান্তর জ্যেষ্ঠপুত্র	সমর চট্টোপাধ্যায়
অধীর	প্রশান্তর কনিষ্ঠপুত্র	মিণ্টু চক্রবর্ত্তী
কল্যাণ	প্রশান্তর ছাত্র	দ্বিজু ভাওয়াল
ভুলু রায়	প্রশান্তর শ্যালক	রবীন মজুমদার
বাবলু	ভুলুর পুত্র	বুবু গাঙ্গুলী
নকড়ি	বাড়ীওয়ালার ভাড়া আদায়কারী	কালী সরকার
মিঃ চৌধুরী	ফুংপিং হোটেলের মালিক	জহর রায়
দুর্গতিহরণ	দেশনেতা	ঠাকুরদাস মিত্র
বজ্রধর	সম্পাদক	হরিধন মুখোপাধ্যায়
বাঁশরীসুধা	কবি	অজিত চট্টোপাধ্যায়
যোগসাধন	ঘটক	অশ্রু ভট্টাচার্য
গণেশ	প্রশান্তর পুরাতন ভৃত্য	মৃণাল মুখোপাধ্যায়
ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী	চিকিৎসক	মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়
তপেন লাহিড়ী	পুলিশ ইনস্পেক্টর	সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
মিঃ পাকড়াশী		নবদ্বীপ হালদার

লীলা	প্রশান্তর স্ত্রী	শিপ্রা মিত্র (প্রথম রজনীতে শিপ্রা সাহা)
শান্তা	প্রশান্তর কন্যা	কুন্তলা চট্টোপাধ্যায়
মঞ্জু	ভুলুর স্ত্রী	কেতকী দত্ত
মলি	ভুলুর কন্যা	দীপিকা দাস
মিসেস পাকড়াশী		মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
নর্ত্তকী		স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়
হোটেল রমণী		কবিতা রায়

অন্যান্য ভূমিকায়—সুনীতি মুখোপাধ্যায়, কার্ত্তিক সরকার, অনাদি দাশ, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল মজুমদার, দেবনারায়ণ শর্ম্মা, লক্ষ্মী জনার্দ্দন, মৃণাল সাহা, সন্তোষ ঘোষাল, সুনীতি দত্ত, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য দে, নবেন্দু চট্টোপাধ্যায়, নিখিল বোস, দিলীপ চৌধুরী ও শৈলেন ভট্টাচার্য্য।

যন্ত্র-সঙ্গীতে—হরিদাস মুখোপাধ্যায়, ত্রিগুণ রায়, নারায়ণ বসাক ও কার্ত্তিক মল্লিক।

দৃশ্য-সজ্জায়—কালীপদ সোম, ধীরেন মিত্র, বাদল ঘোষ, অনাদি ঘোষ, আশুতোষ দাশ, পঞ্চানন কুণ্ডু, ভবতারণ দাশ, তারাপদ মণ্ডল ও জানকী মিস্ত্রী।

রূপ-সজ্জায়—শেখ মেহবুব, ওঙ্কার মিশ্র, সত্যেন সর্ব্বাধিকারী, গদাধর দাশ ও ভক্তি মিত্র।

আলোক-নিয়ন্ত্রণে—অভয়পদ দাশ, ক্ষুদিরাম দাশ, লালমোহন ভট্টাচার্য্য, দুর্গা বসাক, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভট্টাচার্য্য, বিনয় ধর ও সুনীল নন্দী।

স্কটিশচার্চ কলেজ প্রাক্তন ছাত্র পরিষদে—যাঁরা করেছিলেন—

পরিচালনা	সুশীল মুখোপাধ্যায়
সহকারী	দীপেন ভঞ্জ ও রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা	শিশির মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ ও সঞ্জীব বসু

চরিত্রচিত্রণে—

ডাঃ প্রশান্ত মিত্র	সুশীল মুখোপাধ্যায়
সমীর	তড়িৎ চট্টোপাধ্যায়
অধীর	অমর বন্দ্যোপাধ্যায়
ভুলু	রঞ্জিৎ মুখোপাধ্যায়
বাবলু	বিমান গুপ্ত
নকড়ি	সুধাংশু গাঙ্গুলী
চৌধুরী	জয়ন্ত রায়
দুর্গতিহরণ	হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়
বজ্রধর	সুধাংশু সান্যাল
বাঁশরীসুধা	ধীরেন বসু
গণেশ	নলিনী ঘোষাল
তপেন	অসিত মিত্র
ডাক্তার	প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ এইচ, জে, টেইলর
লীলা	পূরবী বসু
শান্তা	কুসুমিকা বাগ্‌চী
মঞ্জু (মিলি)	ইরা বন্দ্যোপাধ্যায়
মলি	ধীরা চক্রবর্ত্তী
মিসেস্ পাকড়াশী	জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়
রুমেলা সিন্‌হা	রুমু সেন
সুমিত্রা মল্লিক	রাকা গুপ্ত

অনর্থ



প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফুংপিং হোটেল।

আধুনিক ধরণের ও বিলাতী কায়দায় পরিচালিত কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের একটি হোটেল।

রাত এখন সাড়ে এগারটা।

নাইট-ক্লাবে যেরূপ নাচগান হইয়া থাকে সেইরূপ নাচগান চলিতেছে।

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পর্দ্দার পিছনে এই নাচগান চলিতে থাকিবে এবং সেই সময় যেরূপ আনন্দ কোলাহল হইয়া থাকে তাহা শোনা যাইবে। হাস্য-পরিহাস, করতালি, প্রশংসাধ্বনি, খাদ্য-পানীয়ের জন্য বয়েদের হাঁক ডাক, নর্ত্তকীর পদক্ষেপের শব্দ, অর্কেষ্ট্রার সঙ্গীত ইত্যাদিতে উল্লাসমুখর আবহাওয়ার মাঝখানে সহসা পর্দ্দা সরিয়া যাইবে। তখন দেখা যাইবে হোটেলের বাহিরের দৃশ্যটা।

সিগারেটের ধোঁয়ায় ও আলোর বিচিত্র সজ্জায় একটী রহস্যময় পরিবেশ। বয়েরা খরিদ্দারগণকে খাদ্য-পানীয় পরিবেশন করিতেছে। নানা জাতি ও নানা দেশের লোক আসে এই হোটেলটীতে। ইহাদের মধ্যে বিদেশী জাহাজের 'সেলর' ও হাওয়াই জাহাজের 'ক্রু' প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও দেখা যায়।

নর্ত্তকীর নাচ চলিতেছে। এই নাচটী হইবে বিদেশী ঢং-এর। সঙ্গে অর্কেষ্ট্রা চলিতেছে।

নাচ থামিলে সকলে উল্লাসধ্বনি করে—

সকলে ॥ (হাততালি দিয়া) হুর্‌রে···হুর্‌রে !

১ম ব্যক্তি ॥ Another one madam······another one.

২য় ॥ Yes ! Yes ! একটা হিন্দী ফিল্‌মের গানের সুরে—

৩য় ॥ (বেশ মাতাল হইয়াছে। জড়িত স্বরে)...No...No...No Hindi...একটা......

কথা শেষ হইবার আগেই নর্ত্তকী সকলকে বিলাতী কায়দামত সহাস্যে অভিবাদন করিয়া চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে হোটেলের মালিক চৌধুরী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, চৌধুরী। বাড়ী উত্তরপ্রদেশের কোন অঞ্চলে। বহুদিন ভারতবর্ষের বাহিরে ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বর্ম্মা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছে ও হোটেল ব্যবসা সুরু করিয়াছে। এখন সে একাধিক হোটেলের মালিক। হোটেলগুলিতে নাচগান খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও অন্যান্য সন্দেহজনক কারবার চলে। চৌধুরী ধূর্ত্ত লোক। ওপরটা চকচকে। ভিতরে অন্ধকার। বড় বিলাতী হোটেলের মালিকদের মতই চৌধুরীর পোষাক।

চৌধুরী ॥ Excuse me, please ! It's about midnight—বারোটা বাজে...এর পোরে নাচগানের লাইসেন্স হামার হোটেলের নেই...আজ আর progiamme extend কোরা যাবে না ! Please come to-morrow...

৩য় ॥ (ভ্রূ কুঁচকাইয়া) To-morrow ?

চৌধুরী ॥ (হাসিয়া) Yes, to-morrow...

৩য় ॥ To-morrow and to-morrow and to-morrow...

(বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। অন্য সকলেও যায়)

চৌধুরী ॥ Manager !

ম্যানেজার ॥ Yes, Sir !

(চৌধুরী জনৈক বয়কে ডাকে)

চৌধুরী ॥ বয় !

বয় ॥ হুজুর !

চৌধুরী ॥ ফটক বন্ কর দেনা...

(বয় সেলাম করিয়া চলিয়া যায়)

ম্যানেজার ! দেখো ভুলুবাবু আয়া কি নেহি।

ম্যানেজার ॥ All right, Sir.

ম্যানেজার চলিয়া যায়। তাহার পর মঞ্চের বাম দিক হইতে প্রবেশ করে রামশরণ ও কাল্লু। রামশরণ জানায় 'নমস্তে', কাল্লু 'আদাব'।

চৌধুরী ॥ আইয়ে রামশরণজী ! খবর ক্যা ?

রামশরণ ॥ খবর তো খুব ভাল না আসে চৌধুরী সাহাব ! দশমণ সোনার ত' পাঁচমণ কাস্‌টম্‌ ধরিয়ে ফেললো—

চৌধুরী ॥ (চিন্তিত) হুঁ !…(একটু পরে) ঠিক আছে, জানে দেও ! ইয়ে সব কারবার মে তো ঝুঁকি লিতেই হোবে। (কাল্লুকে) …কাল্লু, তুমারা ক্যা খবর ? কো পেটি আফিং চালান দিয়েছ ?

কাল্লু ॥ সাত—

চৌধুরী ॥ ঠিকানায় পৌঁছে গেছে তো ?

কাল্লু ॥ হাঁ, হুজুর ! কাল্লু মিঞা যে কাজে হাত দেয় সে ত' কভি ফসকায় না…তা ত' আপনার জানা আছে, হুজুর !

চৌধুরী ॥ হাঁ, উ ত' হাম জানে। তুমার কমিশন তো বহুৎ হোবে…

(কাল্লু নীরবে শুধু সেলাম করে)

ঠিক হয় ! আভি ক্যাশিয়ারসে এক হাজার লে যাও—

কাল্লু ॥ (সেলাম করিয়া) আপকা বহুৎ মেহেরবানী, হুজুর—

(পুনরায় সেলাম করিয়া চলিয়া যায়)

রামশরণ ॥ দেখিয়ে চৌধুরী সাহাব, বার্মাসে হামি খবর পাচ্চে কি তিন হাজার ঘড়ি এক আদমী চালান দিতে পারে…কম্‌সে কম্‌ উস্‌মে তো ত্রিশ হাজার নাফা হোতে পারে। মগর আনে কা বন্দবস্ত হামাদের কোরতে হবে।…একঠো হাওয়াই জাহাজমে…

চৌধুরী ॥ আরে নেহি-নেহি, উ হাওয়াই জাহাজমে নেহি লে আয় গা—বর্ডারসে ছুপায়কে লে আনে পড়ে গা। হামারা আদমি

বর্ডার মে হুয়, উ সব বন্‌বস্ত করেগা। উস্‌কো খবর দেনা জলদি—

রামশরণ ॥ ম্যয় আজ কোড্‌ মে তার ভেজ দুঙ্গা। আচ্ছা, রাম রাম চৌধুরী সাহাব।

চৌধুরী ॥ (হাত তুলিয়া প্রতি-অভিবাদন জানায়)

(রামশরণ চলিয়া যায়। প্রবেশ করে ম্যানেজার)

ম্যানেজার ॥ Mr. Ray.

চৌধুরী ॥ (ইঙ্গিতে তাহাকে পাঠাইয়া দিতে বলিল)

প্রবেশ করে ভুলু রায়। পরণে সাহেবী পোষাক, খুব দামী। কথাবার্ত্তায় চালচলনে অত্যন্ত স্মার্ট।

চৌধুরী ॥ (উল্লসিত)—আরে তুমি এসে গেছ ভুলুবাবু! জানটা হামার বাঁচলো!

ভুলু ॥ তাই নাকি ?

চৌধুরী ॥ আরে বাবা মালুম হচ্চে কি তুমি আসমানের চাঁদ হয়ে গেছ!

ভুলু ॥ (হাসিয়া) কী রকম ?

(চেয়ার টানিয়া বসে)

চৌধুরী ॥ তবে ? আজ সাত রোজ তোমার পাত্‌তা করতে পাল্‌লে না··ইধার টেলিফোন করি ত' বোলে উধার গিয়া···উধার আদমি ভেজি ত' খবর হয় ইধার গিয়া! খুঁজে খুঁজে হাল্লাক! লাও সিগরেট।

ভুলু চৌধুরী 'কেশ' হইতে একটী সিগারেট লয়। দিয়াশালাইয়ের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বলে—'

ভুলু ॥ তা' এত খোঁজাখুঁজি কেন ?

চৌধুরী ॥ (হাসিয়া) বাঃ! তুমি না হোলে হামার কাজ চলে ?

ভুলু ॥ কেন ? কাজ ত' সব ঠিক চলছে—

চৌধুরী ॥ ও কাজে আর চলবে না ভুলুবাবু! Dance, Music আর Bar…এতে আর বিজ্‌নেস চলবে না…বহুৎ কম্‌পিটিশন! এ-সব কারবার বড় খারাপ হয়ে যাচ্চে! এতো লোক smuggling business-এ নেমেছে যে গভর্ণমেণ্টের ভী নজর পড়ে গেছে! আগে যে profit হোতো তা এখন ইধার উধার ছাড়তে ছাড়তে খতম্‌ হয়ে যাচ্চে! ভুলুবাবু, দুনিয়ার হাল দেখে এখন নয়া কারবার চালাতে হোবে—

ভুলু ॥ (সিগারেট টানিতে টানিতে অন্যমনস্ক ভাবে) সেটা আবার কী?

চৌধুরী ॥ (হাসিয়া) ইয়ে তো Science কী দুনিয়া আছে না? বিজ্‌নেস ভী scientific করতে হোবে…বিজ্‌নেসের কায়দা change করতে হোবে ভুলুবাবু!…দুসরা রাস্তা পাকাড়নে পড়ে গা, দোস্ত…

ভুলু ॥ কী রাস্তা?

চৌধুরী ॥ আছে ভুলুবাবু, আছে! তুমি ত' আর foreign-এ গেলে না! বল্লুম কী যে port town গুলোতে গিয়ে hotel business দেখে এসো…তা তুমি কোলকাত্তা ছেড়ে যাবে না…নতুন কায়দা কেমন করে জানবে? ও সব জাগা হামি দেখেছে…সব হামার জানা আছে।

ভুলু ॥ কী জানা আছে?

(চৌধুরী বোতল হইতে মদ ঢালিয়া ভুলুকে দেয়)

চৌধুরী ॥ Come, have a peg.

ভুলু ॥ না না চৌধুরী…আজ থাক—

চৌধুরী ॥ আরে তা কী হয়? আজ Saturday night! একলা drink করে কী মজা লাগে ভুলুবাবু? Come…

(গ্লাসটী তুলিয়া ধরে। তখন ভুলুও গ্লাস লয়…পান করে)

—আচ্ছা চিজ্ আছে না? তোমার জন্যে special নিয়ে এসেছি! তোমায় আমি কত পেয়ার করে, ভুলুবাবু…আর তুমি হামার সাথে চালাকী খেলছ…

ভুলু॥ চালাকী খেলছি?

চৌধুরী॥ জরুর!

ভুলু॥ কী বলচ চৌধুরী…আমি ত' কিছুই বুঝতে পারছি না—

চৌধুরী॥ তোমায় কতদিন বলেছে না যে হামি একটা chemist চাচ্ছে…

ভুলু॥ সে ত' ঠাট্টার কথা—

চৌধুরী॥ আরে না দোস্ত, ঠাট্টা না…সাচ বাত! হামার এক বড়িয়া কেমিস্ট চাই—

ভুলু॥ আমাদের যা business তাতে chemist কী হবে?

চৌধুরী॥ কী হবে সে পিছে দেখবে! পয়লা লিয়ে ত' এসো—

ভুলু॥ তবু বলো না কী করবে সে?

চৌধুরী॥ আরে বাবা সে হামাদের মাল তৈয়ারী কোরবে…আমরা তাই লিয়ে কারবার করবো। (পুনরায় মদ ঢালিয়া দেয়)

ভুলু॥ আমাদের কারবার তো ঠিক সিধে রাস্তায় হবে না, চৌধুরী! তাতে কোনো কেমিস্ট রাজী হবে কেন?

চৌধুরী॥ …আলবৎ হবে। তার জন্যে টাকা ছাড়বো! দশ হাজার তাকে দেব তো বিশ লাখ হামারা কামাবো! তুমি লিয়ে এসো একটা কেমিস্ট।

ভুলু॥ ‥ কিন্তু পাবো কোথায়?

চৌধুরী॥ …আরে কোথা পাবে তা তোমার জানা আছে, দোস্ত! Bad luck! কিছু লিখাপড়া শিখা থাক্‌লে কী পরোয়া করতুম, ভুলুবাবু? লিজেই ধরে লিতুম। (একটু পরে)…একটা

plan এসে গেছে ভুলুবাবু…ওতেই তোমায় এত ক'রে বলছে…

ভুলু ॥ সবই বুঝলুম। কিন্তু পাই কোথা ?

চৌধুরী ॥ আরে দোচার জাগা ঘুরলেই পেয়ে যাবে! হামি তোমায় পেয়ে গেলাম কী করে বল ?

ভুলু ॥ তোমার মতলবটা কী খুলে বল তো, চৌধুরী—

চৌধুরী ॥ মতলব যা মাথায় এসেছে ভুলুবাবু…হাসিল হোনে সে foreign market ভী capture করবে—(গ্লাসে চুমুক দেয়)

ভুলু ॥ পাগলের মত কী সব বকছ!…আজ আর খেও না চৌধুরী… তোমার ডোজ্ বেশী হয়ে গেছে—

চৌধুরী ॥ (উচ্চ হাসিয়া) আরে ইয়ার, এক বোতলে চৌধুরীর নেশা হয় না'! তুমি লিয়ে এসো Scientist…হামি তার ল্যাবরেটরী বানিয়ে দেবো…

ভুলু ॥ (বিস্মিত) ল্যাবরেটরী ?

চৌধুরী ॥ (সজোরে) হাঁ।…হ্যাঁ…ল্যাবরেটরী! সব্‌সে আচ্ছা ল্যাবরেটরী! যেতনা বড়া ল্যাবরেটরী উ মাঙ্গে….. আউর রূপেয়া ভী বহোৎ দিতে রাজী!…লেকিন্ হামারা কাম উন্‌কো করনে পড়ে গা…হাঁ।…

(ভুলু বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকে। চৌধুরী বলিয়া চলে

তুমার ভী শেয়ার থাকবে ওতে, ভুলুবাবু!

ভুলু ॥ তুমি ল্যাবরেটরী বানিয়ে দেবে, চৌধুরী ?

চৌধুরী ॥ জরুর! তব্ উ চালানে কো এক পাক্কা আদ্‌মি চাই…

ভুলু ॥ (টেবিল হইতে উঠিয়া পায়চারী করিতে করিতে)…পাকা আদমি!…পাকা লোক!…আচ্ছা, দেখি (ভাবিতে থাকে)

চৌধুরী ॥ (খুসী) হাঁ, দেখো।…খেয়াল রাখো কী হাম উস্‌কো মাহিনা মে তিন হাজার রূপেয়া তলব দেগা—

ভুলু ॥ (ফিরিয়া) তিন হাজার !

চৌধুরী ॥ হাঁ…হাঁ…তিন হাজার ! আউর,….. Five percent commission…(একটু পরে)…আর success হোলে তোমাকে আর একটা car হামি present করবো, ভুলুবাবু ! (মদের গ্লাস আগাইয়া দিল)

ভুলু ঃ (পান করিয়া) Car ? (হাসিয়া) Thank you, Chaudhuri !…চলি—

(তাড়াতাড়ি যাইতে গিয়া একটী চেয়ারে হোঁচট খাইল)

চৌধুরী ॥ (হাসিয়া)—আরে আজ এইটুকুতেই পড়ে যাচ্চ, ভুলুবাবু ?

ভুলু ॥ (সামলাইয়া লইয়া) না না, পড়িনি…একটা false step হয়ে গেল ! বাই…বাই !

(চলিয়া যায়

চৌধুরী ॥ (হাসিয়া) False step !

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাঃ প্রশান্ত মিত্রের বাসা বাড়ীর বাহিরের ঘর।

রবিবার, ২রা আগষ্ট, ১৯৫৩। সকাল সাতটা।

প্রশান্ত মিত্র, ডি, এস-সি। কলিকাতার কোনো বেসরকারী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সৌম্যমূর্ত্তি, সুপুরুষ। ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। আদর্শবাদী শিক্ষক। অধ্যাপক হিসাবে খ্যাতি যথেষ্ট। পড়াশোনা লইয়াই থাকে। অধ্যাপনা ও গবেষণা, ইহাতেই সময় কাটে। অর্থ উপার্জ্জন প্রয়োজন মত হয় না—সেদিকে দৃষ্টিও নাই। মাসিক মাহিনা স্ত্রী লীলার হাতে ফেলিয়া দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে। সেই টাকায় লীলা সকল দিক সামলাইতে পারে না। তাই লইয়া প্রায়ই অভিযোগ করে। সময় সময় তাহার মেজাজ ও গলা দুই-ই চড়িয়া যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ একটু উত্তাপের সৃষ্টি হয়। প্রশান্ত ধৈর্য্য ধরিয়া ঝড়টা কাটিয়া যাইতে দেয়। আবার সব ঠিক হইয়া যায়।

পর্দ্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িতে সাতটা বাজার শব্দ শোনা যায়। প্রশান্ত মিত্রকে দেখা যায় টেবিলের উপর রাশিকৃত বই-খাতা-কাগজপত্রের মধ্যে কী যেন খুঁজিতেছে। ঘরটী একটী নিম্নমধ্যবিত্ত-শ্রেণীভুক্ত খাঁটী অধ্যাপকের ঘর যেখানে বই আর কাগজপত্রই সবচেয়ে মূল্যবান আসবাব। মাঝখানে টেবিলটী, তাহার আশেপাশে কয়েকটী সাধারণ ধরণের পুরাতন চেয়ার। চেয়ারের উপরেও বই, কাগজ, পত্রিকা ইত্যাদি। দেয়ালে বৈজ্ঞানিক তথ্যপূর্ণ কয়েকটি চার্ট ও কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ছবি। কোণের দিকে রাখা একটী টেবিলের উপর কয়েকটী টেস্ট-টিউব প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সাধারণ প্রয়োজনের টুকিটাকি জিনিস। একটী টাইম-পিস্। উপরের কাঁচটীর উপর একটা কাগজের তালি লাগানো। টেবিলটীর এক পাশে প্রশান্ত মিত্রের একখানি পুরাতন ফটো। বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্ত্তন উৎসবে ডি, এস, সি পাওয়ার সময় একাডেমিক গাউন ও হুড পরা অবস্থায় তোলা।

প্রশান্ত কী একটা দরকারী কাগজ খুঁজিতেছে, পাইতেছে না। নিরুপায় হইয়া তখন সে কন্যা শান্তাকে ডাকে—

প্রশান্ত ॥ নাঃ! কাল রাত্তিরে কোথায় যে কাগজগুলো রাখলুম! (কাগজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে)…যত রাজ্যের বাজে কাগজ জমেছে এই টেবিলটায়! (কতকগুলো একটি ঝুড়িতে ফেলিয়া দিতে দিতে)…শান্তা…শান্তা—

শান্তা ॥ (ভিতর হইতে সাড়া দেয়) কী বলছ বাবা ?

প্রশান্ত ॥ একবার এদিকে আয় না মা ! কাগজগুলো যে খুঁজে পাচ্ছি না...

প্রবেশ করে শান্তা। বয়স ১৯।২০ বুদ্ধিমতী, শান্ত প্রকৃতি, অল্পভাষিনী।

শান্তা ॥ কোন্ কাগজগুলো বাবা ?

প্রশান্ত ॥ ঐ যে কল্যাণের যে paper গুলো দেখছিলুম—

শান্তা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ...কল্যাণদা'ও আমাকে বলে গিয়েছিল খুঁজে রাখতে। দাঁড়াও দেখছি ! (খুঁজিতে স্বরু করে)

প্রশান্ত ॥ দেখ ত' মা খুঁজে। ক' মাস তুই অসুখে পড়ে দেখ আমার টেবিলটার কী দুর্দ্দশা হয়েছে। দরকারী কাগজগুলো কাজের সময় কিছুতেই হাতের কাছে পাই না !

শান্তা ॥ (ইতিমধ্যে কাগজ উদ্ধার করিয়াছে) এই নাও বাবা।

প্রশান্ত ॥ (খুসী) কই দেখি !...হ্যাঁ, এইগুলোই ত' ! আর আমি হাতড়ে বেড়াচ্চি আধ ঘণ্টা ধরে !...তাই ত' তোর মা'কে বলি যে শান্তা না হলে আমার রিসার্চ্চ একদিনও...

প্রশান্ত'র কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রবেশ করে তার স্ত্রী লীলা। বয়স চল্লিশ হইবে।

লীলা ॥ আজ রবিবার সকালেও বসেছ বই আর কাগজ নিয়ে ?

(শান্তা ভিতরে যায়)

প্রশান্ত ॥ (হাল্কাভাবে) রবিবার বলে কি ছেলেদের মত আমারও পড়ার ছুটী ? ক্লাসের লেকচার ছাড়াও ত' একটু আধটু পড়াশোনা করতে হয়—

লীলা ॥ (চড়াস্বরে) এ অবধি ত' অনেক পড়াশোনা হোলো...তাতে হোলোটা কী ? ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না !...পড়াশোনা হচ্চে না আমার মাথা হচ্ছে !

প্রশান্ত ॥ (ব্যাপারটা হাল্কা করিবার জন্য) আঃ! এই সকাল বেলাতেই মাথা গরম করতে সুরু করলে? এখনও ত' সারা-দিনটা বাকী! হঠাৎ সকালেই মেজাজটা চড়লো কেন?

লীলা ॥ মেজাজ কী আর সাধে চড়ে? আজকালকার দিনে যাকে সবদিক সামলে সংসার চালাতে হয় মেজাজ তার চড়বেই যদি যথেষ্ট পরিমাণে খরচার টাকা তার হাতে না থাকে। আর যে সব দিকে চোখ বন্ধ করে শুধু বই নিয়ে বসে থাকবে…সংসারের ঝক্কি যাকে সামলাতে হয় না, তার মেজাজ নরম থাকার ত' কোনো অসুবিধে নেই!…বই…বই…আর বই! আর যত রাজ্যের বস্তাপচা কাগজ! দোবো একদিন সব ছুঁড়ে ফেলে…

প্রশান্ত ॥ (হাসিয়া) দোহাই তোমার! আর যা কর তা কর! কেবল আমার এই কাগজগুলো…ছেঁড়া হোক…পচা হোক… পুরোনো হোক…এগুলো রাগের মাথায় সত্যি সত্যি যেন কোনোদিন ফেলে দিয়ে বোসো না! তা' হলে কিন্তু সর্ব্বনাশ! (হাল্কাভাবে) জানো ত' একালে প্রোফেসরী করতে হলে…

লীলা ॥ (আরও উত্তেজিত। বাধা দিয়া বলে) প্রোফেসরী! খুব হয়েছে! আর অত বড়াইয়ে কাজ নেই! আমার বাবা মাস্টারী করে যা করে গেছেন তার সিকির সিকি করতে গেলে তোমাদের মত প্রোফেসরের সাতজন্ম ঘুরে আসতে হবে!

প্রশান্ত ॥ খুবই সত্যি কথা! কিন্তু দিনকাল কী রকম পড়েছে বুঝছ ত?

লীলা ॥ হাড়ে হাড়ে বুঝচি! আর সেইজন্যেই ত' বলি যাতে সংসারের আয় কিছু বাড়ে তার চেষ্টা করো। তা নয়, কলেজটা গেলুম আর বাড়ী এসে বই নিয়ে বসলুম, ব্যস! দুনিয়ায় যেন আর কিছু নেই! এত কিসের পড়ারে বাবু?

প্রশান্ত ॥ মানে, একটা নতুন বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি কি না—

লীলা ॥ (বিদ্রূপের সুরে) গবেষণা! বলি, এ অবধি ত' অনেক গবেষণা করলে! তা থেকে পেলে কী? নিজের বা সংসারের কোন্ দুঃখটা ঘুচলো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের খবর করতেই দিন গেল …এদিকে গদাধরের দোকান থেকে গনেশকে চিনি না দিয়েই শুধুহাতে ফেরৎ দিয়েছে, সে খবরটা কে রাখে?

প্রশান্ত ॥ গদাধর গনেশকে চিনি না দিয়ে ফেরৎ দিয়েছে? কেন?

লীলা ॥ কেন আবার?…দোকানে টাকা বাকী পড়েছে বলে—

প্রশান্ত ॥ (চিন্তিতভাবে) হুঁ। কত বাকী পড়েছে?

লীলা ॥ তা এই ক' মাসে প্রায় দুশো টাকা হবে—

প্রশান্ত ॥ বাকী পড়লো কেন?

লীলা ॥ দোকানে টাকা বাকী পড়ে কেন? বলি, শান্তার অসুখে কত টাকা খরচা হয়েছে তার হুঁশ আছে?

প্রশান্ত ॥ হুঁ। (একটু পরে) কত টাকা বাকী বল্লে?

লীলা ॥ প্রায় দুশো।

প্রশান্ত ॥ দুশো! আর ঐ গদাধরের ছোট ছেলেটাকে পড়ানোর জন্যে আমি একটি পয়সাও নিই নি…

লীলা ॥ নাও নি কেন? তখন ত' কত বলেছিলুম—

প্রশান্ত ॥ নিই নি বিদ্যে বিক্রী করবো না বলে—

লীলা ॥ তাই দেনায় মাথা বিক্রী করে বসে আছ! আর সংসার করতে গিয়ে আমায় হাবুডুবু খেতে হচ্ছে!…নাও, এখন দয়া করে একবার উঠবে কী?

প্রশান্ত ॥ কেন?

লীলা ॥ বাজারে যেতে হবে।

প্রশান্ত ॥ বাজারে যেতে হবে?…আমাকে?…হঠাৎ?

লীলা ॥ আজ ওবেলা ভুলু বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে আসছে, মনে নেই? একটু ভাল মাছ-টাছ আনতে হবে না?

প্রশান্ত ॥ এই বলছ মুদীর দোকান থেকে গণেশকে চিনি না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে…দোকানে টাকা বাকী! আবার বলছ ভাল মাছ-টাছ? কেন, একটু চা-টা খাইয়ে দিলেই ত' হয়—

লীলা ॥ তা বলবে বৈ কি! ভুলু যে আমার ভাই! হোতো নিজের কোনো পেয়ারের বন্ধু কি ছাত্র…তা'হলে—

প্রশান্ত ॥ আবার রেগে গেলে! আমার কথাটা একটু বুঝে দেখ না—

লীলা ॥ খুব বুঝেচি! আজ পঁচিশ বছর ধরে বুঝচি! আসল কথা, আমার বাপের বাড়ীর কোনো লোককেই তুমি দেখতে পারো না! এ কী আর আমি বুঝি না?

প্রশান্ত ॥ এ তোমার ভুল ধারণা লীলা। আমি বলছিলুম—

লীলা ॥ থাক্…আর বলতে হবে না।

প্রশান্ত ॥ না না, ও কথা নয়। আমি বলছিলুম যে বাজারে গণেশই যাক না, রোজ যেমন যায়—

লীলা ॥ গণেশ ত' তোমার গোবর গণেশ! দেখেশুনে ভাল জিনিস আনতে পারে কোনো দিন?

প্রশান্ত ॥ (একটু ভাবিয়া) তাহলে গণেশকে নিয়ে সমীর যাক না—

লীলা ॥ কে?

প্রশান্ত ॥ সমীর—

লীলা ॥ সমীর? তোমার বড় ছেলে?…সে যাবে বাজারে?

প্রশান্ত ॥ কেন? তার কী হয়েছে?

লীলা ॥ হবে আবার কী? ততক্ষণ তার গানের মহড়া দিলে কাজ হবে—

প্রশান্ত ॥ সে কী? সমীর কী আজকাল গান শিখছে না কি?

লীলা ॥ সংসারের কোন্ খবরটাই বা রাখ যে এটা রাখবে ?…ঐ ত' বড়বাবু এই দিকেই আসছেন—

প্রবেশ করে বড় ছেলে সমীর। বয়স ২০।২১ একটা রাগ ভাঁজিতে ভাঁজিতে—

সমীর ॥ মা ধা পা…মা ধা পা…মা (হঠাৎ প্রশান্তর সামনে পড়িয়া) মা ধাপার কপি…

প্রশান্ত ॥ আগস্ট মাসে ধাপার কপি ?

সমীর ॥ (মাথা চুলকাইয়া) এই…এই…(চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে)

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর) সমীর, দাঁড়াও—

সমীর ॥ আমাকে একবার এখনি বেরোতে হবে—

প্রশান্ত ॥ এই সকালেই বেরোতে হবে ?…কোথা ?

সমীর ॥ আসছে শনিবার আমাদের ক্লাবের ফাংশান—

প্রশান্ত ॥ সেইজন্যে তোমায় সকাল থেকে বেরোতে হবে ? লেখা নেই, পড়া নেই, সংসারের কাজ নেই—

সমীর ॥ (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) এগ্‌জামিনের ত' এখনও অনেক দেরী ! সেই ডিসেম্বরে টেস্ট !…আর মা'কে ত' আমি বলেছি যে এই ক' দিন—

লীলা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ…ও বলেছিল বটে…ওর এ ক'দিন … তুমি গণেশকেই ডেকে বাজারে যেতে বল।

(প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে ভিতরে যায়)

সমীর ॥ মা, আমি তা'হলে এখন চললুম। অনেক জায়গায় টিকিট বেচতে হবে।

(চলিয়া যাইতেছিল। লীলা ডাকিল)

লীলা ॥ ওরে সকাল সকাল ফিরিস কিন্তু ! ওবেলা তোর ভুলু মামা আসছে।

সমীর ॥ (যাইতে যাইতে ফিরিয়া—সোৎসাহে) এঁ্যা! ভুলুমামা! Very good! সঙ্গে মামীমাও নিশ্চয়—

লীলা ॥ হ্যাঁ। মলি, বাবলু···ওরাও আসছে···

সমীর ॥ Good! তাহলে ত'···(হিসাব করিয়া) এক···দুই···তিন ···চার! চারখানা ত' sure!

লীলা ॥ চারখানা কী?

সমীর ॥ টিকিট···টিকিট! Push sale···push sale জানো মা? 4×25—ব্যস! এই নাও (পকেট হইতে টিকিট বই বাহির করিয়া)—এই নাও মা···(চারখানি টিকিট কাটিয়া) একেবারে চারখানা কেটেই দিয়ে গেলুম! আজ নিশ্চয়ই ওরা এখানে খাওয়া দাওয়া করে যাবে। একটু ভাল মাছ-টাছ খাইয়ে দিও, তা হলেই মামীমা খুসী হয়ে যাবে। তারপর ওরা যখন খোস মেজাজে গল্প করতে বসবে ঠিক সেই সময়টিতে সুযোগ বুঝে টিকিট চারখানা ধরিয়ে দেবে! ভুলু মামার ত' অনেক পয়সা! ১০০ টাকা ওর কাছে nothing! কি বল?

(প্রবেশ করে প্রশান্ত)

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীরস্বরে) সমীর! যদি বাড়ীতে কাজ করার সময় তোমার হাতে এখন না থাকে তাহলে এখান থেকে যেতে পার। কার কত পয়সা সে হিসেব করার দরকার নেই। ···যাও!

লীলা ॥ অমনি গায়ে লাগলো ত? ভুলু যে আমার ভাই কি না?

প্রশান্ত ॥ সমীর! এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

সমীর ॥ যাচ্ছি। (লীলার দিকে চাহিয়া) তা'হলে মা সুযোগ বুঝে টিকিটগুলো দিয়ে দিও···জানো ত' সব জিনিসেরই একটা সময় আছে—

প্রশান্ত ॥ সেটা টিকিট বিক্রীর ব্যাপারে না ভেবে নিজের জীবনের ব্যাপারে ভাবলে ভাল হোতো না ?

(সমীর ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে)

লীলা ॥ কথাটা ছেলেকে বলার আগে নিজেকে বল্লে ভাল হোতো না ? ...সময়ে তুমিই বা কোন কাজ করেছ ? সুযোগ তুমি ছেড়ে দাও নি ? ভুলু আজ ব্যবসা করে এত বড় হয়েছে। তোমাকেও ত' কত করে বলেছিল ওর সঙ্গে ব্যবসায় নামবার জন্যে! শুনেছিলে তখন তার কথা ? ভুলুর কথা তখন শুনলে—

প্রশান্ত ॥ (বাধা দিয়া) ভুলুর কথা আমার কাছে বোলো না—

লীলা ॥ কেন ? হিংসে হয়!

প্রশান্ত ॥ না।

লীলা ॥ তবে কী ? হিংসে ছাড়া আর কী ? ভুলু পয়সা করেছে—আর...

প্রশান্ত ॥ থাক। ভুলু পয়সা করেছে—কিন্তু কী করে তা জানলে—

লীলা ॥ কী করে আবার ? ব্যবসা করে—

প্রশান্ত ॥ হুঁ! ব্যবসা! কিন্তু কী ব্যবসা ? কী রকম ব্যবসা ? তার খবর রাখো ?

লীলা ॥ সে খবরে আমার দরকার কী ? ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে ও দিব্বি সুখে স্বচ্ছন্দ্যে আছে...ওর কোনো অভাব নেই! ওর বৌ-ছেলেমেয়ের কোনো সাধই বাকী থাকে না! ওদের বাড়ী আছে...গাড়ী আছে...লোকজন আছে! ওরা সিনেমা দেখছে, থিয়েটার দেখছে, যেখানে খুশী সেখানে যাচ্ছে! ওরা যেখানে যায় সেখানে খাতির পায়—পয়সা আছে বলে! ওর বৌয়ের মেয়ের শাড়ীর ওপর শাড়ী...গয়নার ওপর গয়না! ওর ছেলের স্যুটের ওপর স্যুট! আবার কী চাই ?

প্রশান্ত ॥ চাই। এ সবের ওপরেও জিনিস আছে। সে হয় ত' তুমি এখন বুঝবে না—

লীলা ॥ এ সবের ওপরে আবার কী জিনিস? সবাই ত' এই চায়! আর এসব যার আছে সমাজে তারই খাতির! এর ওপর আবার কী আছে?

প্রশান্ত ॥ আছে। আছে সত্য…আছে ধর্ম্ম…আছে মনুষ্যত্ব! এসব খুইয়ে যে পয়সা করে সে মানুষ নয়…সে…(থামিয়া যায়)

লীলা ॥ সে কী?…থামলে কেন, বল—

প্রশান্ত ॥ বললে তুমি খুসী হবে না।

লীলা ॥ কিন্তু একদিন ভুলু বলতে তুমি অজ্ঞান হতে—

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, তখন আমি জানতুম না যে সে কী ভাবে পয়সা উপায় করে! কিন্তু আজ…

লীলা ॥ আজ?

প্রশান্ত ॥ আজ…আজ আমি তাকে ঘৃণা করি।

লীলা ॥ কী? কী বল্লে? ঘৃণা কর?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ। বাইরে ভদ্রভাবে হেসে কথা বললেও মনে মনে আমি তাকে ঘৃণা করি—

লীলা ॥ তা করবে বৈকি! কেন না তার পয়সা আছে…আর তোমার মত ডি. এস. সি. না হয়েও সে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে…আর দেশের একজন বড়লোক বলে সবাই তাকে খাতির করে—

প্রশান্ত ॥ কিন্তু জানো তুমি, এই ভুলুদের জন্যেই দেশের আজ এত দুর্দ্দশা! হাজার হাজার লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে পয়সা করছে আজ এই ভুলুর দল! মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনা, চোরাকারবার, চুরি, জোচ্চুরি—এইসব হোলো ওদের পয়সা করার উপায়!

এই ভুলুদের জন্যেই আজ দেশে অন্ন বস্ত্রের অভাব…এই ভুলুদের জন্যেই আজ—

লীলা॥ (বাধা দিয়া) খুব হয়েছে! ঐ ভুলুর নখের যুগ্যি যদি হতে তা'হলে আজ বেঁচে যেতুম!

(এমন সময় বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ)

প্রশান্ত॥ কে?

নেপথ্যে॥ আমি যণ্ড বড়বাবু! যোগসাধন ঘটক—

(বলিতে বলিতে প্রবেশ করে যোগসাধন)

যোগ॥ পাতঃ পেন্নাম, মিত্তির মশাই, পাতঃ পেন্নাম! এই যে মাও এখানে! যাক্ ভালোই হোলো! একেবারে পাকাপাকি হয়ে যাবে! পেন্নাম হই, বড়মা, পেন্নাম হই—

প্রশান্ত॥ কী খবর যোগসাধন? একেবারে ভোর না হতেই…

যোগ॥ ব্যস! আর ভাবনা নেই, বড়বাবু! (লীলার দিকে চাহিয়া) এখন বিদেয় কী দেবেন, তাই বলুন বড়মা! হুঁ…হুঁ! অল্পে ছাড়চি না! যাকে বলে একেবারে সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর!

লীলা॥ সকাল বেলায় কতকগুলো বাজে কথা বোলো না, যণ্ড! আসল কি করলে তাই বল—

যোগ॥ দেখে নেবেন, বড় মা…হ্যাঁ…এই বলে দিলুম অগ্নি সাক্ষী করে…(হাতের বিড়িটা দেখায়) চারহাত মিলিয়ে দেবো তারপর অন্য কথা। যণ্ড ঘটক বাজে কথা বলে না। আমার বাবা বলতো —'যণ্ড, আমরা হচ্চি পেজাপতির বাহন। সাবধান, বাজে কথা কখনও বলবে না'—

লীলা॥ আচ্ছা হয়েছে। এখন যা বলবার চটপট বলে ফেল—

যোগ॥ বলে এলুম ঘুঘুডাঙ্গার হরেন ঘোষকে—'আমাদের মিত্তির মশাইয়ের মেয়ে হচ্চে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-সরস্বতী পাশাপাশি। যেমন

রূপে তেমনি গুণে···যেমন লেখাপড়ায় তেমনি সংসারের কাজে ; যেমন নাচ-গানে আবার তেমনি সেলাইয়ের কাজে ! ও মেয়ের জন্যে আট হাজার নগদ দেবে কেন ? হ্যাঁ, চার বলুন ··তাতে মিত্তির মশাই পেছপাও হবে না।

প্রশান্ত ॥ না না যোগসাধন, অত দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ও পাত্র আমার চলবে না।

যোগ ॥ কথাটা একটু ভেবে দেখুন, বড়বাবু—

প্রশান্ত ॥ না না ভেবে দেখার দরকার নেই। আমি চার হাজার টাকা নগদ দিয়ে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে পারবো না। যদি পারি কোনো দিন ত' তোমায় খবর দোবো। তুমি এসো—

যোগ ॥ পাত্তরটী কিন্তু হাতছাড়া করা উচিত হবে না, মিত্তির মশাই।

প্রশান্ত ॥ না না যগু ! আমি পারবো না। আমার টাকা কোথায় ? তার চেয়ে আমার মেয়ে লেখাপড়া করছে এখন তাই করুক। বিয়ের এখন দরকার নেই।

লীলা ॥ না ! বিয়ের দরকার নেই ! মেয়েকে ধিঙ্গী করে বসিয়ে রেখে দাও !

প্রশান্ত ॥ মেয়ের বিয়ে এখন থাক। আগে পাশ করুক—তারপর ভেবে···

যোগ ॥ হ্যাঁ, ভেবে দেখবেন ! তবে একটু তাড়াতাড়ি ভাববেন। দেখবেন বড়মা, বাবুকে বেশী ভাবতে দেবেন না !···আজ্ঞে তা'হলে উঠি, আসছে রবিবার আবার আসবো। মোদ্দা, পাত্তরটি হাতছাড়া করবেন না, বড়মা ! আচ্ছা,···পেন্নাম···চল্লুম।

(যোগসাধন চলিয়া যায়)

লীলা ॥ পয়সার জন্যে অমন পাত্র হাতছাড়া করবে ?

প্রশান্ত ॥ কী করবো বল ? চুরি ত' আর করতে পারবো না মেয়ের বিয়ের জন্যে।

লীলা ॥ চুরি করার কথা কে বলছে? মেয়ের বিয়ের জন্তে লোকে টাকা ধারও ত' করে।

প্রশান্ত ॥ লোকে ধার করে করুক। আমি করবো না…করতে পারবো না! এমনিতেই ত' বেশ কিছু টাকা ধার হয়ে গেছে…

লীলা ॥ এই ত অবস্থা! টাকার জন্তে মেয়ের বিয়ে হয় না!…আর অত কথায় কাজ কী? আজ তিন দিন ধরে অধীরটা তিনটে টাকা চাইছে ম্যাচ দেখতে যাবে বলে…তা অবধি দেবার ক্ষমতা নেই! নিজের ত' এই মুরোদ! ছেলেদের একটা সখ মেটাবার শক্তি নেই! ভুলুর নখের যুগ্‌গি যদি হতে তা'হলে আজ বেঁচে যেতুম!…এমনি লোকের হাতে পড়েছিলুম যে সারা জীবন টাকার অভাবে…

প্রশান্ত ॥ আঃ! রোজ রোজ সেই এক কথা! টাকার অভাব… টাকার অভাব…

লীলা ॥ হ্যাঁ…হ্যাঁ…টাকার অভাব! টাকা না হলে সংসার চলে না! এই সোজা কথাটা তুমি কোনোদিনই বোঝোনি…আজও বুঝবে না—

(লীলা রাগিয়া চলিয়া যায়)

প্রশান্ত ॥ (লীলাকে উদ্দেশ করিয়া) ‥আর তোমারই বা দোষ কী? সকলে যা চায় তুমিও তাই চাইবে এ আর আশ্চর্য্য কী? টাকাই এখন মানুষের সব…টাকা…টাকা…

ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে ন'কড়িবাবু—প্রায় দৌড়াইয়া বলিলেই হয়। বয়স ষাটের কিছু উপর। সরল সাদাসিধা লোক।

নকড়ি ॥ হ। টাকা। ছ্যান মশয় দিয়া ছ্যান! আপনিও বাঁচেন আর আমারেও এই বুড়া বয়সে ছুটাছুটি করতে হয় না! নমস্কার পরশান্তবাবু! নমস্কার! (একটী চেয়ার টানিয়া লইয়া) তা' হইলে এই স্থানেই বসি, কী কন?

প্রশান্ত ॥ বসুন বসুন নকড়িবাবু! নমস্কার! তারপর? এই সকালবেলা সোজা এখানে···কোনো খবর না দিয়ে?

নকড়ি ॥ আরে মশয় খবর দি কারে দিয়া কয়েন ত? আপনার ছোট পোলাডারে ছাখলাম বাসার সম্মুখে···ঐ যে বধির না কী যে নামডা?

প্রশান্ত ॥ (ঈষৎ হাসিয়া) বধির নয়, অধীর।

নকড়ি ॥ হ। অধীর। বধির হইলেই ভাল হইত! কী দুই-ই হইতে পারিত! শুনাইতও ভাল···অধীর বধির মিত্তির!··· আর নামের একটা অর্থও হইত!

প্রশান্ত ॥ কী রকম?

নকড়ি ॥ আপনার পুত্রটী মশয়, অধীরও বটে বধিরও বটে! আরে মশয়, বাসার সম্মুখে আইস্যা দেখি কী যে আপনার পুত্রটী অতখানি একটী বল না লইয়া তারে লাথাইতেছে·· প্রাণপণ লাথাইতেছে!

প্রশান্ত ॥ (লজ্জিতভাবে) হ্যাঁ, আমার ছোটছেলের একটু ফুটবলে ঝোঁক বেশী—

নকড়ি ॥ আরে মশয় ঝোঁক থাকে মাঠে গিয়া বলে লাথি দাও! তা নয়, ছাওয়ালে বল মাইর‍্যা ছাওয়াল ভাঙ্গা? বাড়ীওয়ালার ক্ষতি করা? ফুটবল কী আমরা দেখি নাই রে মশয়—না খেলি নাই? আজ না হয় বুড়া হইছি—জমিদারের ভাড়া আদায় কইর‍্যা বেড়াই! এককালে ত' খ্যালতাম।

প্রশান্ত ॥ তাই নাকি? খুব আশ্চর্য্য লাগছে—

নকড়ি ॥ খাইসে! ইরিই মইধ্যা আশ্চর্য্য হইছেন? আরে, আশ্চর্য্য হওনের অথন হইল কী? শোনেন কথাডা!···তা পরশান্তবাবু, ···এক কাপ চা হইলে হইত না? আপনার কী হইয়া গেছে?

প্রশান্ত ॥ (ইতস্তত: করিয়া) হঁ্যা…আপনি কি চা না খেয়েই ভাড়া আদায়ে বেরিয়েছেন ?

নকড়ি ॥ না, খাইছি এক কাপ। তবে সে না খাওয়ারই ভিতরি! বাবুদের বাড়ীর সরকার গোমস্তাদের লাইগ্যা যে চা সে কী আর চা রে মশয়? খানার পানি!…আর সে খাইছিই বা কখন! …তা আপনার বোধ করি চা হইয়া গেছে—না ?

প্রশান্ত ॥ হঁ্যা…মানে…

নকড়ি ॥ থাক থাক! ব্যস্ত হয়েন না…ব্যস্ত হয়েন না! একবারের অধিক দুইবার চা চাইলে গৃহিনীরা যে…

প্রশান্ত ॥ না না তা নয়, নকড়িবাবু।…আপনি বসুন, আমি দেখছি…

নকড়ি ॥ আরে ছাড়ান গ্যান মশয়…ছাড়ান গ্যান!…হ। কি যেন কইতেছিলাম ?

প্রশান্ত ॥ অধীরের কথা কী বলছিলেন যেন—

নকড়ি ॥ হ। ঐ যে কইলাম আপনার পুত্রটী অধিরও বটে, বধিরও বটে! ঠিক নামই রাখছিলেন রে মশয়—অধীর!…কী চঞ্চল রে বাবা! কইলাম "শোনছ, তোমার বাবায় একবার সংবাদ গ্যাও যে নকড়িবাবু আসছেন ভাড়ার টাকার লাইগ্যা"… তা কথাডা কানেই লয় না রে মশয়! বধির কী আর সাধে কইছি ?

প্রশান্ত ॥ (লজ্জিত) সত্যি ভারী অন্যায়! আজকাল ছেলেরা যে সব কী তৈরী হচ্চে—

নকড়ি ॥ অখন কয়েন সংবাদ দিই ক্যামনে?…তারপর গ্যাখলাম আপনার জ্যেষ্ঠপুত্ররে—

প্রশান্ত ॥ সমীর ?

নকড়ি ॥ হ। সমীর।…তারে গ্যাখলাম বাসার সম্মুখে পানওয়ালার

দোকানে খাড়াইয়া আছে বন্ধুবান্ধব লইয়্যা! তারে কইলাম—"বাবারে কও গিয়া নকড়িবাবু আসছেন ভাড়ার টাকার লাইগ্যা!" মশয়রে মশয়! উল্টা বুঝিলি রাম! ··আমি আসছি টাকা লইতে পিতার নিকট আর পুত্র কিনা টাকা চায় আমার নিকট! গ্যাখেন ত' কারবার।

প্রশান্ত॥ (ক্ষুব্ধ ও ভীত) সে কী? সমীর আপনার কাছে টাকা চাইল?

নকড়ি॥ শুধু চাইল? দিব্য হাইস্যা হাইস্যাই চাইল! কতকগুলো টিকিট লইয়া আমারে কয় কি—

প্রশান্ত॥ (ব্যাপারটা বুঝিয়া নিশ্চিন্ত) ওঃ! বুঝেচি! এই শনিবার ওদের ক্লাবের কী একটা ফাংশান আছে—তার টিকিট বিক্রী করতে গেছল আপনার কাছে! নিলেন?

নকড়ি॥ থাইসে! আপনার কী মাথা খারাপ, পরশান্তবাবু? পয়সা খরচ কইর‍্যা টিকিট কিনুম আমি? একখান টিকিট লইয়া আপনার পুত্র আমার পশ্চাৎধাবন করছিল। আমিও একটা চোঁচা দৌড় না দিয়া আপনার এই ঘরে। যাক্। অখন ভাড়ার টাকাটা দিয়া গ্যান···হাঙ্গামা মিটিয়া যাউক···

(ঘাম মুছিতে থাকেন)

প্রশান্ত॥ ···আপনি বসুন, নকড়িবাবু!···আমি চায়ের কথা বলে আসি—

প্রশান্ত ভিতরে যায়। সেই সময় পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করে সমীর। দেখে প্রশান্ত আছে কি না। নাই দেখিয়া আস্তে আস্তে নকড়ির পিছনে আসিয়া দাঁড়ায়। তারপর ডাকে—

সমীর॥ (পিছন হইতে) দাদু!

নকড়ি॥ (চমকাইয়া উঠে) দাদু! দাদু কয় কেডায়? (ফিরিয়া) ওঃ তুমি! তাই কও! আমি কই কী আমার মাইয়্যার

পোলাডা বোধ করি হুলিখপ্‌টারে আইস্যা খপ্‌ কইর‍্যা এই স্থানেই নামলো !···আবার কী কইতাছ ?

সমীর ॥ বলছিলুম ভাড়ার টাকাটা ত' পেয়ে গেছেন—এইবার একখানা পাঁচ টাকার···(টিকিট বাহির করে)।

নকড়ি ॥ টাকা পাইলাম কৈ ? আর পাইলেই বা বাবুর প্রাইপ্যা ভাড়ার টাকা হইতে আমি টিকিট কিনুম ক্যান ?

সমীর ॥ এখন ত' নিন, পরে দিয়ে দেবেন।

নকড়ি ॥ না হে বাপু—অমন অসৎ কার্য্য আমি জীবনে করি নাই—

সমীর ॥ কিন্তু দাদু, আপনি জানেন না আপনি কী হারাচ্চেন—

নকড়ি ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া পকেট দেখে) এঁ্যা ! আমি আবার কী হারাইলাম ?

সমীর ॥ আপনি ধাতিনাড়া বক্সের 'সাথসঙ্গৎ' হারাচ্চেন। আর নড়েভোলা সিংএর···

নকড়ি ॥ থাইসে ! আমি কোনো বাক্সই সাথে সঙ্গে আনি নাই ! আর এ স্থান হইতে ভুলেও কোথাও নড়ি নাই···

সমীর ॥ দাদু, আপনি ব্যাপারটা কিচ্ছু বুঝতে পারছেন না।

নকড়ি ॥ বুঝায়ে না দিলে বুঝুম ক্যামনে ? বাপের জন্মেও ত' ও সব কথা শুনি নাই !

সমীর ॥ Hopeless ! ধাতিনাড়া বক্সের নাম শোনেন নি ?

নকড়ি ॥ আদায় করি বাড়ী ভাড়া ! ধাতিনাড়ায় আমার কাম্‌ডা কী ? তারে চিনুম ক্যাম্‌নে ?

সমীর ॥ তা অবশ্য ঠিক ! তা ছাড়া আমরাই ত' ওকে ফার্স্ট ক্যালকাটায় আনছি ! ধাতিনাড়া বক্স হচ্চে ফতেপুরের মস্ত বড় তবলচী। ওর হাতে 'ধাতিনাড়া'র যা কাজ না—অপূর্ব্ব !

ইণ্ডিয়ায় কারুর নেই! তাই ওর নামই হয়ে গেছে 'ধাতিনাড়া' বক্স! ওর আসল নাম এলাহি বক্স—

নকড়ি ॥ (বিস্মিতভাবে) 'ধাতিনাড়া'র আবার কাম কী?

সমীর ॥ Hopeless! তাও জানেন না দাদু! 'ধাতিনাড়া' হচ্চে তবলার 'বোল'! ধাতিনাড়া।...ধেরেকেট...না ধিন ধিন তা...

নকড়ি ॥ বোঝলাম!...আর ঐ যে কী সিং কইল্যা?

সমীর ॥ হ্যাঁ! নড়েভোলা সিং...বিকানীরের state musician... ওস্তাদ নড়েভোলা সিং...

নকড়ি ॥ নড়েভোলা সিং? এ কেমন নাম?

সমীর ॥ নাম ভোলা সিং...তবে সবাই 'নড়েভোলা' বলে—

নকড়ি ॥ ক্যান্?

সমীর ॥ এই জন্যে যে ওস্তাদজী এক জায়গায় বসে গাইতে পারে না... গাইতে গাইতে নড়ে বসে!...

নকড়ি ॥ ক্যাম্নে?

সমীর ॥ মানে, এক একটা গিটকিরিতে এক এক ইঞ্চি সরে যায়! গান থামলে দেখা যায় যে যেখানে বসে গান সুরু হয়েছিল সেখান থেকে ওস্তাদজী অন্ততঃ হাত তিনেক সরে গেছে—

নকড়ি ॥ ভারী মজার ব্যাপার ত!

সমীর ॥ এবার যা জমবে না, একবার দেখে নেবেন! নড়েভোলা সিংএর দরবারী কানাড়ার সঙ্গে ধাতিনাড়া বক্সের সাথ্সঙ্গত... প্যাণ্ডেল একেবারে 'ফায়ার' হয়ে যাবে!

নকড়ি ॥ বটে!

সমীর ॥ তবে! এ আর পটলাদের ক্লাবের সেই লর্ড ক্লাইভের আমলের "ভালেগোলমাল আলি" নয়!...হুঁ...কী বছরই একমাল

ছাড়চে! এ দস্তুর মত নতুন আর্টিস্ট!...ভেবে দেখুন মাত্র পাঁচ টাকায়—

(এমন সময় নেপথ্যে প্রশান্ত'র গলা শোনা যায়)

—এই রে! বাবা আসছে!...আমি ঐ রাস্তার মোড়েই আছি ...যাবার সময় একখানা টিকিট নিয়ে যাবেন কিন্তু...

(সমীর চলিয়া যায়। প্রবেশ করে প্রশান্ত)

প্রশান্ত॥ চায়ের কথা বলে এসেছি। আপনি বসুন, নকড়িবাবু—

নকড়ি॥ আজ আর বসার সময় নাই পরশান্তবাবু! আপনার নিকট হইয়া আরও চারিজাগা তাগাদা আছে। সব বড় কড়া কড়া জাগারে মশয়! বড় বড় ভাড়াটিয়া কি না! হুমকানি ছায় রে মশয়...হুমকানি ছায়! এই যে পরশান্তবাবু, আপনার নিকট আসি...আইস্যা বসি, দুটা সুখদুঃখের কথা হয়...একটু হাসতামুসা হয়! আপনি হইলেন গিয়া পণ্ডিতব্যক্তি...রসায়ন শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টর' উপাধি পাইছেন...যারে কয় একডা মান্‌ষের মত মানুষ! একডা ভদ্দর ব্যক্তি! আপনার নিকট একবারের অধিক দুইবার আইলাম—ক্ষতি ত' নাই।

প্রশান্ত॥ না না...তাই বা কেন? এমনি আসুন গল্পসল্প করার জন্যে —সে আলাদা কথা! কিন্তু ভাড়ার টাকা নিতে একবারের বেশী আসতে হবে কেন? (ইতস্ততঃ করিয়া) তবে কি জানেন নকড়িবাবু...এই ক'মাস একটু অসুবিধেয়...

নকড়ি॥ আহা তা ত' হইতেই পারে! সে কী আর আমি বুঝি না? কিন্তু কি করুম পরশান্তবাবু? পরের কাম করি...তাই আসা।

প্রশান্ত॥ আপনি বাবুকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, নকড়িবাবু! আমার ঐ একটী মেয়ে শান্তা। ওর অসুখে আমার কয়েক হাজার

টাকা খরচ হয়ে গেছে! জানেন ত বাঁধা মাইনের চাকরী! হঠাৎ অনেকগুলো টাকা খরচ হওয়ায় একটু টানাটানি···

নকড়ি॥ আরে কারে কী কইতাছেন, পরশান্তবাবু? মা'র নিকট মামাবাড়ীর কথা আর কয়েন না—

(বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজে)

প্রশান্ত॥ আপনি আপনার বাবুকে বলবেন—আসছে মাসে আমি এক সঙ্গে চার মাসের ভাড়া যে করে পারি শোধ করবো—

নকড়ি॥ আমি কমু ঠিকই। কিন্তু বাবুরে জানেন ত? কোনো কথাই শুনতে চান না—

(ইতিমধ্যে প্রবেশ করে ভুলু—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শোনে)

প্রশান্ত॥ (ভুলুকে দেখে নাই) আপনি চেষ্টা করলেই হবে, নকড়িবাবু! আমি কথা দিচ্চি যে করে হোক, আসছে মাসে চার মাসের ভাড়া একসঙ্গে···

ভুলু অগ্রসর হইয়া আসে। পশ্চাতে প্রবেশ করে মঞ্জু, মলি, বাবলু—সম্পদ ও হাল্কাখুসীর প্রতিচ্ছবি।

ভুলু॥ Good morning, প্রশান্ত দা!

প্রশান্ত॥ (বিস্মিত ভাবে) ভুলু? তুমি এ বেলা? (মঞ্জু প্রভৃতিকে) এসো···এসো···তোমাদের ওবেলা আসার কথা শুনেছিলুম যে—

ভুলু॥ হ্যাঁ, শুনেছিলে ঠিকই! কিন্তু হঠাৎ (মঞ্জুকে দেখাইয়া) ওঁর খেয়াল হোলো।

মঞ্জু॥ না দাদা খেয়াল নয়! বাবলু বল্লে ও আজকে ফুটবল ম্যাচের দু'খানা টিকিট করেছে···

মলি॥ জানেন পিসেমশাই, তিন টাকার টিকিট কিনেছে দশ টাকা দিয়ে—

বাবলু ॥ উহুঁ !…দশ নয় বারো ! যে যোগাড় করে দিয়েছে তার কমিশন দু' টাকা per ticket…

প্রশান্ত ॥ চব্বিশ টাকা দিয়ে দু'খানা ফুটবলের টিকিট ?

মঞ্জু ॥ টাকাকে কী টাকা বলে মনে করে আজকালকার ছেলেরা ? যখনই যা ধরবে তখ্‌খনই তা চাই…

বাবলু ॥ দু'খানা টিকিট করেছিলুম, পিসেমশাই। মলি বলেছিল যাবে। এখন যেতে চাইছে না !…ও কখন যে কী বলে !

মলি ॥ ভেবে দেখলুম ক্রিকেটই ভাল ! টেস্ট ম্যাচের সময় বরং যাওয়া যাবে—

বাবলু ॥ আসলে দুটোর কোনোটাই কিস্‌সু বোঝো না ! শুধু ফ্যাসন—

মঞ্জু ॥ তাই বাবলু বল্লে 'চল মা, এ বেলায়ই পিসীমার ওখানে যাই… টিকিটখানা অধীরকে দেওয়া যাবে ! ও নিশ্চয়ই টিকিট পায় নি …অথচ খেলা দেখার ঝোঁক খুব ! তাই সকালবেলাতেই সকলে চলে এলুম—

প্রশান্ত ॥ তা বেশ করেছ।…আচ্ছা, তোমরা ভেতরে যাও, আমি যাচ্ছি—

(মঞ্জু, মলি, বাবলু ভিতরে যায়)

ভুলু, তুমিও যাও !…আমি এঁর সঙ্গে কথাটা শেষ করেই আসছি।

ভুলু ॥ কথা আর কী শেষ করবে, প্রশান্তদা ? ওঁর সঙ্গে তোমার শেষ কথা আমি আসতে আসতেই শুনেছি।·· (নকড়ির দিকে ফিরিয়া) আপনি ? Landlord ?…বাড়ীওয়ালা ?…ভাড়া আদায়ে এসেছেন ?

প্রশান্ত ॥ (বিরক্ত) ভুলু !

ভুলু ॥ Excuse me, Doctor। চার মাসের ভাড়া কত ?

নকড়ি ॥ মাসিক ৯০৲ টাকা কইর‍্যা—তিন শত ষাট টাকা।

ভুলু ॥ Only !···Just a minute···(ডাক দেয়) মঞ্জু···মঞ্জু···

প্রশান্ত ॥ (ব্যস্তভাবে) মঞ্জুকে কেন ?···সে কী করবে ?

ভুলু ॥ Please don't bother, প্রশান্তদা ! Leave it to me ! সব ঠিক করে দিচ্ছি।

(প্রবেশ করে মঞ্জু)

মঞ্জু ॥ কী ব্যাপার ?

ভুলু ॥ দাও ত' তিনশো ষাটটা টাকা ! (মঞ্জু ভ্যানিটী ব্যাগ খোলে) ওঃ ! ভাঙানো নেই ? Dosn't matter ! ঐ ১০০৲ টাকার নোটই চারখানা দাও—

প্রশান্ত ॥ (বাধা দিয়া) না···না···না···না ! কী করছো ভুলু ?

ভুলু ॥ Don't worry, প্রশান্তদা ! (মঞ্জুর কাছ হইতে টাকা লইয়া, নকড়িকে) রসিদ ? রসিদ এনেছেন ? (নোট চারখানি নকড়ির সামনে ধরিয়া)।

প্রশান্ত লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকে।

চেঞ্জ আছে ?···Never mind ! (নকড়ি পকেট হাতড়ায়) ···Never mind (টাকাটা দেয়)···keep it with you ! বাকীটা আপনার কাছেই থাক ! রসিদটা পরে পাঠিয়ে দেবেন ! ···আচ্ছা, নমস্কার—

নকড়ি ॥ (হতভম্ব) যে আইজ্ঞা ! নমস্কার !···নমস্কার পরশান্তবাবু— (পকেটে টাকা রাখিতে রাখিতে ভুলুকে) ঐ চল্লিশ টাকা পরের মাসের ভাড়া বাবদ জমা করাইয়া দিমু ! নমস্কার পরশান্তবাবু··· (ভুলুকে) নমস্কার—

(নকড়ি চলিয়া যায়)

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর) কাজটা ভাল করলে না ভুলু ! এই ভাবে···

আমাকে কিছু না জিগ্যেস করে!...না...না · এ অযাচিত উপকার!...হতে পারে আমি গরীব মাস্টার!...May be a poor relation...still! আমার একটা মর্য্যাদা—

(প্রবেশ করে লীলা)

লীলা ॥ ইস্! মর্য্যাদা! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর!

ভুলু ॥ আঃ ছোড়দি! তোমার সেই ছেলেবেলাকার জিবের ধার এখনও গেল না? লোককে ক্যাটক্যাট করে বলতে...

লীলা ॥ বলি কী সাধে? সারা জীবনটা জলে পুড়ে মলুম! বাবার বড় আদরের মেয়ে ছিলুম তাই এমনি পণ্ডিতের হাতে দিয়ে গেছেন! না পেলুম নিজে একটু সুখশান্তি...না পারলুম পেটের ছেলেমেয়েদের কোনো সাধ-আহ্লাদ মেটাতে—

প্রশান্ত ॥ সুখশান্তি টাকায় হয় না। আর পরের টাকায় সাধ-আহ্লাদ মেটানোর চেয়ে উপোস করে আত্ম-সম্মান · বজায় রাখা—

(প্রবেশ করে পুরাতন ভৃত্য গণেশ)

গণেশ ॥ (উত্তেজিত) ত্থান বাবু, আমারে ছুটি ত্থান। আমি দেশ চলি যাই! ই আর আমার সহ্যি হয় না—

ভুলু ॥ কী হোলো গণেশ রাম? সকাল বেলাই অত চটেছ কেন?

গণেশ ॥ চটুবো নি? সকাল থিকে সবাই যেন জোট করে পিছনে লাগ্‌ছে! ব্যাটাদের সব বড় ত্যাজ হইছে! হারামজাদারা ম্যাজাজ ত্থাখায়, মামাবাবু...ম্যাজাজ দেখায়—

মঞ্জু ॥ কী হোলো কি গণেশ? কে কী বলেছে তোমায়?

গণেশ ॥ ত্থাখেন ত' মামীমা! পয়লা ত' ঐ ব্যাটাচ্ছেলে গদা...গদা মুদী! সকাল বেলা মা পাঠালেক একসের চিনি লিয়ে আসতে! তা ব্যাটা গদা বলে কী "আগে তোর বাবুরে বাকী

টাকা শোধ করতি বল্‌গা যা তারপর চিনি লিবি!"…এখন আবার ঐ ব্যাটা রামাবতার গোয়ালা শাসায়ে গেল যে কাল থিকে দুধ দিবেক নি। কেনে? না, দুইমাসের টাকা বাকী পড়ছে! ব্যাটার এতদুর ত্যাজ হইছে! জল মিশায়ে দুধ বেচি দুটা পয়সার মুখ ছ্যাখছে…তারিরই এত গরম!…দিদিমণি এই ভারী অসুখ থিকা উঠ্‌ছে এতটুকুন দুধ না হলি—

ভুলু॥ যাও গণেশ। আমি রামাবতারকে ডেকে বলবো'খন! মাথা গরম কোরো না।

(গণেশ চলিয়া যায়)

লীলা॥ শুনলি ত' মঞ্জু! এই ত' বাবুর মর্য্যাদা! ভুলু কোথায় না বলতে অতগুলো টাকা দিয়ে উপকার করলে—

ভুলু॥ থাক্‌…থাক্‌, ও সব কথা এখন থাক ছোড়দি…

ক্রোধে, ক্ষোভে, অপমানে প্রশান্ত নীরব। শান্তাকে টানিতে টানিতে প্রবেশ করে মলি।

মলি॥ না না ও সব কথা এখন থাকবে না! আগে বল তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে…নইলে কিছুতেই তোমায় ছাড়চি না, শান্তা!… যে-তে-ই হবে!

শান্তা॥ আঃ! কী হচ্ছে মলি?…হাত ছাড়…হাত ছাড়…

মঞ্জু॥ তোদের আবার কী হোলো?

মলি॥ দেখ না mummy! শান্তা বলছে আমাদের সঙ্গে ম্যাডোনায় লাঞ্চ খেতে যাবে না—

লীলা॥ কোথায় খেতে যাবি বললি?

মলি॥ ম্যাডোনায়।

লীলা॥ কেন? বাড়ীতে খাবি না?

ভুলু॥ না না ছোড়দি…বাড়ীতে আর হাঙ্গামা কোরো না! চল না আজ সবাই মিলে হৈ হৈ করে দুপুরে একটা হোটেলে—

মলি ॥ ম্যাডোনা খুব fashionable হোটেল, জানো auntie—

লীলা ॥ জানবো আর কোথা থেকে বল? যাঁর হাতে পড়েছি তাঁকে ডাল চচ্চড়ি রেঁধে খাওয়াতেই জীবনটা গেল! (প্রশান্ত তাহার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া) চেয়ে আবার দেখছ কী? সত্যি কথা বলবো—তাতে ভয়টা কী?...দাসী-বাঁদীর মত এ সংসারে এসেছিলুম দাসীবাঁদীর মত খেটেই গেলুম—

ভুলু ॥ আঃ ছোড়দি!...আবার সুরু করলে?

লীলা ॥ নিজের জন্যে বলছি না ভাই! মাঝে মাঝে মাথাটা গরম হয়ে যায় ঐ হতভাগা ছেলেমেয়েদের জন্যে! না পেলে ওরা একদিন ভাল খেতে...না পেলে ভাল পরতে...না পেলে কোনো সথ মেটাতে! ঐ যে শান্তা যেতে চাইছে না—কেন? তা কী আমি জানি না?

মলি ॥ কেন auntie? শান্তা বলছে ওর পরীক্ষা!...সে ত' দেরী আছে—

লীলা ॥ আসল কারণ ত' তা নয়। কোনো ভাল জায়গায় পরে যাবার মত শাড়ী কি ওর একটাও আছে? কী পরে যাবে? তাই ও লজ্জায় বেরোতে চায় না—

শান্তা ॥ (প্রতিবাদ করিয়া) না মা, তা নয়।...আমার ভাল লাগে না।

লীলা ॥ ঐ নাও! যেমন বাপ তেমনি মেয়ে! 'ভাল লাগে না'!

মলি ॥ আমি বলছি শান্তা, দেখো খু-উ-ব ভাল লাগবে! ম্যাডোনার চিকেন চাউ-চাউ...waw! it is heavenly!

লীলা ॥ ভাল খাওয়ার বরাত করা চাই মলি! ইচ্ছে করলেই ত' হয় না! ভগবান যার বরাতে যেমন মাপিয়েছেন! ওদের শাক-চচ্চড়ি খেতেই জন্ম...

প্রশান্ত ॥ ঠিক এই কথাটা মনে রাখলেই জীবনের অনেক অশান্তি মিটে যায়। ম্যাডোনার খানা সকলের জন্যে নয়—

ভুলু ॥ (ব্যাপারটাকে সহজ করিবার জন্য) না না প্রশান্তদা! 'ম্যাডোনা' আমার খুব জানা হোটেল! কোনো অসুবিধে হবে না। সকলে মিলে যাওয়া যাবে—

প্রশান্ত ॥ তোমরা যেও। আমার সুবিধে হবে না।

মঞ্জু ॥ তা হয় না দাদা, আপনাকেও যেতে হবে—

মলি ॥ Oh, you must, পিসেমশাই—

মঞ্জু ॥ আজ ত' বাড়ীতে রান্না হচ্চে না—

লীলা ॥ বুঝতে পারছিস না মঞ্জু? এ শুধু আমার ওপর আক্রোশ করে না যাওয়া। উনি না গেলে ত' আমারও যাওয়া হবে না! হাঁড়ি চড়াবার জন্যে বাড়ীতে থাকতেই হবে।···একটি দিনও ত' ছুটী পাবার যো নেই···

প্রশান্ত ॥ তোমার ইচ্ছে হ'লে যেতে পার। আমার জন্যে ভাবতে হবে না—

(লীলা চলিয়া যায়)

শান্তা ॥ কেন বাবা? আমি থাকবো···আমি ত' যাচ্চি না—

প্রশান্ত ॥ না মা, তুই যা। একটা দিন অন্ততঃ মামাবাবু-মামীমার সঙ্গে ভালমন্দ খেয়ে আয়। বাবার সঙ্গে রোজ শাক-চচ্চড়ির বেশী ত' কিছু আর জোটে না—

শান্তা ॥ না বাবা, আমি যাবো না—

মলি ॥ আঃ! তোমরা দেখছি দিনটাই মাটী করবে আজ—

ভুলু ॥ যাও ত' মঞ্জু, ওদের সবাইকে নিয়ে ভেতরে যাও ত! আমি ততক্ষণ প্রশান্তদা'র সঙ্গে দু' একটা দরকারী কথা সেরে ফেলি! মনে থাকে যেন ঠিক একটায় বেরুবো···

মঞ্জু ॥ দেখো, তুমি ত' আবার গল্প পেলে সব ভুলে যাও। কাজের কথা সেরেই ডেকো—

(ওরা ভিতরে যায়)

প্রশান্ত ॥ Oh ! I am sick of it, ভুলু !···দিন রাত টাকার জন্যে···

ভুলু ॥ কী করবে বল প্রশান্ত'দা ? এ যুগে সবাই টাকা চায়। সমাজের, সভ্যতার, জীবনের মধ্যমণি হচ্চে money···এই যুগে ! সবাই চায় ভাল করে বাঁচতে···higher standard of living ! the modern craze for better living···

প্রশান্ত ॥ Better living ! তার মানে কী শুধু ভাল খাওয়া···ভালো পরা···বিলাসিতা···আড়ম্বর ?

ভুলু ॥ উপায় নেই, প্রশান্তদা,···উপায় নেই ! যদি কোনো মা দেখে যে পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েরা ভাল ভাল সুট আর শাড়ী-ব্লাউজের display করে স্কুল-কলেজে যাচ্চে···সিনেমায় যাচ্চে··· ফুটবল, ক্রিকেট···হোটেল, পার্টিতে যাচ্চে···তাদের বার্থ-ডে'তে তাদের বাপ-মায়েরা fashionable party দিচ্চে···তখন তারও ইচ্ছে করবে যে "আমার ছেলেমেয়েদেরও যদি ঐ রকম সুযোগ থাকতো !" এ ত' স্বাভাবিক !

প্রশান্ত ॥ তাই বলে বড়লোক প্রতিবেশীর দিকে চেয়ে গুমরে মরতে হবে টাকার জন্যে !

ভুলু ॥ টাকা সবাই চায় প্রশান্তদা !···তুমি যতই বল না···টাকা না হলে সমাজে তোমার কোনো স্থান নেই ! এই যে তুমি এত বড় পণ্ডিত···এত বড় কলেজের প্রোফেসর···Doctor of Science ···কে তোমাকে recognise করে ? ক'টা Social function-এ তোমায় invite করে ? অথচ দেখ গে, তোমার পাশের

বাড়ীর নফর সমাদ্দার কী গজানন গ্যাঙেরিয়া…পেটে বোমা মারলে 'ক' বেরোয় না…সে হচ্চে একজন V. I. P.…কিসের জোরে? ঐ টাকা!…Look at me! You know how I was treated when I had no money! But now? এখন? ভুলু রায় is a big noise in Calcutta Society! টাকা চাই, প্রশান্ত'দা…টাকা চাই…

প্রশান্ত ॥ But how? আমি শিক্ষাব্রতী…ক্লাসে পড়াই আর অবসর সময় রিসার্চ্চ করি। এখানে টাকা কোথা?

ভুলু ॥ আছে।…এখানেও টাকা আছে—

প্রশান্ত ॥ (বিস্মিত)—এখানেও টাকা আছে?

ভুলু ॥ হ্যাঁ, আছে। এবং ইচ্ছে করলে তুমি তা' রোজগার করতে পার—

প্রশান্ত ॥ How?…কী করে? আমার বাড়্তি রোজগার করার সময় কোথা? সুযোগ কোথা? আমি ত' অবসর সময়ে ঐ ল্যাবরেটরীতেই পড়ে থাকি…research করি—

ভুলু ॥ Yes! ঐ ল্যাবরেটরী থেকেই…ঐ রিসার্চ্চ থেকেই তুমি টাকা রোজগার করতে পার…অনেক…অনেক টাকা!…And …and…I can help you!

প্রশান্ত ॥ তুমি?

ভুলু ॥ হ্যাঁ, আমি।

প্রশান্ত ॥ How?…কী করে?

ভুলু ॥ বসো। বলছি।

প্রশান্ত ॥ বল!

ভুলু ॥ প্রশান্ত'দা, তুমি আমার বন্ধু চৌধুরীর কথা জানো ত'! তার হোটেলের কথাও তোমায় বলেছি…ফুং পিং…

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, তোমার সেই বর্ম্মা ফেরৎ বন্ধু ত ? জানি—

ভুলু ॥ চৌধুরী একজন ভাল chemist খুঁজছে…তার…

প্রশান্ত ॥ ছেলেকে পড়ানোর জন্যে ? আমি প্রাইভেট ট্যুশানী করি না—

ভুলু ॥ না না, তা নয়—

প্রশান্ত ॥ তবে ?…হোটেলওয়ালা কেমিস্ট খুঁজছে কেন ?

ভুলু ॥ খুঁজছে নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্যে…

প্রশান্ত ॥ মানে ? (উঠিয়া দাঁড়াইলেন) হোটেলওয়ালা নতুন কিছু আবিষ্কারের জন্যে কেমিস্ট খুঁজছে ? Strange !

ভুলু ॥ হ্যাঁ। টাকা সে খরচা করতে রাজী ! কিন্তু যা কিছু আবিষ্কার হবে তা থাকবে চৌধুরীর জন্যে গোপন—যাতে অন্য কেউ জানতে না পারে ! আর আবিষ্কারকের তার আবিষ্কারের ওপর কোনো সত্ত্ব থাকবে না।…অবশ্য টাকা তাকে দেওয়া হবে প্রচুর—

প্রশান্ত ॥ ব্যাপারটা রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে, ভুলু ! Anything foul in it ?

ভুলু ॥ Nothing at all ! তুমি বৈজ্ঞানিক…তোমার কাছে আবার fair-foul কী ?…তোমার কাজ গবেষণা করা…নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করা।

প্রশান্ত ॥ ঠিক কথা। কিন্তু আজ যদি এমন কিছু তোমরা আমায় আবিষ্কার করতে বল যা মানুষের পক্ষে অকল্যাণকর তা ত' আমি করবো না—

ভুলু ॥ কেন ?

প্রশান্ত ॥ কারণ আমি বিশ্বাস করি যে বৈজ্ঞানিক শক্তিকে মানুষের কল্যাণের জন্যে ব্যবহার করতে হবে, মানুষের ধ্বংসের জন্যে নয়…

ভুলু ॥ সে দায়িত্ব বৈজ্ঞানিকের নয়। বৈজ্ঞানিকের কাজ আবিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ—

প্রশান্ত ॥ বল কি? বৈজ্ঞানিকের কোনো নৈতিক দায়িত্ব নেই! তার তৈরী অস্ত্র মানুষকে রক্ষা করতে ব্যবহার হচ্ছে, না হত্যা করতে ব্যবহার হচ্ছে, সে কথা সে ভাববে না?

ভুলু ॥ সে কথা ভাবা যদি বৈজ্ঞানিকের কাজ হোতো·· আর তাই যদি সে ভাবতো, তা'হলে পৃথিবীর হাজার হাজার Scientist নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে দেশে দেশে আজ engaged থাকতো না! বিজ্ঞান সব রকম নীতির বাইরে! Science is non-moral.

প্রশান্ত ॥ কী বলছ ভুলু? বিজ্ঞানের কোনো নীতি নেই? Science is non-moral?

ভুলু ॥ Yes!

প্রশান্ত ॥ I do not agree.

ভুলু ॥ But look at the world! বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের চর্চ্চা করে যাবে···নতুন নতুন আবিষ্কার করে যাবে···নতুন নতুন experiment চালিয়ে যাবে। তার জন্যে যে টাকা···যে সুযোগ···যে সুবিধে তাকে দেওয়া দরকার, তা তাকে দেওয়া হবে। তা' সে দেশের সরকারই দিক, কোনো প্রতিষ্ঠানই দিক বা কোনো ব্যক্তিই দিক। যখন সে successful হবে তখন তার রিসার্চ্চের result সে দিয়ে যাবে তাকে যে তাকে রিসার্চ্চ করতে সাহায্য করেছে। চৌধুরী যদি তোমায় সাহায্য করে—

(প্রবেশ করে গণেশ)

গণেশ ॥ বাবু!

ভুলু ॥ (বিরক্ত) আঃ! তুমি আবার এ সময় এখানে কেন?

গণেশ ॥ ওষুধের দোকান থিকা লোক আসছে টাকার তাগাদায়—

প্রশান্ত ॥ আঃ! (একটু ভাবিয়া) যাও বল গিয়ে বাবু বাড়ী নেই…

গণেশ ॥ (ইতস্ততঃ করে) এজ্ঞে…

ভুলু ॥ আবার 'এজ্ঞে' কী? বাবু ত' বলে দিলে যে বল গিয়ে বাবু বাড়ী নেই।

(গণেশ মাথা চুলকাইতে থাকে)

প্রশান্ত ॥ (নিজের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত) না না, গণেশ! তোমায় ও কথা বলতে হবে না…আমি যাচ্চি…আমি যাচ্চি…

ভুলু ॥ আহা এই সামান্য ব্যাপারে এত ব্যস্ত হচ্চ কেন? A little lie sometimes…

প্রশান্ত ॥ না না, চলো গণেশ…চলো…

(প্রশান্ত ও গণেশ চলিয়া যায়)

ভুলু ॥ (একটি সিগারেট ধরাইয়া) You are yet to learn the way of the world, Doctor!

(একটু পরে প্রবেশ করে কল্যাণ।—সুন্দর চেহারা, বয়স ২৫।২৬। বুদ্ধিমান। হাতে বই খাতা)

কল্যাণ ॥ শান্তা!

ভুলু ॥ (মুখ ফিরাইয়া কল্যাণকে দেখিয়া) কে?

কল্যাণ ॥ আজ্ঞে, আমি শান্তাকে খুঁজছিলুম—

ভুলু ॥ আপনি?

কল্যাণ ॥ আজ্ঞে, আমি স্যরের ছাত্র! স্যর আমাকে একটু বসতে বললেন—

ভুলু ॥ ও।…তা আপনি বসুন, আমি শান্তাকে ডেকে দিচ্চি।…কোনো বিশেষ দরকার আছে কী?

কল্যাণ ॥ মানে, আমার একটা রিসার্চ্চের পেপার এখানে রেখে

গিয়েছিলুম ক'দিন আগে। সেদিন এসে সেটা খুঁজে পাই নি। শান্তা বলেছিল খুঁজে রাখবে। তাই পেয়েছে কি না—

ভুলু॥ ওঃ! আচ্ছা আপনি বসুন, আমি শান্তাকে ডেকে দিচ্চি।

(ভিতরে যায়)

(কল্যাণ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতে থাকে। প্রবেশ করে শান্তা)

শান্তা॥ এই যে কল্যাণদা! তোমার সেই কাগজগুলো খুঁজে পেয়েছি।

কল্যাণ॥ (একখানি ফাইল টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া) হ্যাঁ, সেগুলো ত' এই ফাইলেই রয়েছে দেখছি!···এগুলোর জন্যে যা ভাবনা হয়েছিল—

শান্তা॥ বাবাও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কল্যাণ॥ যাক্, খুঁজে ত' পাওয়া গেছে তাহলেই হোলো! এসব অঙ্কের জিনিস একটা খেই হারিয়ে গেলেই সব গেল!

শান্তা॥ খেই শুধু অঙ্কেরই হারায় না! জীবনের খেইও হারিয়ে গেলে···

কল্যাণ॥ (কথা কাড়িয়া লইয়া) খুব দার্শনিকের মত কথাটা শোনাচ্চে! ব্যাপার কি?

শান্তা॥ কিছুই নয়। অতি সহজ সত্যি কথা একটা বললুম!

কল্যাণ॥ উঁহু!···ঐ বলার মধ্যে একটা মানে আছে—

শান্তা॥ তুমি রিসার্চের ছাত্র···মানেটা বের করে ফেল! আমাকে পড়াতে পড়াতে যে মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে গেলে তারপরের খেইটা কে ধরাবে?

কল্যাণ॥ কেন? আমিই ধরিয়ে দেবো—

শান্তা॥ কিন্তু আগেকার সবই যে হারিয়ে গেছে। আর কী খুঁজে পাবে?

কল্যাণ ॥ আহা, তোমার যে অসুখ করলো! তখন ত' আর পড়াতে পারি না—

শান্তা ॥ কিন্তু অসুখ ত' কবে সেরে গেছে। আমি বাঁচলুম কি মরলুম তার খবরও ত' তুমি রাখতে না—

কল্যাণ ॥ না না, খবর নিতুম বৈ কি! কিন্তু, কী জানো শান্তা, স্যর আবার ঠিক ঐ সময়ে একটা নতুন রিসার্চ্চ আমার ওপর চাপিয়ে দিলেন—

শান্তা ॥ আর অমনি তুমি আমাকে ভুলে গেলে?

কল্যাণ ॥ তুমি বিশ্বাস করতে পার যে আমি তোমাকে ভুলে যাব—

শান্তা ॥ হ্যাঁ!···তোমরা···বৈজ্ঞানিকরা সব পার। তোমাদের কাছে মানুষের চেয়ে বিজ্ঞানটাই বড়···

কল্যাণ ॥ (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) কিন্তু ভুলে যেও না শান্তা তুমিও বিজ্ঞানের ছাত্রী।

শান্তা ॥ তাই ভাবছি এবার বি, এস-সি, পাশ করে বিজ্ঞানের ক্লাস ছেড়ে দেব—

কল্যাণ ॥ এ্যাঁ!···তা' হলে আমি করবো কী?

শান্তা ॥ (হাসিয়া) তুমি আবার কী করবে? বসে বসে রিসার্চ্চ করবে—

কল্যাণ ॥ (দৃঢ়স্বরে) মোটেই না। তাহলে আমিও এসব ছেড়ে দেবো।

শান্তা ॥ তুমি ছাড়বে কেন?

কল্যাণ ॥ বাঃ! তোমাকে তা'হলে পড়াব কী?

শান্তা ॥ (হাসিয়া) তুমি কি তা'হলে আমাকে পড়াবার জন্যেই বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েছিলে না কি?

কল্যাণ॥ (থতমত খাইয়া) এঁ্যা! না···ঠিক তা নয়!···তবে তোমার জন্যেই স্যরের কাছে রিসার্চ্চের ছাত্র হয়েছি, এ কথাটা ত' মিথ্যে নয়—

শান্তা॥ (হাসিয়া) দাঁড়াও, স্যরকে বলে দিচ্চি···

কল্যাণ॥ তা'হলে আমি আর এ বাড়ী মাড়াবো না—

(নেপথ্যে লীলা ডাকে—'শান্তা')

শান্তা॥ ঐ মা ডাকছে। আমি যাই, কল্যাণদা—

কল্যাণ॥ আমি বসবো?

শান্তা॥ আজ তুমি এসো, কল্যাণদা! বাড়ীতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছেন·· তাদের জন্যে একটু ব্যস্ত রয়েছি।

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)

কল্যাণদা, কাল এসো, কেমন?

কল্যাণ॥ বেশ!

(দুজনে দুইদিকে চলিয়া যায়। প্রবেশ করে অধীর ও বাবলু)

অধীর॥ (অত্যন্ত খুসী ভাব) ওঃ! বাবলুদা! আজ তুমি আমার জন্যে যা করলে না—তা আমি lifeএ ভুলবো না! উঃ! কত দিনের ইচ্ছে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি দেখবো! আজ আবার তার ওপর Shield final! ··জানো বাবলুদা, যতবার বাবার কাছে টাকা চাই না ততবারই বাবা বলে 'এবার থাক, পরে হবে।' সে পর আর আজ অবধি এলো না! বাঃবাঃ! আজ দিব্বি মজাসে খেলা দেখা যাবে—

বাবলু॥ তাই নাকি?

অধীর॥ আচ্ছা, তুমিই বল ত' বাবলুদা—পানের দোকানে রেডিওর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতদিন কান দিয়ে খেলা দেখা যায়? আজ বাবাঃ চোখ দিয়ে খেলা দেখবো! White gallery···reserved seat.

বাবলু॥ (অধীরের আপাদমস্তক দেখিয়া) ··কিন্তু ব্রাদার! এ dress তো চলবে না—

(অধীরের উৎসাহ নিভিয়া যায়)

যাও, পিসীমাকে বল গিয়ে একটা ভাল স্যুট বের করে দিক—

অধীর॥ (বিমর্ষভাবে)···কিন্তু···আমার যে স্যুট নেই, বাবলুদা! আমার এই···

বাবলু॥ No, brother!···এই dress-এ···no···no···not in the white gallery.

(এমন সময় প্রবেশ করে ভুলু)

অধীর॥ হ্যাঁ, মামাবাবু—এ পোষাকে খেলা দেখতে যাওয়া যায় না?

ভুলু॥ উঁহু!

অধীর॥ (ব্যাকুলভাবে) তা'হলে?···ও মামাবাবু···কী হবে?

ভুলু॥ কী আবার হবে? ব্যস্ত হোয়ো না অধীর! আজ তুমি ঐ পোষাকেই যাবে। তবে মা'কে বল গিয়ে একটা ফর্সা সার্ট আর ধুতি বের করে দিক।

অধীর॥ (খুসী) তা বলছি! আর একটা সার্ট আর ধুতি আমার আছে, মামাবাবু।

ভুলু॥ ব্যস! তাহলেই হবে।

বাবলু॥ (আপত্তির স্বরে) Daddy, তুমি জানো না! White galleryতে···

ভুলু॥ জানিরে বাবু, খুব জানি! White galleryর কথা আমায় শেখাস নি। তোদের আজকালকার white gallery তো?

(বাবলু ও অধীর চলিয়া যায়)

(নেপথ্যে প্রশান্তর গলা শোনা যায়। ওষুধের দোকানের সরকারের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সে প্রবেশ করে)

প্রশান্ত॥ যা করতে পার কোরো···এক কথা পঞ্চাশবার বলতে পারি না।

(বলিতে বলিতে প্রবেশ করে সরকার)

সরকার ॥ আরে মশাই, অত মেজাজ দেখাচ্চেন কিসের ? টাকা দোবো দোবো ক'রে কতদিন আমায় ঘোরাচ্চেন বলুন তো ?··· বাবু বলে দিয়েছেন আজ কিছু নিয়ে যেতেই হবে—

প্রশান্ত ॥ বাবুকে বোলো, আমি বিকেলে নিজে যাব। যাও এখন—

সরকার ॥ আচ্ছা, যান তো ভাল। নইলে কাল এসে চেঁচিয়ে পাড়া জানিয়ে যাব ! এই বলে দিয়ে গেলুম, হ্যাঁ।

(সরকার চলিয়া যায়)

ভুলু ॥ কী ব্যাপার, প্রশান্ত'দা ?

প্রশান্ত ॥ কী আবার ? সেই টাকা ! Life has become simply intolerable···

ভুলু ॥ So you understand, Doctor ! দুনিয়ায় টাকা না হলে এক মিনিটও চলে না। চৌধুরীর offerটা ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, প্রশান্ত'দা !

প্রশান্ত ॥ কিন্তু offerটা কী ?

ভুলু ॥ It's very simple ! তুমি রিসার্চ্চ করে কতকগুলো ফরমুলা বের করবে—

প্রশান্ত ॥ ফরমুলা ?

ভুলু ॥ হ্যাঁ। চৌধুরী সেগুলো নিজের প্রয়োজনে use করবে ! অবশ্য, তার জন্যে সে তোমায় দেবে প্রচুর টাকা ! Immediately ও তোমায় ল্যাবরেটরী করার জন্যে বিশ হাজার টাকা দিতে রাজী···

প্রশান্ত ॥ আমার ল্যাবরেটরী ? My own laboratory ?

ভুলু ॥ Yes ! Your own laboratory ! চৌধুরীর প্রয়োজনীয় রিসার্চ্চ ছাড়াও তুমি off-time-এ অন্য রিসার্চ্চও করতে পার !

আর টাকা ? সারাজীবন কলেজে চাকরী করে যা পাবে না ক'বছরের মধ্যেই তুমি তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী পেয়ে যাবে। প্রোফেসরী তুমি ছেড়ে দাও—

প্রশান্ত ॥ প্রোফেসরী ছেড়ে দেব ? মহান শিক্ষাব্রত—

ভুলু ॥ ওসব unpractical কথা ছেড়ে দাও। ভুয়ো আদর্শবাদের দিন আজ আর নেই। বাঁচতে গেলে চাই টাকা। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে চাই টাকা। সম্মান পেতে গেলে চাই টাকা। সেই টাকা তোমায় দেবে আমার বন্ধু চৌধুরী···অনেক টাকা !

প্রশান্ত ॥ তুমি আমাকে লোভ দেখাচ্ছ, ভুলু। You are holding out a temptation before me. Am I to sell myself for money ? টাকার জন্যে নিজেকে বিক্রী করবো ?

ভুলু ॥ Please···please do not misunderstand me ! আমাকে ভুল বুঝো না প্রশান্ত'দা। I am only thinking of my sister···of you, as her husband···and of your children ! আচ্ছা প্রশান্ত'দা ! তুমি কি নিজে feel করো না যে টাকার তোমার কত দরকার ! শুধু আজকের সকালের ঘটনাগুলো পরপর একবার ভেবে দেখ ত'। ভেবে দেখ আজ তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ ! ভেবে দেখ আজ যদি তোমার নিজের হঠাৎ একটা ভালমন্দ কিছু হয়ে বসে—তাহলে তোমার স্ত্রী···তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায় দাঁড়াবে ! কী provision করেছ তুমি তাদের জন্যে as husband···as father ? They will be street beggars in your absence···

প্রশান্ত ॥ (সহ্য করিতে পারে না। থামাইতে চেষ্টা করে) ভুলু !

ভুলু ॥ I must say ! তোমার নিজের না হয় কোনো সখ নেই। কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েরা ? তোমার মেয়ে আজ একখানা

ভাল শাড়ী নেই বলে বাইরে কোথাও যেতে চায় না। তোমার ছেলে আজ তিনটে টাকার জন্যে ম্যাচ দেখতে যেতে পায় না। তোমার স্ত্রী সবসময়েই অনুভব করছে যে সে শুধু দাসীবাঁদীর মত খেটেই গেল তোমার সংসারে এসে…তোমার কাছে কিছুই পেলে না! আজ তোমার বাড়ীওয়ালা লোক পাঠিয়ে ভাড়ার তাগাদা করে…তার কাছে তোমায় হাতজোড় করে সময় চাইতে হয়! মুদির দোকান থেকে তোমার লোককে শুধু হাতে ফিরিয়ে দেয়! দুধওয়ালা কাল থেকে দুধ দেবে না বলে শাসিয়ে যায়! ওষুধের দোকানের সরকার এসে বাড়ী বয়ে অপমান করে যায়! তোমার…

প্রশান্ত ॥ Stop it ভুলু…stop it…please don't drive me mad…

(দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরে। একটু পরে—ভাবিয়া, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া)

…না-না…তবু…তবু আমি তোমার ঐ চৌধুরীর কাজ নিতে পারবো না। না—না…আমি তা পারবো না। জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট সয়েছি…অনেক লাঞ্ছনা সয়েছি…তাই বলে শয়তানের কাছে নিজেকে বিক্রী করতে পারবো না—

ভুলু ॥ শয়তানের কাছে তুমি নিজেকে বিক্রী করবে কেন? তুমি করবে আবিষ্কার, চৌধুরী করবে তাই নিয়ে ব্যবসা! এর মধ্যে এসব কথা আসছে কেন?

প্রশান্ত ॥ আসছে এই জন্যে যে তুমি আমাকেও তোমাদের পাপ-ব্যবসার অংশীদার করতে চাও। কিন্তু জেনে রেখ ভুলু যে প্রশান্ত মিত্তির পাঁকের তিলক পরে জ্ঞানের আরাধনা করতে শেখে নি—

ভুলু ॥ তুমি এখন উত্তেজিত হয়ে পড়েছ, প্রশান্ত'দা! একটু ঠাণ্ডা মাথায় পরে ভেবে দেখ যে এই contract সই করলে (পকেট হইতে বাহির করে) তোমার ভাল হবে কি না—

প্রশান্ত ॥ (উত্তেজিত) ভুলু! ঐ contract এখানে রেখে গেলে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেব জেনো। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি ভুলু যে ভবিষ্যতে আর কখনও আমার পারিবারিক ব্যাপারে তুমি মাথা গলাতে এসো না—

(প্রবেশ করে লীলা)

লীলা ॥ এত চেঁচামেচি কিসের ?

ভুলু ॥ না-না এমন কিছু না! আমি বলছিলুম যে আমার এক বন্ধু প্রশান্ত'দাকে একটা ল্যাবরেটরী করে দিতে চায় যেখানে বসে রিসার্চ করে কতকগুলো জিনিস বার করতে হবে—তার জন্যে মাসে মাসে সে মাইনে দেবে তিন হাজার টাকা…তার ওপর কমিশন! তা, এই কথা শুনেই প্রশান্ত'দা একেবারে ক্ষেপে উঠলো! (টেবিল হইতে contract-এর কাগজখানি তুলিয়া লীলাকে দেখাইয়া) বল্লে, এই contract-এর কাগজখানা এখানে রেখে গেলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেল দেবে—

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, দেবো! ওটাকে আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবো।

লীলা ॥ ওঃ! খুব প্রতাপ যে দেখছি! স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে ভদ্রলোকের পোষাক পরিয়ে দুবেলা ভদ্রলোকের মত খেতেও দিতে পারেন না যিনি, তিনি মহাবৈজ্ঞানিক! আজ ভুলু না এলে যে এই মহাবৈজ্ঞানিককে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হোতো! সে খেয়াল আছে ?

প্রশান্ত ॥ হোতো কি না হোতো সে আমি বুঝতুম! ভুলুকে আমি ডেকে আনি নি—

লীলা ॥ আমি এনেছি! ভুলু আমার ভাই। ও আমার কষ্ট দেখেই এত কচ্ছে! লজ্জা করে না তোমার ওকে ঐ রকম কথা শোনাতে? একটা কাগজে সই করে দিলে যেখানে ভবিষ্যৎ ফিরে যায়…তা' করতে তোমার এত দ্বিধা…এত দ্বন্দ্ব কিসের? মাসে তিন হাজার টাকা—সেটা তোমার কাছে কিছু নয়?

ভুলু ॥ তার ওপর five percent কমিশন—

প্রশান্ত ॥ না-না-না! আমি ভিখিরী হলেও ঐ contract-এ সই করবো না—

ভুলু ॥ (হাসিয়া) দেখছ ত' ছোড়'দি, প্রশান্ত'দার জেদ—

লীলা ॥ (চীৎকার) জেদ? আচ্ছা, আমিও দেখছি ও জেদ কেমন থাকে! তুই কাগজখানা আমায় দে ভুলু…(ভুলু ইতস্ততঃ করে) কাগজখানা আমায় দে…দে বলছি…(ভুলু এইবার কাগজখানি লীলাকে দেয়—লীলা প্রশান্তর সামনে কাগজখানি ধরিয়া বলে) আমি বলছি তুমি এতে সই কর…সই কর বলছি (প্রশান্ত হাত নাড়িয়া প্রতিবাদ জানায়) এই শেষ বারের মত বলছি সই কর! আমি আমার জন্যে বলছি না…তোমার সংসারের মুখ চেয়ে… তোমার ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে…তুমি সই কর…নইলে আজ আমি এমন একটা…

প্রশান্ত ॥ লীলা তুমি এসব কী বলছ?

লীলা ॥ যা বলছি তা বোঝবার মত ক্ষমতা তোমার আছে…

প্রশান্ত ॥ (মাথা চাপিয়া ধরিয়া ভাঙিয়া পড়ে) আমাকে একটু ভাবতে দাও লীলা…আমাকে একটু ভাবতে দাও—

(মঞ্চ ঘুরিয়া যায়)

তৃতীয় দৃশ্য

ফুংপিং হোটেল

রাত ১১টা। নানা শ্রেণীর খরিদ্দার দেখা যাইতেছে। অধিকাংশই মদের নেশায় সংজ্ঞাহীন। নর্ত্তকীর নাচগান চলিতেছে। তাহারই মধ্যে বয়েরা খাদ্য-পানীয় লইয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে। বিচিত্র আলোক-সজ্জা ও সঙ্গীত-বাদ্যের ঝঙ্কারে হোটেলটী মুখরিত।

নর্ত্তকী

আমি রূপকথারই সেই রাজকুমারী
আজ ভুবনে নতুন রূপ ধরেছি, আর বলছি—
'আই ফর ইউ এ্যাণ্ড ইউ ফর মি—আমি তোমারি'।
দেখো কেউ যেন আর, ওগো, জানে না আবার
আমি তোমার স্বপ্ন চোখে ভরছি, আর বলছি—
'আই ফর ইউ এ্যাণ্ড ইউ ফর মি—আমি তোমারি'।
আমি যত গান গাই, সবি তোমারে শোনাই
আমি তোমার আশাতে মালা পরছি, আর বলছি—
'আই ফর ইউ এ্যাণ্ড ইউ ফর মি'—আমি তোমারি।

[গানের শেষে সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে নর্ত্তকী অভিবাদন করিয়া চলিয়া যায়। তারপর খরিদ্দাররা একে একে যাইতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ নিজেরাই টলিতে টলিতে বাহির হইয়া যায়। কাহাকেও বা বয়েদের সাহায্য করিতে হয়। সেই অবকাশে বয়েদের হাতের কৌশলে তাহাদের পকেট হইতে দুই একটা জিনিস সরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ জুয়ায় হারিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে যায় আবার কাহারও বা কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। একে একে সকলেই চলিয়া গেল। রহিল শুধু জন দুই-তিন 'সেলর' ও 'ক্রু' জাতীয় লোক। তাহাদের টেবিলের সামনে মদের বোতল ইত্যাদি।

প্রবেশ করে চৌধুরী। প্রাথমিক অভিবাদনের পর দেখা যায় যে বাকী খরিদ্দারদের মধ্যে কাহারও জুতার তলা হইতে, কাহারও টুপীর সেলাইয়ের ভিতর হইতে, কাহারও বা মুখের ভিতর হইতে নানারকম smuggle করা ছোটখাট জিনিস বাহির হইতেছে। সেইগুলি লইয়া চৌধুরীর সঙ্গে দরাদরি হয়; কেনাবেচার অভিনয় চলিতে থাকে]

১ম ॥ This···gold···real.

চৌধুরী ॥ (পরীক্ষা করিয়া) This real ? ক্যা, মায় নাদান হুঁ ? হামি খোকা আছে ?

১ম ॥ What ? খোকা ? খোকা নেই···খোকা নেই···Gold··· gold···real gold···no খোকা···Three thousand— come !

চৌধুরী ॥ (বয়কে ডাকিয়া) বয় ! সাব কো এক বোতল আউর whisky.

(বয় বোতল দেয়)

১ম ॥ (পান করিতে করিতে) আচ্ছি চিজ্···বহুৎ আচ্ছি চিজ্—

চৌধুরী ॥ (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছি চিজ্ ?

(কৌশলে সোনার পাতটি হস্তগত করে)

বহুৎ আচ্ছা ! Come, Three hundred ! O-K ?

১ম ॥ No···No ! এতনা কম নেহি ! আউর বাহড়ো···One thousand.

চৌধুরী ॥ All right ! Fifty...fifty...five hundred.

(নিজে গ্লাস ভরিয়া দেয়)

১ম ॥ Thank you ! (পান করে) বহুৎ আচ্ছা ! Come, cash down.

(চৌধুরী নোট দিল ৪ খানি, ১০০ টাকার। নোটগুলি বারবার গোণে—অবশেষে নিশ্চিত হয় যে নোটের সংখ্যা ৫ নয়, ৪)

Aye...This is only four···come one more...

(চৌধুরী হাসিয়া আর একখানি নোট দেয়—খুসী হইয়া সে বোতল লইয়া ভিতরের কামরার দিকে যায়)

চৌধুরী ॥ (২য় খরিদ্দারকে) তুম্ ক্যা লায়ে হো—

(২য় খরিদ্দার সোনার ঘড়ি বাহির করে)

২য় ॥ (ঘড়ি দেখাইয়া) See ! Swiss ! বহুৎ চালাকিসে লায়া হুঁ—

চৌধুরী ॥ আচ্ছা !

২য় ॥ এডিন মে একদফে পাকড়া গিয়া থা। বহুৎ luck থী…বাঁচ গিয়া…লেকিন দোশো রূপেয়া দেনা পড়া—

চৌধুরী ॥ হ্যাঁ ! আচ্ছা ! সব ঠিক হো যাগা ! কেতনা ?

২য় ॥ দোহাজার।

চৌধুরী ॥ দোহাজার ! ক্যা বাত্…বয় !

(বয় আসিয়া দাঁড়ায়)

সাবকো আচ্ছি চিজ্…সম্‌ঝা ?

(বয় সেলাম করিয়া ভিতরে যায়। বাহির হইয়া আসে একটি তরুণী…ঘড়িটি ২য় খরিদ্দারের হাত হইতে মিষ্টি হাসিয়া ছিনাইয়া লয়—ও হাসিতে হাসিতে নিজের হাতে পরে—পরিয়া দেখায় কী সুন্দর মানাইয়াছে)

চৌধুরী ॥ আইয়ে five hundred…

২য় ॥ No…No…বোম্বাইমে রুস্তমজী হাজারো রূপেয়া offer দিয়া থা…

চৌধুরী ॥ ঠিক বাত্ ! মগর্ এক লেডী কো পসন্দ হুয়া—

২য় ॥ (খুসীমনে তরুণীর দিকে চাহিয়া) পসন্দ হুয়া…all right !

(তরুণী হাসিয়া ভিতরে যায়। চৌধুরী ইঙ্গিত করে। বয় ২য় খরিদ্দারকেও ভিতরে লইয়া যায়)

(প্রবেশ করে চুনীলাল। সেলাম করিয়া দাঁড়ায়)

চৌধুরী ॥ ক্যা বাত হুয়, চুনীলাল ?

চুনী ॥ গুপ্তাসাব পরশোঁ রোজ যিস্‌কো লায়ে ও বহুৎ হুজ্জুৎ লাগায়া হুয়—

চৌধুরী ॥ ঠিক হুয়। তুম্ যাও। হাম পিছে দেখে গা।

(চুনীলাল যাইতেছিল। চৌধুরী ডাকিল)

হ্যাঁ, দেখো !

চুনী ॥ (ফিরিয়া) হুজুর !

চৌধুরী ॥ সিঙাপুরকা মাল পৌছায় গিয়া ?

চুনী ॥ জী হাঁ ! আপ যাঁহা বোলা থা। ওয়াটগঞ্জ মে গোমেজ সাব কো বিবিকো পাশ পৌছা দিয়া—

চৌধুরী ॥ ঠিক হ্যয় !

(চুনীলাল যাইতেছিল। চৌধুরী ডাকিল)

দেখো, কিসি আদমীকো হিঁয়া আনে মাত্ দো। যব ভুলুবাবু আয়ে উন্‌কো হিঁয়া ভেজ দেনা ! গেট'পর কউন হ্যয় ?

চুনী ॥ জং বাহাদুর কি আজ রাতকো ডিউটী হ্যয়—

চৌধুরী ॥ বহুৎ আচ্ছা ! ওস্‌কো ঠিক সে বোল দো ! যাও—

চুনী ॥ জী হুজুর !

(সেলাম করিয়া চুনীলাল চলিয়া যায়। চৌধুরী একা। নিস্তব্ধতা। অল্পক্ষণ পরে প্রবেশ করে ভুলু—দ্রুতপদে। চৌধুরীর কানে কানে কী বলে। চৌধুরী সোজা দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হয়। কম্পিত পদে ভুলুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করে ডাঃ প্রশান্ত মিত্র। স্তিমিত আলো। রহস্যময় পরিবেশ। এ এক বিচিত্র অপরিচিত জগৎ। এখানে প্রথম প্রবেশের প্রতিক্রিয়া প্রশান্ত'র চোখেমুখে সুস্পষ্ট। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তাহাকে সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়াছে। পলাইতে পারিলে সে বাঁচে। কিন্তু উপায় নেই—সে ফাঁদে পা দিয়াছে। ফিরিবার উপায় নেই।)

ভুলু ॥ (চাপাকণ্ঠে) চৌধুরী !

(প্রশান্তর দিকে দেখায়—চৌধুরী হাত বাড়ায়)

(পরিচয় করায়) Dr. Prasanta Mitra...R. Chaudhuri.

(প্রশান্ত ইতস্ততঃ করে হাত বাড়াইতে ; চৌধুরী জোর করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরে। প্রশান্ত আত্ম-সমর্পণ করে।)

(পর্দা নামিয়া আসে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

পাঁচ বৎসর পর—শনিবার, ২রা আগষ্ট, ১৯৫৮

প্রশান্ত মিত্রের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন বড়লোক। নূতন বাড়ী করিয়াছে—তাহারই এক অংশে ল্যাবরেটরী। পর্দ্দা উঠিলে দেখা যায় একটি অতি-আধুনিক রুচি অনুযায়ী সাজানো ড্রয়িং রুম। ড্রয়িং রুমের জানালার ভিতর দিয়া ল্যাবরেটরীর এক অংশ দেখা যায়। এ সংসারে যে কতখানি পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা এই এক ড্রয়িং রুম দেখিলেই বোঝা যায়। আর বোঝা যায় লীলার সাজসজ্জা ও কথা-বার্ত্তার ভঙ্গীতে। সমাজের উপরতলায় উঠিবার বাসনা তাহার পূর্ণ হইয়াছে। সে আজ তাহাতেই খুসী। আজ সে শান্তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়ীতে একটি পার্টির আয়োজন করিয়াছে। ঘরটি তাই বিশেষভাবে সাজানো হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। চারিদিকের মূল্যবান ও হাল-ফ্যাসানের আসবাবপত্রের মধ্যে ঘরের কোণে একটি টেবিলের উপর কতকগুলো বহু-ব্যবহৃত কাগজপত্র ও প্রশান্ত'র একটি পুরাতন ফটোগ্রাফ যেন অত্যন্ত বেমানান মনে হইতেছিল। সুমধুর আওয়াজে ঘড়িতে চারটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। দেখা যায় শান্তা একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে ব্যস্ত। প্রবেশ করে কল্যাণ।

কল্যাণ ॥ এই যে শান্তা···স্যর কোথায় গেছেন জান?

শান্তা ॥ বাবা একটু বাইরে গেছেন, কল্যাণদা—

কল্যাণ ॥ ওঃ!···আচ্ছা, আমি তবে যাই—(প্রস্থানোদ্যত)

শান্তা ॥ আজকাল বুঝি আমার সঙ্গে একটু কথা বলারও সময় হয় না তোমার?

কল্যাণ ॥ [অপ্রস্তুত ভাবে] না, তা নয় শান্তা!···(ইতস্ততঃ করিয়া) আজকাল তোমাদের এখানে অনেক লোকজন আসেন, তোমরা ব্যস্ত থাক···তাই আর disturb করতে আসি না—

শান্তা ॥ তোমার যে D. Sc. পাওয়ার খবরটা আজ কাগজে বেরিয়েছে সেটাও কী ··

কল্যাণ॥ না, সেটা আর এমন কি খবর? স্যরকে জানিয়েছিলুম ফোনে···এখন নিজে এসেছিলুম সেই কথাটাই জানাতে—

শান্তা॥ আচ্ছা, এখন একটু চুপ করে দাঁড়াও দেখি এখানে।

কল্যাণ॥ কেন বল তো?

শান্তা॥ তুমি খবর পাও নি?

কল্যাণ॥ কিসের খবর? (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ,—স্যর বলেছিলেন বটে···আজ তোমার জন্মদিনের উৎসব—

শান্তা॥ (কল্যাণকে প্রণাম করে)

কল্যাণ॥ (ব্যস্ত হইয়া)···আহা-হা, ওটা আবার কী?···ওটা কী হোলো?

শান্তা॥ (হাসিয়া) বা-রে! জন্মদিনে তোমায় একটা প্রণাম করবো না?

কল্যাণ॥ (হাসিয়া) তা বেশ!···আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানাই তোমায় শান্তা আজকের এই শুভদিনটীতে।···তোমার জীবন ধন্য হো'ক···পরিপূর্ণ হো'ক।

শান্তা॥ আর আমিও তোমায় জানাই আমার অন্তরের অভিনন্দন কল্যাণ'দা! আজ তোমার D. Sc. পাওয়ার খবর বেরিয়েছে ···আজ যে আমার কী আনন্দ হচ্চে, কল্যাণ'দা—

কল্যাণ॥ জানি শান্তা।···এ খবর পেলে তুমি যে খুশী হবে সবচেয়ে বেশী তা আমি জানি। আর হবেন স্যর। ওঁর সাহায্য না পেলে আমি কোনোদিনই doctorate পেতে পারতুম না—

শান্তা॥ (হাসিয়া) তা কেন? বাবা ত' আর তোমার হয়ে থীসিস্ লিখে দেন নি—

কল্যাণ॥ তা নয়। তবে তাঁর ঐ অতবড় ল্যাবরেটরীর সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারতুম না।···জানো শান্তা, স্যরের সাধনা দেখে এক এক সময় ভাবি—

শান্তা ॥ কী ?

কল্যাণ ॥ ভাবি যে ওঁর মত বড় কবে হতে পারবো ? নীরবে, নিভৃতে কী সাধনাই না তিনি করে যাচ্ছেন ! অথচ নিজেকে প্রকাশ বা প্রচার করার জন্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই !—এমন কি আমাকেও জানান না কি আবিষ্কার তিনি করছেন—

শান্তা ॥ বাবা চিরদিনই ঐ রকম ! নিজের নামের প্রচার কোনদিন চান না—

কল্যাণ ॥ আমরা বোধ হয় অত উঁচুতে উঠতে পারবো না।…আমার যদি কোনোদিন নিজস্ব ল্যাবরেটরী হয়, শান্তা…অবশ্য হওয়া শক্ত

শান্তা ॥ শক্ত কেন ? সময়ে সবই হয়—

কল্যাণ ॥ মানে ?

শান্তা ॥ (অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া) মানেটাও সময়ে বুঝবে ! আপাততঃ একটু বোসো, আমি চা-জলখাবার নিয়ে আসি—

কল্যাণ ॥ না না এখন থাক, শান্তা…আর একদিন এসে খেয়ে যাবো—

শান্তা ॥ আর একদিন ?…আজ পার্টিতে আসছো না ?

কল্যাণ ॥ (ইতস্ততঃ করে) পার্টিতে ? মানে…ঠিক কি জান শান্তা —আমি…(ম্লান হাসিয়া) আমি স্কুরের একজন গরীব ছাত্র ! আমাদের মত লোকের পক্ষে এখন তোমাদের বাড়ীর পার্টিতে…

(শান্তা গম্ভীর হইয়া যায়। প্রবেশ করে লীলা)

লীলা ॥ (ব্যস্তভাব) নাঃ ! এই সব লোকজন নিয়ে আর পারা যায় না !…এই যে শান্তা, তুই এখানে ?…এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছিস ?…আর, আজকের দিনে কী একটা শাড়ী পরে রয়েছিস বলতো ? তুই কী এই রকম পোষাকে পাঁচজনের সামনে বেরুবি ?

শান্তা ॥ তাই বলে কী এখন থেকে সাজপোষাক করে বসে থাকবো ?

লীলা ॥ নিশ্চয় ! আজ কত লোক ত' এমনিই দেখা করতে আসছে —এই অবস্থায় দেখলে কী ভাববে বলত' তারা ?…এই ত মঞ্জু ফোন করছিল…চঞ্চল বিলেত থেকে কাল ফিরেছে…ধর সে তাকে আজ হঠাৎ ধরেই নিয়ে এল এখানে…তখন ?…মেয়ের কোনো যদি বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে ?…গল্প পেলে ত অমনি—

কল্যাণ ॥ না কাকীমা, শান্তার কোন দোষ নেই! আমিই ওকে আটকে রেখেছিলুম।…আমারই অন্যায় হয়েছে · আমি যাচ্চি—

লীলা ॥ যাবার আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে যেও। একটু আগে তোমার কথা বলছিলেন।

কল্যাণ ॥ তাই নাকি ? তা'হলে স্যর বোধ হয় ল্যাবরেটরীতেই আছেন—আমি সেখানেই যাচ্চি।

লীলা ॥ দেখো, আজ একটা শুভদিন…কিছু মুখে না দিয়ে চলে যেও না যেন—

কল্যাণ ॥ না না, আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না…সে হবে'খন ! আমি ল্যাবরেটরীতেই আছি—

(কল্যাণ চলিয়া যায়)

লীলা ॥ যেমন মাষ্টার তেমনি ছাত্র ! একটা যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে ! আজ মেয়ের জন্মদিনের পার্টি…পাঁচটা বড় বড় লোক আসবে… আজও সকাল থেকে সেই ল্যাবরেটরীতে ঢুকে বসে আছেন ! (ঘড়ি দেখিয়া) ইস্ ! কী দেরী হয়ে গেল !…ঘরটা এখনও পর্য্যন্ত…গণেশ…গণেশ !…(শান্তার দিকে চাহিয়া)…কি রে, তুই যে এখনও দাঁড়িয়ে রইলি ! যা, একটু সাজ-পোষাক কর গিয়ে ! গণেশ…তোর হোলো কী ?

(শান্তা নীরবে চলিয়া যায়। প্রবেশ করে গণেশ)

গণেশ ॥ (নেপথ্য হইতে সাড়া দিয়া) যাই মা···কী বলতিছেন মা—

লীলা ॥ (বিরক্ত) আঃ! আবার মা! বলে দিয়েছি না বাড়ীতে অন্য সময়ে যা বলিস তা বলিস লোকজনের সামনে···পার্টিতে খবরদার 'মা' বলবি না! মনে থাকে না?

গণেশ ॥ মনে আছে মা!

লীলা ॥ আবার মা!

গণেশ ॥ (তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া লইয়া) ম্যামসাহিব! মনে আছে ম্যামসাহিব! (মাথা চুলকাইয়া) কিন্তু অনেককাল 'মা' বলতিছি কি না—হঠাৎ সেটা ভোলা—

লীলা ॥ আহা, ভুলতে কে বলেছে? শুধু পাঁচজনের সামনে—

গণেশ ॥ পাঁচজন ত এখনও আসেক নাই—

লীলা ॥ আসে নি···এলো বলে! আগে থেকে অভ্যেস করতে হবে ত!

(নজর পড়ে পর্দার দিকে)

আঃ! আবার এই পর্দাগুলো লাগিয়েছিস! কেন? বড় দাদাবাবু যে বিলিতী পর্দাগুলো নিয়ে এসেছে সেগুলো কী হোলো?

গণেশ ॥ এজ্ঞে! দিদিমণি যে উইগুলানই দিলেক···বল্লি, উইতেই হবেক—

লীলা ॥ যেমন তোমার দিদিমণি···তেমনি তোমার বাবু···আর তেমনি হয়েছ তুমি।···নাঃ! দাঁড়িয়ে অপমান হতে হবে দেখছি···

গণেশ ॥ কেনে মা?···ম্যামসাহিব? অপমান হত্তি হবে কেনে?

লীলা ॥ সে তুই আর কী বুঝবি?···সুমিত্রা মেমসাহেবকে দেখেছিস ত?···ও ভয়ানক নাক উঁচু মেয়েমানুষ···

গণেশ ॥ (চিন্তা করিয়া)···কই উয়ার নাকটা তো উঁচু বলে মনে ধরে নাই।

লীলা ॥ (কৌতুক অনুভব করিয়া) থাক্! সে আর তোমার মনে ধরে কাজ নেই!…হঠাৎ বড় লোক হয়েছে ত!

(ফুলদানির দিকে নজর পড়ে)

আচ্ছা, গণেশ! তোর এতখানি বয়স হোলো এখনও ফুল সাজাতে শিখলি নি?

গণেশ ॥ ক্যামনে আর শিখমু?…বাবুর কাগজ সাজাতি সাজাতিই চুল পাকায়ে ফেলমু…ফুল আর সাজামু কৈ?

লীলা ॥ তাই বা শিখেছিস কই? (টেবিলের রাশিকৃত কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ে) ঐ যে ঐখানে একরাশ কাগজ জঞ্জাল হয়ে পড়ে রয়েছে ওগুলোকে সরিয়ে রাখতে পারিস নি? পাঁচটা বড় বড় লোক আসবে আজ দিদিমণির জন্মদিনে…যা, ঐগুলো পাশের ঘরে পুরোনো কাগজের গাদার ওপর রেখে আয়…

গণেশ ॥ (ইতস্ততঃ করে) বাবু যে মানা করছেন—

লীলা ॥ (দৃঢ়স্বরে) করুক।…যা বলছি শোন। ফেলে দিয়ে আয়—

(গনেশ নীরবে মাথা চুলকাইতে থাকে)

যাবি না?…(রাগিয়া উঠে)…আচ্ছা—

(নিজে টেবিলের কাছে যায়। উত্তেজনায় এবং তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া কাগজগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্ত'র ছবিটিও পড়িয়া যায়। কাগজগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। গণেশ চঞ্চল হইয়া ছুটিয়া যায়)

গণেশ ॥ আহা-হা! কী করলেন মা…কী করলেন? সব যে হুণ্ডলমণ্ডল হই গ্যাল!…সর্ব্বনাশ করলেন মা…সর্ব্বনাশ করলেন—

(কাজটা ঠিক হয় নাই মনে মনে বুঝিলেও নিজেকে সমর্থন করিবার জন্য লীলা জোর করিয়া বলে)

লীলা ॥ …সর্ব্বনাশ? সর্ব্বনাশটা কী হোলো এতে? কাগজগুলো

হাত থেকে পড়লো তাইতে তুই এমন করছিস যেন তোর বাবুরই একটা কিছু…

(হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠে। গণেশ প্রশান্ত'র ছবিটি তুলিয়া পুনরায় বসাইতেছিল)

—নে নে, ছবি রেখে ফুলগুলো আগে সাজিয়ে ফেল—

(বলিতে বলিতে নিজেই কাগজগুলি তোলে—কাগজ তোলা হইল বটে কিন্তু প্রশান্তর গবেষণা সংক্রান্ত কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় কাগজ অন্য কাগজের সহিত মিশাইয়া গেল)

—যত রাজ্যের জঞ্জাল!…আজই এর শেষ করে দিচ্চি…

(এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া ওঠে—লীলা তাড়াতাড়ি কাগজগুলি পাশের ঘরের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আসিয়া টেলিফোন ধরে)

—হ্যালো!—হ্যাঁ…কথা বলছি…মিসেস মিত্তির।…(অন্য সুর) ওঃ! মিসেস সিন্‌হা? গাড়ী?…পাঠিয়ে দেবো?…আচ্ছা… আচ্ছা…ঠিক আছে (হাসি)…হ্যাঁ, নমস্কার! (রিসিভার রাখিয়া) ওরে গণেশ, যা মথুরাসিংকে বলে আয় যে বড় গাড়ীখানা নিয়ে সিন্‌হা মেম-সাহেবের বাড়ী যেন যায়…হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে দেখে আয় পিয়ারীলাল কেকগুলো নিয়ে এসে পৌঁছলো কি না! পই পই করে বলে দিলুম যে 'ভ্যানিটী'র কেক নিয়ে আসবি, তা নয় সেই স্যাণ্ডোর কেক…

গণেশ॥ পিয়ারী বলতিছিল রোজ ঐখান থিকেই আসেক—তাই…

লীলা॥ যেমন পিয়ারীর বুদ্ধি! রোজ ঐখান থেকে আসে বলে পার্টির দিনেও আসবে?

(লীলা ফুল সাজাইতে মন দিল। গণেশ চলিয়া যাইতেছিল এমন সময় সমীর প্রবেশ করে—ব্যস্তভাব…পরনে পায়জামা, স্যাণ্ডো গেঞ্জী, সাদা স্লিপার, কাঁধে দামী টার্কিশ তোয়ালে—

সমীর॥ রাইট! রোজ তুমি গণেশরাম ছোটো ধুতি আর ফতুয়া পরে

ঘুরে বেড়াও বলে আজ পার্টির দিনও তাই করবে? কাল যে নতুন পোষাক এনে দিলুম · সেগুলো কী পরবে ঘাটে যাবার সময়?

গণেশ ॥ কেনে বড় দাদাবাবু?

সমীর ॥ Rubbish! ফের দাদাবাবু? কী বলতে বলে দিয়েচি—পার্টির দিনে?

গণেশ ॥ এজ্ঞে, 'হুজুর'—

সমীর ॥ তবে? মনে থাকে না?···আমার মোকাশিন'টা ব্রাশ হয়েছে? মেক্‌সিকান টাইটা ইস্ত্রী হয়েছে?···হয় নি?

গণেশ ॥ এজ্ঞে, একলা মনিষ্যি কোন দিকে সামাল দেই?

সমীর ॥ What! একলা মনিষ্যি! বাড়ীতে এতগুলো চাকর-বেয়ারা সব গেল কোথা?···সব ব্যাটা বসে বসে গিল্‌ছে···আর কাজের বেলায় কারুর টিকিটি দেখতে পাবার যো নেই! পেয়ারী না হয় কেক আনতে গেছে। শ্যাম, যদু, মথুরা সিং, হারান··· এরা?···সব নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্চে?

লীলা ॥ মথুরাকে আমি মিসেস্ সিন্‌হার বাড়ী—

সমীর ॥ (কথা কাটিয়া দিয়া) That's all right! কিন্তু শ্যাম, যদু, হারান—এরা?

গণেশ ॥ উদের কথা আমি জানি নি। উরা সব নতুন লোকজন··· কোনো কথা আমি বলতি গেলি বলে—"মেলা ফ্যাচ্ ফ্যাচ করিস না বুড়া"—

সমীর ॥ সব সমান। তুমিও শয়তান কম নও। কাল থেকে একটা কাজ বলে রেখেছি তা এ অবধি করার সময় হোলো না? যত সব old fossils! দোবো একদিন ঘাড় ধরে বের করে—

(প্রবেশ করে শান্তা। গণেশ নীরবে চলিয়া যায়)

শান্তা ॥ দাদা !···কী বলছো কী ?

সমীর ॥ (বিরক্ত) কী আবার বলবো ?

শান্তা ॥ তুমি গণেশ দাদাকে বল্লে না—"ঘাড় ধরে বের করে দেব !"

সমীর ॥ বেশ করেছি। বলেছি—তাতে হয়েছে কী ?

শান্তা ॥ কী হয়েছে সেটুকু বোঝবার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছ ! (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) বাড়ীটা যেন কী রকম হয়ে গেল ! এই ক'বছরের ভেতর সব যেন কী রকম ওলোট-পালট হয়ে গেল—

সমীর ॥ কী যা তা বক্‌ছিস ? চাকর-বাকর ঠিক মত কাজ না করলে "ঘাড় ধরে বের করে দোবো" বলবো না তো কী ?

শান্তা ॥ হ্যাঁ···গণেশ দাদা তোমায় ঘাড়ে পিঠে করে মানুষ করেছিল কি না···তাই তুমি এখন মানুষ হয়ে তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেবে—

সমীর ॥ থাম, থাম ! আর লেক্‌চার দিতে হবে না। একদিকে পিতাঠাকুরের নীতিকথা···আর একদিকে ভগিনী শান্তার কথামৃত ! অসহ্য !···না হোলো জুতোটা ব্রাশ···না হোলো টাইটা ইস্ত্রী !···ঘাড় ধরে বের করে দোবো বলেছি ত' ভারী অপরাধ হয়েছে—

শান্তা ॥ (দৃঢ়স্বরে) নিশ্চয়ই হয়েছে—

লীলা ॥ আঃ ! কেন ভাইবোনে কথা কাটাকাটি সুরু করলি ?··· আর তোকেও বলি সমীর ! আলমারী ঠাসা কত রকমের টাই ত' তোর রয়েছে—সেগুলো সবই তো ইস্ত্রী করে রাখা ! আর জুতোও ত' একজোড়া নয় ! ওরই ভেতর একটা বেছে—

সমীর ॥ বাঃ ! তাহলে specially order দিয়ে ওগুলো করালুম কেন ? জানো, ঐ মেক্‌সিকান টাইটার colour আর design

পছন্দ করতে সেদিন 'Shermann' কোম্পানীতে পাক্কা দুটী ঘণ্টা! আশে পাশে দস্তুরমত একটা crowd জমে গেল! আর বলছ কি না আজ ওটা না পরে…impossible!

(ব্যস্তভাবে চলিয়া যায়)

শান্তা॥ দাদার মেজাজটা দিন দিন কী রকম হচ্চে দেখছো মা?

লীলা॥ কী করবো বল? আজকালকার ছেলেরা সবাই ঐ রকম—

শান্তা॥ না। সবাই ওরকম নয় মা! তোমার আদরেই দাদা ও রকম হচ্চে!·· (কথাটা শুনিতে লীলার ভাল লাগিল না)··· যাক্! এখন একবার আইস-ব্যাগটা দাও না মা।

লীলা॥ আইস-ব্যাগ?···এমন সময় আইস-ব্যাগ কী হবে?

শান্তা॥ ও বাড়ীর জ্যাঠাইমার ছোট মেয়ে রুবীটার কাল থেকে খুব জর! তাই জ্যাঠাইমা ডেকে বললেন আইস-ব্যাগটা দরকার। দাও না মা, গিয়ে দিয়ে আসি আর রুবীকে দেখেও আসি—

লীলা॥ আচ্ছা, তোর আক্কেলটা কী বলতো শান্তা! আজ তোর জন্মদিন···একটা শুভদিন···আর তুই কি না যাবি রুগী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে?

শান্তা॥ শুভদিন বলেই ত একটা ভাল কাজ করতে যাচ্চি—

লীলা॥ না না বাবু! কী ছোঁয়াচে রোগ তা কে জানে? আর ঐ তো ওদের ছোট্ট ঘুপ্সী একতলার ঘর! বাবাঃ! ঢুকলেই দম বন্ধ হয়ে আসে—

শান্তা॥ তুমি আইস-ব্যাগটা দাও মা—আমি দিয়ে আসি—

লীলা॥ ভাল জালায় পড়লুম! দেখছিস্ আমি এখন কী রকম ব্যস্ত! এখনি পাঁচজন আসবে!···কাল সকালে বরং···

শান্তা॥ কিন্তু ওদের যে এখনই দরকার মা—

লীলা ॥ (রাগিয়া) এখনই দরকার তো দোকান থেকে কিনে নিক—

শান্তা ॥ এক কথায় দোকান থেকে কেনার ক্ষমতা ওদের থাকলে তোমার কাছে চাইত না মা—

লীলা ॥ কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখতে পাচ্চিস ত···

শান্তা ॥ কিন্তু মা...সেবার অধীরের অসুখের সময়? রাত দুটোয় hot-water ব্যাগ চেয়ে পাঠিয়েছিলে! জ্যাঠাইমা সেই রাত্রে শুধু ব্যাগটাই পাঠিয়ে দেন নি···সঙ্গে সঙ্গে নিজে এসে সারারাত তার সেবাও করেছিলেন। ভুলে গেছ মা?

লীলা ॥ (অপ্রস্তুত হইয়া) আমি কী দোবো না বলেছি? (চাবি দিয়া)···এই নে চাবি খুলে বের করে যদু কি শ্যাম কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দে—

শান্তা ॥ আমি নিজেই দিয়ে আসবো মা।···তোমায় ওবেলা প্রণাম করেছি, এবেলা জ্যাঠাইমাকে একটা প্রণাম করে আসি!··· আমি এক্ষুণি আসছি।

লীলা ॥ যা ইচ্ছে কর!···কখন যে সাজগোজ করবে তা জানি না—

(শান্তা চলিয়া যায়। টেলিফোন বাজে).

(রিসিভার তুলিয়া) কে? ভুলু?···না···আচ্ছা, বেশী দেরী করিস নি। তোরই ত' সব লোকজন···তুই তাড়াতাড়ি না এলে দেখাশোনা করবে কে?···উনি ত' সেই ল্যাবরেটরীতেই বসে আছেন!···আর শোন্···হ্যালো!···কাল যা বলে দিয়েছি মনে আছে ত?···হ্যাঁ, হ্যাঁ, ধরমদাস থেকে আমার হীরের চুড়িগুলো আসবার সময় নিয়ে আসবি···কাল? · না না পার্টি ত' আজ···কাল হীরের চুড়ি এলে কী লাভ বল?···আজই চাই···হ্যাঁ।

(লীলার শেষ কথাগুলোর মধ্যেই প্রশান্ত প্রবেশ করিয়াছে তাহার দরকারী কাগজগুলির খোঁজে যাহা লীলা আগেই ফেলিয়া দিয়াছে)

(রিসিভার রাখিয়া দিয়া প্রশান্ত'র দিকে সহাস্যে চাহিয়া) ভুলু ফোন করছিল !···ওকেই বলে দিলুম ধরমদাস থেকে আমার হীরের চুড়িগুলো নিয়ে আসতে।···জানো, সেদিন মিসেস সিন্‌হা ঝুটো হীরের ঝলক দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়েছিল !···আজ আসল হীরে দেখবে—

প্রশান্ত ॥ (কাগজের সন্ধান করিতে করিতে, গম্ভীরভাবে) ঝুটো আর আসলের তফাৎ সবাই বুঝতে পারে না! বোঝা বড় শক্ত! বাজারে ঝুটো মালই চলে বেশী !···আচ্ছা, ঐ টেবিলের ওপর আমার কতকগুলো কাগজ ছিল···

লীলা ॥ হ্যাঁ···

প্রশান্ত ॥ সেগুলো গেল কোথা ?

লীলা ॥ ঐখানে জঞ্জাল হয়েছিল···পাঁচটা বড় বড় লোক আসবে এখুনি এই ঘরে···তাই সেগুলোকে ঐ ঘরে পুরোনো কাগজের গাদার ভেতর···

প্রশান্ত ॥ ফেলে দিয়েছ ?

লীলা ॥ গণেশকে দু' তিনবার সরাতে বল্লুম। সে কথা শুনলো না দেখে আমার রাগ হয়ে গেল···রেগে আমি সেগুলোকে ফেলে দিয়েছি···

প্রশান্ত ॥ (ধীরকণ্ঠে) রাগটাই তোমার বড় হোলো লীলা !···(একটু পরে) তুমি জানো না যে তুমি কী করেছ !···আমার অনেক দিনের অনেক পরিশ্রমের ফল ঐ কাগজগুলো···একখানা হারিয়ে গেলে···নাঃ ! সে তুমি বুঝবে না···তুমি বুঝবে না···

(চিন্তিতভাবে চলিয়া যায়। লীলার মুখে বিমর্ষের ছায়া। এমন সময় মোটরের হর্ণ...হাস্যধ্বনি...প্রবেশ করে মলি, মঞ্জু, বাবলু)

মলি ॥ (নেপথ্য হইতেই) Auntie···auntie···(ভিতরে আসিয়া) I'm very sorry, auntie···দেরী হয়ে গেল !

লীলা ॥ আয়, আয়…মলি আয়! বাবলু আয়! (মঞ্জুকে) ভুলু এই মাত্র ফোন করছিল! গাড়ীটা ওর অফিসে পাঠাতে বলেছে—যা না, বাবলু, ড্রাইভারকে বলে আয় না।

বাবলু ॥ যাই।

(চলিয়া যায়)

মলি ॥ জানো, auntie! (মঞ্জুর দিকে চাহিয়া দুষ্ট হাসিয়া) দেরী শুধু mummy-র জন্যে।

লীলা ॥ কেন?

মলি ॥ কেন! শাড়ী আর mummy-র কিছুতেই পছন্দ হয় না! বেনারসী কী জর্জ্জেট…জর্জ্জেট কী শিফন্…শিফন্ কী নাইলন্ …এই করতে করতেই…(উচ্চ হাসি)

মঞ্জু ॥ তা ত' বলবেই! আর মেয়ের যে hair-style কী হবে… অজন্তা কী কেরালা…বর্ম্মী কি জাপানী…horse-tail না pig-tail তাই ভাবতে ভাবতেই ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল, তার বেলা? শেষ অবধি, দেখ না, কিছুই হোলো না—ঐ বিনুনী ঝুলিয়েই বেরিয়ে পড়তে হোলো—

লীলা ॥ (সহাস্যে মলির চিবুক ধরিয়া) তা যাই বল বাবু এইতেই ওকে বেশ মানিয়েছে! আজকাল কী যে সব চুল বাঁধার ঢং হয়েছে…

বাবলু ॥ (মলির দিকে চাহিয়া দুষ্টু হাসি হাসিতে হাসিতে) ও আর কিছু না পিসীমা, ও হোলো যাকে বলে—competition in oddity…open to all women…আর capital-এ যত foreign elements…

মলি ॥ ফের যা তা বকছ, দাদা—

বাবলু ॥ নাঃ! এই মেয়ে জাতটার রুচিজ্ঞান কোনোকালেই হোলো না—

(প্রবেশ করে শান্তা)

এ দিক দিয়ে শান্তা বেশ ভাল !···কাউকে imitate করে না—

লীলা ॥ তা' বলে আবার অতটা ভাল নয়! দেখ না···আজ ওরই জন্মদিনের পার্টি···আর ও এখনও ঐ রকম করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ···এখনও সাজ-পোষাক করার সময় হয় নি—

(প্রবেশ করে গণেশ। নূতন পোষাক পরিয়াছে)

মঞ্জু ॥ (হাসিতে হাসিতে) আর ওদিকে ঐ দেখো, তোমার গণেশ ·· একেবারে কার্ত্তিকটী সেজে এসে হাজির—

মলি ॥ (হাসিয়া গড়াইয়া পড়ার অবস্থা) How funny !

গণেশ ॥ হুই যা! (মাথার পাগড়ী পড়িয়া গেল)···পড়ি গ্যাল! (তাড়াতাড়ি তুলিয়া ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে) ই সব কী আমার ···(কোনোমতে মাথায় বসাইয়া)···বাবু ত' আমারে দেখে ···ঐ গ্যাখো! যা বলতি আসছি তা ভুলেই গেছি!···বাবু শুধোতে কইলেন যে কাগজগুলান ও ঘরে ত' বাবু পাইতেছেন না!···আপনি যদি একটীবার—

লীলা ॥ না না আমার কাগজ খোঁজার সময় নেই! বাড়ীতে পাঁচজন লোক আসবে আজও সেই কাগজ নিয়ে বসে সকাল থেকে! জন্মদিন যেন শুধু আমারই মেয়ের—

শান্তা ॥ কেন মা মিছিমিছি মাথা গরম করছ? জানো ত' বাবা চিরকালই ঐ রকম! চলো, গণেশদাদা, আমি দেখি গিয়ে···

(গণেশ ও শান্তা ভিতরে যায়। সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে প্রবেশ করে সমীর—বাহিরে যাওয়ার পোষাক)

মঞ্জু ॥ তুই আবার এখন কোথায় বেরুচ্ছিস রে সমীর? এখনি guests এসে পড়বে—

সমীর ॥ আমি এখুনি ফিরবো মামীমা!···একটু সিসিদের বাড়ী যাচ্ছি—

মঞ্জু ॥ সিসি কে ?

বাবলু ॥ (চাপা গলায় অন্য দিকে মুখ করিয়া) বোতলের cousin !

মলি ॥ Mummy ! তুমি সিসিকে চেনো না ? ব্যারিষ্টার সি, কে. সেনের মেয়ে—শিশিরকণা…friends' circle-এ সিসি—

বাবলু ॥ সিসি আজ পার্টিতে আসছে ত ?

সমীর ॥ ওকে আনতেই ত' যাচ্চি !…মা, আমার প্যাকার্ডটা—

লীলা ॥ প্যাকার্ডটা মিসেস্ সিন্‌হার বাড়ী পাঠিয়েছি। তা আরও ত' গাড়ী আছে—

সমীর ॥ তা'হলে 'Dodge'টা নিয়েই যাই…(ঘড়ি দেখিয়া) But I'm already late…গিয়ে না দেখি সিসি—

বাবলু ॥ (চাপা গলায়) খালি হয়ে গেছে—

(উভয়েই হাসিয়া উঠে। সমীর চলিয়া যায়। প্রবেশ করে শান্তা)

লীলা ॥ (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁরে শান্তা, কাগজগুলো পাওয়া গেল ?

শান্তা ॥ না।

লীলা ॥ আচ্ছা, তুই এখন যা দিকি সাজগোজটা সেরে নে—সময় হয়ে এল যে…

মলি ॥ Really শান্তা ! তুমি যেন কী ? মনে হচ্চে আজকের পার্টিটা তোমার জন্যে নয়—(নিজের সাজ দেখাইয়া) আমার জন্যে…

শান্তা ॥ যে কোনো একজনের জন্যে হোলেই হোলো রে, মলি। উৎসবটাই আসল…কার জন্যে সেটা বড় কথা নয়—

লীলা ॥ যা যঃ আর কথা বাড়াস্ নি, শান্তা ! যা ত' মলি, ওকে একটু সাজিয়ে দিগে যা ত' মা—

মলি ॥ চল শান্তা।

বাবলু ॥ (কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত) যাও শান্তা, Take lessons from her! আর হ্যাঁ…চলো, পার্টি আরম্ভ হওয়ার আগে আমি দু' একটা tips দিয়ে দি—

(টানিতে টানিতে মলি শান্তাকে লইয়া যায়—বাবলুও যায়)

লীলা ॥ মঞ্জু, তুই ভাই আজকের দিনটা সামলে নিস…কী জানি, আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে…এ সব ত'…

মঞ্জু ॥ তুমি কিছু ভেবো না, ছোড়দি—সব ঠিক হয়ে যাবে—

লীলা ॥ তুই আর ভুলুই আমার ভরসা! ভুলুরই ত' সব guests! উনি ত' এক সেই নকড়িবাবু ছাড়া কাউকেই বলেন নি…

(উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করে অধীর)

অধীর ॥ …মা!…এই যে মামীমাও এখানে রয়েছ! ভালই হয়েছে…

মঞ্জু ॥ কী রে অধীর? কী হয়েছে?

অধীর ॥ এ কী অন্যায় বল ত!

লীলা ॥ কী হয়েছে?

অধীর ॥ আচ্ছা, আমি যদি আমাদের পণ্ডিত মশায়ের ছেলেকে পার্টিতে নেমন্তন্ন করে থাকি তাতে অন্যায়টা কী করেছি? দাদা যে বেরোবার সময় শাসিয়ে গেল—'খবরদার, নেপাল যেন আজ সন্ধ্যে বেলায় না আসে!' কেন? নেপাল কী মানুষ নয়?

মঞ্জু ॥ নেপাল কে?

অধীর ॥ আমাদের পণ্ডিত মশায়ের ছোট ছেলে। আমরা বরাবর এক সঙ্গে পড়ছি। গান শুনতে ও খুব ভালবাসে—তাই ওকে আজ আসতে বলেছি। দাদা শুনে চটেই লাল! বল্লে 'খুব অন্যায় করেছিস। বার্থ-ডে পার্টি পণ্ডিত মশায়ের ছেলেদের জন্যে নয়! তাদের জন্যে আছে শ্রাদ্ধবাড়ী…পৈতে বাড়ী!… খাটো ধুতি আর ছিটের সার্টের পার্টি এটা নয়'—

লীলা ॥ তা যে জায়গার যা পোষাক—

অধীর ॥ (বিস্মিত) মা ! (একটু পরে) তুমিও ঐ কথা বলছ ?

মঞ্জু ॥ কেন ? তাতে হয়েছে কী ?

অধীর ॥ (ধীরভাবে) না হয় নি কিছু ! শুধু আমার মনে পড়ছে যে পাঁচ বছর আগে এই তারিখে আমার যা পোষাক ছিল তাই নিয়ে বাবলু'দা আমায় white galleryতে বসিয়ে খেলা দেখতে নিয়ে যেতে চায় নি !···শুনে মা কত কেঁদেছিল···

লীলা ॥ ওসব কথা এখন থাক, অধীর !···বলে যখন ফেলেছ তখন ত' আর উপায় নেই। তবে এ রকম আর কোরো না। যার তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা—

অধীর ॥ যার তার সঙ্গে ?···নেপালের দামী 'স্যুট' নেই বলে ? জানো, নেপাল School final-এ ফার্ষ্ট হয়েছে—

লীলা ॥ সে কথা বলছি না। দাদা যখন পছন্দ করে না···বড় ভাইয়ের কথা শুনতে হয়—

অধীর ॥ বুঝেছি মা ! (একটু ভাবিয়া) আচ্ছা !···আমি এখনই নেপালকে বারণ করে আসছি—

(চলিয়া যায়)

লীলা ॥ ওরে শোন, শোন···ওরে শুনে যা···শুনে যা—

(অধীর ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে)

মঞ্জু ॥ বাবাঃ ! যা একরোখা ছেলে ! ও আর শুনেছে ! চল দেখি, এদিককার কতদূর কী হোলো—.

(উভয়ে ভিতরে যায়)

(মঞ্চের আলো আস্তে আস্তে ম্লান হইতে হইতে ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া যায়। কালক্ষেপকারী অন্ধকার।
সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। গণেশ আসিয়া সুইচ্ টিপিয়া বাতিগুলি জ্বালাইয়া দিয়া যায়।
মঞ্চের একদিক দিয়া প্রবেশ করে প্রশান্ত, অপর দিক দিয়া শান্তা।)

শান্তা ॥ বাবা, তোমার কাজ হয়ে গেল ?

প্রশান্ত ॥ না মা, কাগজগুলো গোলমাল হয়ে যাওয়ায় বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি মা ! আর একবার তুই দেখবি খুঁজে ?

শান্তা ॥ এখন কাগজ খুঁজতে গেলে মা আবার বকাবকি সুরু করবে। আমি কাল সকালে ঠিক খুঁজে বার করে দেব।

প্রশান্ত ॥ আচ্ছা।

(চলিয়া যাইতেছিল। শান্তা ডাকিল)

শান্তা ॥ কোথায় যাচ্ছ বাবা ?

প্রশান্ত ॥ ল্যাবরেটরীতে—

শান্তা ॥ তুমি পার্টিতে থাকবে না ?

পশান্ত ॥ না মা! তুই ত জানিস ও সব আমার ভাল লাগে না—

শান্তা ॥ ভাল আমারও লাগে না বাবা! শুধু মা মনে কষ্ট পাবে বলেই···

প্রশান্ত ॥ হুঁ।···তাছাড়া লোকে হয়ত ভুল বুঝতে পারে! আচ্ছা, গোড়ার দিকে খানিকটা থাকবো'খন···তারপর আমোদ-আহ্লাদ তোরাই করিস। আমার ও সব ভাল লাগে না। মনের ভেতর সব সময়—

(থামিয়া যায়)

শান্তা ॥ সব সময় কী বাবা ? তোমার মনে এই ক'বছর ধরে কেমন একটা অস্বস্তি লক্ষ্য করছি ! কেন, বাবা ?···বল না !

প্রশান্ত ॥ (শান্তার মাথায় হাত রাখিয়া) বলবো মা···একদিন বলবো। সময় হলে সব জানতে পারবি রে।···আজ নয়। আজ তোর জন্মদিন···আনন্দের দিন। তোর জীবনের এই পরম দিনটীতে তোকে আশীর্ব্বাদ করি মা—দীর্ঘজীবি হ'···সুখী হ'···মনের

শান্তিতে থাক।···অর্থ নয়···সম্পদ নয়···প্রাচুর্য্য নয়···সত্যের ওপর···ধর্ম্মের ওপর ··কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবন—

(শান্তা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রশান্তকে প্রণাম করে। প্রশান্ত'র শেষ কথাটী বলার মধ্যে কল্যাণ প্রবেশ করিয়াছে)

—এই যে কল্যাণ, তোমাকেও আজ আশীর্ব্বাদ করবো, বাবা! আজ তুমি D. Sc. পেয়েছ···আজ আমার কী আনন্দ!

(কল্যাণ প্রণাম করে)

কল্যাণ ॥ আমি যা পেয়েছি স্যর, সে আপনারই দান···

প্রশান্ত ॥ না না, আমি আর কতটুকুই বা তোমার জন্যে করতে পেরেছি? কার জন্যেই বা কী করলুম?···না না, এ গৌরব তোমারই···

কল্যাণ ॥ আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার যোগ্য ছাত্র হয়ে আপনার গৌরব বাড়াতে পারি।

প্রশান্ত ॥ (ম্লান হাসিয়া)···আমার গৌরব? (ঘড়ি দেখিয়া) এইবার বোধ হয় সময় হোলো লোকজন আসার—

(প্রবেশ করে নকড়িবাবু)

নকড়ি ॥ আইস্যা গেছে···একারে ভিতরে আইস্যা গেছে···

প্রশান্ত ॥ এই যে নকড়িবাবু! আসুন···আসুন!···নমস্কার—

নকড়ি ॥ (হঠাৎ ভিতরে আসিয়া শান্তাকে দেখিয়া লজ্জিত)··· নমস্কার, পরশান্তবাবু! মাপ কইরেন! খবর না দিয়াই ভিতরে চইল্যা আসছি···পূর্ব্বে যেমন কতবার···কামডা বোধ হয়···

প্রশান্ত ॥ না না না···কিন্তু হবার কিছু নেই! (শান্তাকে দেখাইয়া) আমার মেয়ে শান্তা···আজ ওরই জন্মদিন···তাই একটু সামান্য আয়োজন! প্রণাম কর শান্তা! আর এটী হোলো আমার ছাত্র কল্যাণ···আজই ও D. Sc. পেয়েছে! বড় ভাল ছেলে!

কল্যাণ, ইনিই সেই নকড়িবাবু···যাঁর কথা তোমায় অনেকবার বলেছি···

কল্যাণ ॥ ওঃ ।

(শান্তা ও কল্যাণ উভয়ে নকড়িকে প্রণাম করে)

নকড়ি ॥ (বিব্রত বোধ করিয়া) হইছে, হইছে ! দীর্ঘজীবি হও গিয়া ! জগদীশ্বর তোমাদের সুখে রাখুন ।···বড় আনন্দ হইল মা, তোমারে দেইখ্যা ! (কল্যাণকে) বড় আনন্দ হইল আপনার সাথে আলাপ হইয়া --

কল্যাণ ॥ আমাকে 'আপনি' বলবেন না—

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, ও আমার বাড়ীর ছেলের মত ! ওকে তুমিই বলবেন—

নকড়ি ॥ ভরসা পাইলাম ! অখন 'তুমি'ই কম । নচেৎ আজকালকার যুবক···

প্রশান্ত ॥ না না নকড়িবাবু···কল্যাণ আজকালকার ছেলেদের মত নয়···ও বড় ভাল ছেলে ।

নকড়ি ॥ আর আপনার কন্যাটিও অতি সুলক্ষণা, পরশান্তবাবু !

প্রশান্ত ॥ (ঈষৎ হাসিয়া) হ্যাঁ, শান্তা আমার বড় ভাল মেয়ে—

নকড়ি ॥ (দুজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া) আর দুটীতে মানাইছেও দেহি চমৎকার !

শান্তা ॥ (লজ্জা পাইয়া) আমি ভেতরে যাই বাবা ।

প্রশান্ত ॥ এস ।

(শান্তা চলিয়া যায়)

কল্যাণ ॥ (সেও লজ্জা পাইয়াছে)···স্যর, আমিও একটু ঘুরে আসি—

প্রশান্ত ॥ তুমি পার্টিতে থাকবে না ?

কল্যাণ ॥ আমার একটু কাজ আছে, স্যর! সেটা সেরে পরে আবার আসবো'খন।

প্রশান্ত ॥ আচ্ছা।...তারপর নকড়িবাবু, কেমন আছেন তাই বলুন—

(কল্যাণ চলিয়া যায়। নকড়িবাবু ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ বাড়ীর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল। প্রশান্তর কথায় সেই অবস্থাতেই)

নকড়ি ॥ আইজ্ঞা, আছি একরূপ আপনাদের কিরপায়! যা দিনকাল পড়ছে রে মশয়...ভাল থাকনের কী আর উপায় আছে?

প্রশান্ত ॥ তা ঠিক।...আপনি বসুন, নকড়িবাবু—

নকড়ি ॥ বাঃ!...বাঃ!...বাঃ!...বাঃ! বড় আনন্দ...বড় আনন্দ হইতাছে, পরশান্তবাবু! কী বাড়ীই করেছেন রে মশয়! এক্কারে রাজপ্রাসাদ! বড় আনন্দ হইল, পরশান্তবাবু!...আর এই গরীবেরে যে স্মরণ রাখছেন...সে আপনার মহত্বেরই পরিচয়, পরশান্তবাবু—

প্রশান্ত ॥ না না, এ আপনি কী বলছেন, নকড়িবাবু?

নকড়ি ॥ ঠিকই বলতেছি রে মশয়! অবস্থা পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে লোকে ত' পুরাতন সব কিছুই ভুইল্যা যায়! নিজের পিতা-মাতারেই স্মরণ রাখে না রে মশয়...বন্ধুবান্ধব ত' দূরের কথা! আর আমি ত' আপনার বন্ধুও নই, পরশান্তবাবু!

প্রশান্ত ॥ না না না,...আপনি নিশ্চয়ই আমার বন্ধু! তাছাড়া আপনাকে মনে রাখার একটা বিশেষ কারণও আছে—

নকড়ি ॥ ক্যামনে?

প্রশান্ত ॥ সেই দিনটা ত' আমি আজও ভুলি নি, নকড়িবাবু...আর কোনোদিন ভুলবোও না।...পাঁচ বছর আগে...ঠিক এই তারিখটাতে আপনি এসেছিলেন তিন মাসের বাকী ভাড়ার তাগাদায়—

নকড়ি ॥ রাখেন পরশান্তবাবু, ও সব প্রসঙ্গ এখন রাখেন। আজ এই আনন্দের দিনে···

প্রশান্ত ॥ আপনি এসেছিলেন, নকড়িবাবু, তিনমাসের ভাড়ার তাগাদায়! তখন একমাসের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না! ··সেই সময় এলো ভুলু···ভুলুকে মনে আছে ত?

নকড়ি ॥ খাইসে! ভুলুবাবুরে মনে থাকব না? সেই গ্যাঁটম্যাট বাবু ত'? কী দরাজ হাত! না কইতে অতগুলি টাকা—

প্রশান্ত ॥ (নিশ্বাস ফেলিয়া)—হ্যাঁ, সেইদিন থেকেই, নকড়িবাবু, আমার জীবনের চাকা ঘুরলো···আর ভুলুই সে চাকা ঘোরালে! সেদিন আপনার সামনে আমার ঐ অবস্থা না দেখলে ভুলু হয়ত আমার জন্যে কিছু করতো না। বা আমি নিজেও বোধ হয় কলেজের কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজ নিতে রাজী হতুম না! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঐ বিশেষ দিনটীতে আপনার আসার ভেতর অদৃষ্টের একটা ইঙ্গিত ছিল—

নকড়ি ॥ আপনি বৈজ্ঞানিক হইয়াও এই সব যোগাযোগের কথা মানেন, পরশান্তবাবু?

প্রশান্ত ॥ মানি। এবং এও বিশ্বাস করি যে "There's a divinity that shapes our end."

নকড়ি ॥ অর্থটা কী হইল, পরশান্তবাবু?

প্রশান্ত ॥ অর্থাৎ, একটা ঐশ্বরিক শক্তি আছে যা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করে ··আমাদের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করে—

(প্রবেশ করে ভুলু। হাতে একটী সুদৃশ্য প্যাকেট)

ভুলু ॥ ভুল···ভুল···প্রশান্ত'দা! সম্পূর্ণ ভুল! আমাদের অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রণ করি আমরাই। দেখছ মানুষ এখন নিজের শক্তিতে

মহাশূন্যে চলে যাচ্ছে···চাঁদের দেশে আক্রমণ চালাচ্ছে···নতুন উপগ্রহ সৃষ্টি করে তাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে আনছে··

নকড়ি ॥ যথার্থ!···যথার্থ কথা! ছ্যাখেন ত' মান্‌ষের কী শক্তি!

ভুলু ॥ আজ যে প্রশান্ত'দা, তুমি এতবড় হয়েছ···মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করছ···সমাজে মান, প্রতিপত্তি পেয়েছ···এ সব কী করে হোলো?

নকড়ি ॥ যথার্থ!

ভুলু ॥ তোমার নিজের শক্তিতেই এই সব করেছ। কাজ করেছ, ফল পেয়েছ। তোমার অদৃষ্ট তুমিই গড়ছ! কী জানো প্রশান্ত'দা—'We make our fate and call it Destiny'···চুপ করে বসে থাকলে ঐ মাষ্টারীই করতে চিরকাল ··আর কপাল চাপড়াতে দু'হাতে···তোমার স্ত্রীর দু'হাতে এই হীরের চুড়ি (প্যাকেট খুলিয়া বাহির করিয়া দেখায়) কোনোদিনই উঠতো না—

নকড়ি ॥ বাঃ! বাঃ! চমৎকার!

ভুলু ॥ (নকড়িকে দেখাইয়া) দেখেছেন জিনিসটা? (ডাক দেয়) মলি! মলি!

নকড়ি ॥ বাঃ! বাঃ! অতি সুন্দর! অতি সুন্দর! হীরাগুলিও আসল! পরশান্তবাবুর ঘরে নকলের ত' স্থান নাই!·· বাঃ! বাঃ!

(প্রবেশ করে মলি)

মলি ॥ আমায় ডাকছিলে, ড্যাডি?

ভুলু ॥ হ্যাঁ, (প্যাকেটটী হাতে দিয়া) এইটে তোমার পিসীকে দিয়ে এসো—

মলি ॥ (দেখিয়া) Diamond চুড়ি!!···Waw! Wonderful! Mummy-র যেটা আছে তার চেয়ে costly, না ড্যাডি?

ভুলু ॥ আচ্ছা, সে পরে হবে।...এখন ওটা পিসীকে দাও গে—

(মলি চলিয়া যায়)

—হ্যাঁ, যা বলছিলুম...যুগ পাল্টে গেছে, প্রশান্ত'দা! যুগ পাল্টে গেছে! আমাদের বাপ-ঠাকুর্দ্দারা বসে বসে খেত আর কপাল চাপড়াত!...আর আমরা? আমরা এই হাত আর মাথাটাকে কাজে লাগাই! আর এই দিয়েই অদৃষ্ট গড়ি—

নকড়ি ॥ যথার্থ কইছেন, ভুলুবাবু! দেহেন না, আমাগোর বাবু!...কাজ-কাম কিছুই করমু না...ক্যাবল বইস্যা বইস্যা খামু! পূর্ব্বে দশখান বাড়ী ছিল...এখন তিনখানে ঠ্যাক্‌ছে...

(এমন সময় বাহিরে মোটরের শব্দ—উচ্চহাস্য)

প্রশান্ত ॥ ভুলু! ঐ বোধ হয় তোমার guests-রা এসে পড়লেন—

(বলিতে বলিতে প্রবেশ করে অতিথির দল)

ভুলু ॥ আরে এই যে...আসুন...আসুন! Good evening...Good evening, everybody!...আসুন...আসুন মিঃ বাজপেয়ী! প্রশান্ত'দা ইনি হচ্চেন শ্রীবজ্রধর বাজপেয়ী..."বজ্রধ্বনি" কাগজের প্রখ্যাত সম্পাদক! (প্রশান্তের সহিত নমস্কার বিনিময় হয়) ...আর এই যে...আসুন...আসুন...ইনি হচ্চেন আমাদের সর্ব্বজন পরিচিত দেশনেতা শ্রীদুর্গতিহরণ আটা!...এঁকে ত' তুমি চেনো—

প্রশান্ত ॥ (নমস্কার করিয়া) হ্যাঁ। ওঁকে কে না চেনে? উনি যে দয়া করে এসেছেন—

দুর্গতি ॥ আসবার কী উপায় আছে?...চারটে মিটিং! তিনটে Open...একটা Secret!...কোনো রকমে 'সেরে এসেছি' বল্লে ভুল হবে...পালিয়ে এসেছি। ভুলুবাবুর ব্যাপার—না বলার উপায় নেই।

প্রশান্ত ॥ নকড়িবাবু, দুর্গতিবাবুকে ত' আপনি—

নকড়ি ॥ খাইসে! উয়ারে চিন্মুম না? স্বনামধইন্য পুরুষ! সেই অগ্নিযুগ হইতে আর এই 'অটম' যুগ পর্য্যন্ত আটা মহাশয় ত্যাশের ও দশের সেবায় আটার মতই ল্যাপটাইয়া আছেন—উয়ারে চিন্মুম না? নমস্কার, আটা মহাশয়।

(দুর্গতিবাবু পৃষ্ঠপোষক মার্কা হাসি হাসেন। প্রবেশ করে বাঁশরীসুধা)

বাঁশরী ॥ আসতে পারি ভেতরে?

ভুলু ॥ হ্যালো! কবি যে!…আসুন…আসুন!…আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দি…ইনি হচ্চেন উদীয়মান কবি ও গীতকার বাঁশরীসুধা…

নকড়ি ॥ নামডা কী যেন কইলেন, ভুলুবাবু?

ভুলু ॥ বাঁশরীসুধা…

নকড়ি ॥ শুধুই বাঁশরীসুধা? এক্কারে আয়ুর্ব্বেদীয় নাম দেহি! পদবী?

বাঁশরী ॥ নেই। আমি শুধুই বাঁশরীসুধা—

ভুলু ॥ মানে, উনি গোড়ার 'শ্রী' ও শেষের 'সুর' দুটোই বর্জ্জন করেছেন। উনি শ্রীবাঁশরীসুধা সুর—

নকড়ি ॥ বর্জ্জন করছেন?…ক্যান?

ভুলু ॥ বাহুল্য বলে! আমার অঙ্গে অঙ্গে শ্রী…ছন্দে ছন্দে সুর—

দুর্গতি ॥ কাজটা ভালই করেছেন, কবি। নামের শেষে পদবী থাকলে জাতিভেদ প্রথাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমরা এখন জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদকল্পে সক্রিয় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্চি।…আমাদের আদর্শ শ্রেণীহীন সমাজ…পদবীহীন হওয়াটা তার প্রথম ধাপ—

প্রশান্ত ॥ (ল্যাবরেটরীতে একটি alarm-clock বাজিয়া উঠে শুনিয়া)

…আচ্ছা, আপনারা বসুন…আমি একটু ল্যাবরেটরীতে হাতের কাজটা সেরে আসি…Excuse me, please…

(প্রশান্ত চলিয়া যায়)

বজ্র ॥ যাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়াছি তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিলে দেনমার্কের রাজপুত্রকে বাদ দিয়া 'হ্যামলেট' অভিনয়ের মত ব্যাপারটা দাঁড়ায় না, ভুলুবাবু ?

ভুলু ॥ আজ্ঞে, জন্মদিন ত' ওর নয় !…ওঁর মেয়ের—

বজ্র ॥ তবে যে বলিয়াছিলেন প্রশান্তবাবুর—

ভুলু ॥ (বাধা দিয়া) আজ্ঞে, কার্ড দিয়া বলিয়াছিলাম প্রশান্তবাবুর কন্যা শান্তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে—বোধ হয় আমার কথার শেষটা…

বজ্র ॥ কার্ড হারাইয়াছে…কথাটাও কর্ণগোচর হয় নাই !…হইতে পারে। কিন্তু, আমি যে বৈজ্ঞানিক ডাঃ প্রশান্ত মিত্রের প্রশস্তি লিখিয়া আনিয়াছি অদ্যকার মহতী জনসভায় ভাষণ দিবার উদ্দেশ্যে, তাহার কী হইবে ?

ভুলু ॥ আপনাকে ত' মহতী জনসভার কথা বলি নাই ! বলিয়াছিলাম দু'দশজন—

বজ্র ॥ দু'দশজন শুনিতে দু'সহস্র শুনিয়া থাকিব। আমারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। কিছুই বিচিত্র নহে। কত প্রকারের লোক নিমন্ত্রণ করিতে আইসে কত প্রকারের অনুষ্ঠানে ! একের সহিত অন্যের গোলোযোগ হওয়া অসম্ভব নহে। গত বৈশাখ মাসে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সপ্তাহে একটি জনসভায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সুরু হইয়া গিয়াছে। যতই বুঝাইবার চেষ্টা করি কলরব ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন পার্শ্বস্থ এক ভদ্রলোক বলিলেন যে

ঐ সভা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা আলোচনার জন্য আহুত হইয়াছে। কখনও কখনও এরূপ গোলোযোগ—

নকড়ি॥ গোলোযোগে দুঃখ নাই যদি জলযোগ থাকে তাহার পর! কি ক'ন ভুলুবাবু?

ভুলু॥ তা কিছু আছে নিশ্চয়ই! বার্থ-ডে পার্টি আর জলযোগ থাকবে না?

বাঁশরী॥ আর বিচিত্র অনুষ্ঠান? নৃত্য-গীত?

ভুলু॥ সে সব মেয়েরা জানেন।…ঐ ত' ওঁরা আসছেন!

(মঞ্জু, মলি, শান্তা প্রবেশ করে। শান্তা জন্মদিনের নূতন শাড়ী পরিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য আছে, আড়ম্বর নাই)

বাঁশরী॥ আমি তাহলে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করবো—শ্রীমতী শান্তার জন্মদিন উপলক্ষ্যেই রচিত—

ভুলু॥ বেশ ত! (মলিকে) মলি, তুমি বোধ হয় এঁকে চেনো না! ইনি কবি বাঁশরীসুধা।

মলি॥ Waw! আপনিই কবি বাঁশরীসুধা? (নমস্কার বিনিময় হয়) কী ভাল যে লাগে আপনার গান! কি মিষ্টি লেখেন আপনি! Waw! How sweet?

বাঁশরী॥ (গদ্‌গদ্ ভাবে) ভালো লাগে? আমার গান আপনার ভাল লাগে, মলি দেবী?

মলি॥ খু-উ-ব—

বাঁশরী॥ আঃ! বড় তৃপ্তি পেলুম শুনে! কেউ আমাকে কোনোদিন আপনার মত এমন করে বলে নি, মলি দেবী!…কবিতার রস অনুভব করা সকলের কাজ নয়।…আপনি যে এই অল্প বয়সেই সে রসানুভূতি…

নকড়ি ॥ (এতেক্ষণ শুনিতেছিল। আর থাকিতে না পারিয়া)—দেখেন, আপনার বাইক্যগুলি বড়ই মধুর। আপনার নামের সহিত আপনার বাইক্যের অতিশয় ঐক্য লইক্ষ্য করিতেছি! আপনার পিতামাতার ভাবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল রে মশয়! নাম রাখ্ছেন বাঁশী—

ভুলু ॥ উঁহু! বাঁশরীসুধা—

বাঁশরী ॥ তবে ভুলুবাবু···তাঁরা ঠিক বাঁশরীসুধা নামটা রাখেন নি। তাঁরা রেখেছিলেন 'বংশীবদন'।

মলি ॥ (হাসিয়া লুটোপুটি) বংশীবদন! How funny!

মঞ্জু ॥ আপনি সে নাম পাল্টে ফেলেছেন?

বাঁশরী ॥ হ্যাঁ—

মলি ॥ নিশ্চয়ই University পরীক্ষার সময়—

বাঁশরী ॥ ইউনিভার্সিটি? অতদূর ত' আমি যাই নি মলিদেবী! গুরুদেবের আদর্শ···

নকড়ি ॥ আপনি এই বয়সেই দীক্ষা লইছেন নাকি?···আমি অনেক দিন যাবৎ একজন সৎগুরুর অন্বেষণে আছি···কিছুতেই সন্ধান পাইতেছি না—

বজ্র ॥ কেমন করিয়া পাইবেন? 'বজ্রধ্বনি'তে "গুরু চাই" স্তম্ভে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন কী? আগামী রবিবার বিজ্ঞাপন দিবেন—সাত দিনের মধ্যেই অবশ্য সৎগুরু লাভ করিবেন। (নোটবুক বাহির করিয়া) ক' ইঞ্চি···

দুর্গতি ॥ (হঠাৎ দাঁড়াইয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে) দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্চি যে আজ বাংলাদেশের দুর্গতির কারণ হচ্চে মূলতঃ দুটি—একটি কাব্যরোগ আর একটি গুরুরোগ! বাঙালী আজ মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়েছে এই দুটি সাংঘাতিক মাদকদ্রব্যের প্রভাবে। সুতরাং···

ভুলু ॥ —বক্তৃতার এইখানেই শেষ হোক! কারণ এটা ময়দানের জনসভা নয়—বার্থ-ডে পার্টি…

দুর্গতি ॥ (বসিয়া পড়িয়া) বেশ! তবে বক্তৃতাটা লিখে 'বজ্রধ্বনি'তে কাল পাঠিয়ে দোবো—পরশু যেন প্রথম পাতায়…

বজ্র ॥ যদি স্থানাভাব না ঘটে।

বাঁশরী ॥ (উৎসাহিত হইয়া) তাহলে আমার এই কবিতাটিও… (বাহির করে)।

বজ্র ॥ যদি যথেষ্ট রকম দুর্ব্বোধ্য হয় তবেই বজ্রধ্বনিতে স্থান পাইবে—নচেৎ নহে।

বাঁশরী ॥ যথাসাধ্য দুর্ব্বোধ্য করার চেষ্টা করেছি…

বজ্র ॥ তবে স্মরণ রাখিবেন যে কবিতার জন্য 'বজ্রধ্বনি' কোনো পারিশ্রমিক দেয় না—

বাঁশরী ॥ (হতাশভাবে) একেবারেই কিছু দেবেন না?

বজ্র ॥ (দৃঢ়স্বরে) না—

দুর্গতি ॥ (পুনরায় দাঁড়াইয়া) এ দস্তুর মত অন্যায়! আপনি বাঁশরীর সুধা নিঃশেষ করে নিয়ে তা বিক্রী করে মুনাফা লুটবেন আর চক্ষের জল আর বক্ষের রক্ত দিয়ে সেই সুধা যে ম্যানুফ্যাকচার করলো তাকে করবেন বঞ্চিত!…এই ধনতান্ত্রিক মনোবৃত্তি গণতান্ত্রিক যুগে…

(প্রবেশ করে বাবলু)

বাবলু ॥ (শ্লোগান দেওয়ার ভঙ্গীতে)…চলবে না…চলবে না…

ভুলু ॥ বাবলু!

বাবলু ॥ I'm sorry!

ভুলু ॥ বাবলু, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি…কবি বাঁশরীসুধা! আধুনিক কবিতায় ইনি—

বাবলু ॥ ধোঁয়া ছেড়েচেন…State Busএর মত… ?

মলি ॥ Waw ! how lovely !…how mystic !

বাঁশরী ॥ দেখুন মনের কথা কবিতায় বলতে হয়—তার মধ্যে ধোঁয়া থাকবেই ! মনের সব কথা কী স্পষ্ট করে বলা যায় ? এই যে …মানে, মলিদেবীকে দেখে আমার মনে কত কথা আসছে—সব কী স্পষ্ট করে বলতে পারছি ?

নকড়ি ॥ (চাপা গলায়) না বুঝতেই পারছেন !

বাঁশরী ॥ আপনি আমার কবিতা পড়েন শান্তাদেবী ?

শান্তা ॥ না ।

মলি ॥ শান্তা কেবল Science-এর বই পড়ে—

বাঁশরী ॥ শুধু Science ? তাতে যে মনের রস শুকিয়ে যায় ! শুষ্ক বিজ্ঞান—

শান্তা ॥ বিজ্ঞানের মধ্যেও যথেষ্ট রস আছে—

দুর্গতি ॥ ঠিক বলেছ মা ।…আর তা ছাড়া, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য চাই বিজ্ঞানের সাধনা ও প্রয়োগ—

বজ্র ॥ কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান হইতে হইবে যেন আমরা বিজ্ঞানের শক্তিকে কোনো ধ্বংসাত্মক বা অকল্যাণকর কার্য্যে প্রয়োগ না করি । বর্ত্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যে অপব্যবহার চলিতেছে সেদিকে আমরা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখি । চারিধারে মারণাস্ত্র প্রস্তুতের যে বিরাট প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ যেন তাহা হইতে দূরে থাকেন । কেবলমাত্র যুদ্ধের মারণাস্ত্র নহে…আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক অকল্যাণকর কার্য্য করা হইতেছে—

ভুলু ॥ বজ্রবাবু ! আজ এখানে বার্থ-ডে পার্টিতে এরকম বজ্রকঠোর বক্তৃতা—

বজ্র ॥ কী জানেন ভুলুবাবু! আমরা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক। লোকশিক্ষার দায়িত্ব…জনমতগঠনের দায়িত্ব…গণজাগরণের দায়িত্ব…আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত! আমাদের কর্ত্তব্য সকলকে সচেতন করিয়া দেওয়া। তাই সুযোগ পাইলেই, শ্রোতা পাইলেই আমাদের বাণী সকলের অন্তরে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকি।

নকড়ি ॥ আপনাদের বাণী ত' প্রতিদিন প্রত্যুষেই পাঠ করিয়া থাকি…

বজ্র ॥ তাহা হইল ঠাণ্ডা ছাপা…

দুর্গতি ॥ ঠাণ্ডা ছাপায় তত বেশী ফল হয় না…গরম কথায় যত হয়।

বজ্র ॥ তাই আমরা, দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সভাসমিতিতে ঘনঘন যাইয়া থাকি…ভাষণ দিবার নিমিত্ত!…তাই বলিতেছিলাম…

নকড়ি ॥ জল!

বাবলু ॥ (ছুটিয়া আসিয়া ধরে)…কী হোলো? কী হোলো, নকড়িবাবু?

নকড়ি ॥ আটকাইছে (বুক দেখাইয়া)…এই স্থানে।

ভুলু ॥ (ব্যস্তভাবে) কী?…কী আটকালো?

নকড়ি ॥ বজ্র…

ভুলু ॥ বজ্র?

(নকড়ি বজ্রবাবুর দিকে তাকায়। ভুলু ব্যাপারটা বুঝিতে পারে)

—ওঃ! (হাসে)…গণেশ! এই গণেশ!…এক গ্লাস জল—

(গণেশ জল লইয়া আসে। নকড়ি একনিশ্বাসে পান করে)

নকড়ি ॥ (জলপান করিয়া) আঃ!…এইবার একটু গীত-বাদ্য হইলে হইত না?

মলি ॥ Yes! তা'হলে আগে কবির কবিতা…

বাঁশরী ॥ (উৎসাহিত হইয়া) কবিতা ?···আমার কবিতা ? আপনি যদি বলেন—

নকড়ি ॥ হ।···তাহা হইলে বাঁশী বাবু···

বাঁশরী ॥ মাপ করবেন, বাঁশরী—

নকড়ি ॥ ঐ একই কথা! বাঁশী···বাঁশরী···তা' অথন বাজেন···

(এমন সময় বাহিরে মোটরের হর্ণ...শব্দ আর থামে না। সকলে সচকিত হইয়া ওঠে)

—ঐ ছ্যাহেন, আপনি বাজার পূর্ব্বেই মোটর বাঁশী বাজাইতেছে।

(প্রবেশ করে মিসেস পাকড়াশী, পশ্চাতে মিঃ পাকড়াশী। মিঃ পাকড়াশী অবসর প্রাপ্ত বড়দরের সরকারী চাকুরিয়া—চিরদিন অধীন কর্ম্মচারীদের উপর দাপট দেখাইয়াছেন। গৃহে মিসেস্ পাকড়াশীর দাপটে নিজে বিব্রত। মিসেস্ পাকড়াশী বিপুলাঙ্গী ব্যক্তিত্বপূর্ণ আধুনিক মহিলা]

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ হোপলেশ্!

(সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে লীলা ভিতর হইতে)

(হাঁফাইতে হাঁফাইতে)···যেমন উনি, তেমনি ওঁর গাড়ী···

মিঃ পাকড়াশী ॥ আহা, আমার কী দোষ ?···গাড়ী ত' ভালই···

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ (থামাইয়া দিয়া)···তুমি থাম! ওপরটা ঝক্‌ঝকে হলেই ভাল গাড়ী ?······সাইরেনের মত বেজেই চলেছে···(হর্ণ থামিল)।

(লীলা ও মঞ্জু অগ্রসর হইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। পাকড়াশী-দম্পতি প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। ভুলু সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পর তাঁহাদের একটা সোফার মাঝখানে বসাইয়া কেহ বসিল, কেহ দাঁড়াইয়া রহিল। এমন সময় আবার মোটরের হর্ণ—এবার প্যাকার্ড গাড়ীর যাহা মিসেস সিন্‌হাকে আনিতে গিয়াছিল।

মঞ্জু ॥ ছোড়'দি ঐ তোমার 'প্যাকার্ড' এসে গেছে। রুমেলা তা'হলে এলো—

(বলিতে বলিতে প্রবেশ করে রুমেলা সিন্‌হা, সুমিত্রা মল্লিক)

রুমেলা ॥ Not Rumela alone, my dear!···Look here···
(সুমিত্রাকে দেখায়)

লীলা ॥ আসুন, আসুন, মিসেস্ মল্লিক! আমার কি সৌভাগ্য!
(নমস্কার বিনিময়)

মঞ্জু ॥ দু'জনে দেখা হোলো কোথায়?

রুমেলা ॥ বার্থ-ডে পার্টিতে আসার আগে যেখানে দেখা হওয়া most natural···

সুমিত্রা ॥ Market!···flower-stall!

রুমেলা ॥ Come, darling Santa···(আদর করিয়া ফুল দেয়)···
Wish you many happy returns···

(শান্তা গ্রহণ করে—প্রতি নমস্কার জানায়)

সুমিত্রা (ফুলের একটি গুচ্ছ দিয়া) তোমার জন্যে বেছে বেছে এই bunchটী এনেছি···পছন্দ হয়েছে?

(শান্তা মৃদুহাস্যে ঘাড় নাড়ে। রুমেলা, সুমিত্রা আর একটী সোফায় বসে)

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ (গম্ভীর কণ্ঠে। ভাবটা এই যে ওরা শুধু ফুল দিয়া অল্প খরচে সারিয়াছে। তিনি এইবার উপহার দেওয়া কাহাকে বলে দেখাইয়া দিবেন) শান্তা! একবার এদিকে এসো। (মিঃ পাকড়াশীকে) কই? দুলটা দেখি—

মিঃ পাকড়াশী ॥ (পকেটে হাত দিতে দিতে)···এই যে দিচ্ছি!···

(দেখে পকেটে নাই—এ পকেট ও পকেট—কোথাও নাই। হাসিমুখ শুকাইয়া যায়)

···তাইত!···টেবিলের ওপর ফেলে এলুম না কি?

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ এ্যাঁ, ফেলে এসেছ! হোপলেশ্! (বিরক্তি প্রকাশ করে)

মিঃ পাকড়াশী ॥ (আবার চেষ্টা করিয়া) হ্যাঁ, ফেলেই এসেছি! তুমি যে তাড়া লাগালে···

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ আমি? নিজে দোষ করবেন আর সব দোষ চাপাবেন আমার ঘাড়ে! যাও, নিয়ে এসো—

মিঃ পাকড়াশী ॥ যাই (উঠিলেন)।

ভুলু ॥ আহা-হা···এখন উঠবেন কেন? বসুন, বসুন! সে পরে পাঠিয়ে দেবেন'খন।

লীলা ॥ হ্যাঁ, আজ আপনারা শান্তাকে আশীর্ব্বাদ করুন, মিসেস পাকড়াশী,—তা'হলেই হবে। শান্তা, প্রণাম করো—

(শান্তা প্রণাম করে। ওঁরা আশীর্ব্বাদ করেন)

নকড়ি ॥ তাহা হইলে আমরাও সাইর‍্যা লই···

(নকড়িবাবু পকেট হইতে একটী সন্দেশের বাক্স বাহির করিয়া শান্তার হাতে দিলেন। আধুনিক মহিলারা মুখ টিপিয়া হাসিলেন। দুর্গতিবাবু পকেট হাতড়াইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। বজ্রধরবাবু প্রশান্তবাবুর জন্য লিখিয়া আনা প্রশস্তিটী বাহির করিলেন)

বজ্র ॥ আজ আপনার জন্মদিনে আপনার পিতার জন্মদিন ভাবিয়া যে প্রশস্তি লিখিয়া আনিয়াছি তাহাই আপনাকে উপহার দিলাম। পরে, এক বৎসরের মাসিক 'বজ্রধ্বনি' বাঁধাইয়া V. P.তে পাঠাইয়া দিব—

(শান্তা প্রশস্তিটী লইয়া হাসিয়া নমস্কার করিল)

বাঁশরী ॥ দেবী! আমার কাব্য-মালঞ্চের এই একটি ফুল—

(নিজের কবিতার বই দিল। শান্তা নমস্কার করে)

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ সত্যি!···আমার এমন লজ্জা করছে! মান সম্ভ্রম আর কিছু রইল না তোমার জন্যে···

মিঃ পাকড়াশী ॥ আমি কী করবো?···তুমি যে সব সময়···

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ আমি? আমি সব সময় কী?

মিঃ পাকড়াশী ॥ ব্যস্ত !

ভুলু ॥ থাক্ না ! এই নিয়ে কেন মাথা ঘামাচ্চেন, মিসেস্ পাকড়াশী—

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ মাথা আমি শুধু শুধু ঘামাই না, ভুলুবাবু ! (মিঃ পাকড়াশীর দিকে চাহিয়া)···আমি ব্যস্ত, তা ত' তুমি জানো ! আমার একদিনে সাতটা পার্টি···ছ'টা মহিলা-সমিতি···ন'টা নেমন্তন্ন ! আর তুমি ত' শুধু বাড়ীতে বসে পেনসন খাচ্চ আর কাশছ ! তোমার খেয়াল থাকে না কবে, কখন, কোথায়, কোন জিনিসটা নিয়ে যেতে হবে ?

মিঃ পাকড়াশী ॥ (অপরাধীর মত) আমি ত' সবই ঠিক করে রাখি··· কিন্তু তুমি যা চেঁচাও···

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ (থামাইয়া দিয়া) আর কথা নয় ! ওঠো···যাও ···টেবিলের ওপর থেকে ফুলটা—

মিঃ পাকড়াশী ॥ (উঠিলেন)···আমি একলা যাবো ?

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ (ভাবিয়া) আচ্ছা, চল ! আমিও যাচ্চি ! যাওয়ার পথে আর দুটো এন্‌গেজমেণ্ট সেরে নেব—(উঠিলেন)

লীলা ॥ একটু মিষ্টিমুখ করে যাবেন না ?

মিঃ পাকড়াশী ॥ (ঘুরিয়া) মিষ্টিমুখ ?···হ্যাঁ···আমার কোনো···

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ (শেষ করিতে না দিয়া)—আগে ফুল ! চলো—

(দুইজনে দরজার দিকে অগ্রসর হন। ভুলু নকড়ির দেওয়া সন্দেশের বাক্সটী লইয়া)

ভুলু ॥ আচ্ছা, মিসেস্ পাকড়াশী, না খান একটু মিষ্টি নিয়ে যান—ওঁর জন্যে।

(মিসেস পাকড়'শী হাসিমুখে বাক্সটী লইয়া)

মিসেস্ পাকড়াশী ॥ Thank you, Mr. Roy !···'বাই-বাই'··· (পাকড়াশীকে) চলো—

(মিঃ ও মিসেস পাকড়াশী বাহির হইয়া যান। সকলে হতভম্ব। ভুলু ফিরিয়া আসে। লীলা ভিতরে যায়)

ভুলু ॥ যাক্! এবার আমাদের অনুষ্ঠান সুরু হোক!…বাঁশরীবাবু তাহলে আপনি…

বাঁশরী ॥ আমি? (দাঁড়াইয়া) তাহলে আপনাদের অনুমতি নিয়ে শ্রীমতী শান্তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ করে রচিত আমার এই কবিতাটি…

নকড়ি ॥ পড়েন, পড়েন। পড়বেন না ক্যান, যখন লিখ্ছেন? পড়েন—বেশ ভাব দিয়া পড়েন।

বাঁশরী ॥ —

কন্যা তোমার কৃৎস্ন অধরে মহাভারতের পতাকা
বৈবস্বত বিনুনী লঙ্কা সিন্দুর দুটী প্রশাখা।
যত দেখি তত হয়ে যাই মুগ্ধ
হিয়া তস্কর চোরাকারবারী
　　　　　　তত হয়ে ওঠে লুব্ধ।
কুহেলিত আঁখি শিশু চন্দ্রের লাটু
সচ্চরিত্র সিদ্ধবাকের টাটু
চাহি না আকাশ দেখি চপ্পলে
　　　　　　চর্ম্ম-খচিত বলাকা।

মলি ॥ (কবি যখন কবিতা পড়িতেছে তাহার মধ্যেই সে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছে—এবং কবিতার ছন্দের সহিত মৃদু মৃদু দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে)—Wait…wait…just a minute! আমার একটা idea এসেছে! আমি আপনার কবিতায় সুর দেবো… দিন তো আপনার কবিতাটা—

(বাঁশরী কবিতাটী দেয়। মলি তাহাতে সুর সংযোগ করে। গান আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্ব্বে বাবলু বলে)

বাবলু ॥ আমারও একটা আইডিয়া এসেছে! Just see…কী রকম একটা atmosphere create করি…

(বাবলু ঘরের উজ্জ্বল আলো নিভাইয়া দিল—শুধু রহিল এককোণে সুদৃশ্য ঝালর-শোভিত একটী ষ্ট্যাণ্ড-ল্যাম্পে রঙীন স্তিমিত আলো। ঘরের সর্ব্বত্র রহস্যময় ভাব। গান চলিতে লাগিল।

(সকলে যখন বিভোর হইয়া গান শুনিতেছে সেই সময় ধীরে ধীরে ছায়ামূর্ত্তির মত প্রবেশ করে চৌধুরী। প্রবেশ করিয়া দেওয়ালের এক কোণে সে দাঁড়ায়। কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। চৌধুরীর দৃষ্টি পড়ে শান্তার দিকে। ষ্ট্যাণ্ড-ল্যাম্পের স্তিমিত আলোটী শান্তার মুখে পড়িয়া তাহাকে একটী রহস্যময় সৌন্দর্য্য দিয়াছে। চৌধুরী একদৃষ্টে শান্তার দিকে চাহিয়া আছে—এ মেয়েটী তার হোটেলে নিত্য-দেখা মেয়েদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গান চলিতেছে।···গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রশংসা-সূচক হাততালি যখন থামিয়া যায় তাহার পর চৌধুরী একটা অস্বাভাবিক রকম উল্লাস প্রকাশ করিয়া বসে। চৌধুরী মত্ত অবস্থায় ছিল। সকলের দৃষ্টি তখন তাহার ওপর পড়ে।

চৌধুরী॥ (হাততালি দিয়া)···সাবাস্···সাবাস্—

ভুলু॥ এ কি?···চৌধুরী?

(আলো জ্বালাইয়া দেয়)

চৌধুরী॥ জী হাঁ!···Good evening! Good evening, every-body!

ভুলু॥ তুমি?

চৌধুরী॥ বাঃ! হামার দোস্ত invite করিয়েছে···দেখিয়ে না কার্ড (বাহির করে)

ভুলু॥ তোমার দোস্ত?

চৌধুরী॥ আরে হাঁ···হাঁ···সমীর মিটার! হামার নতুন client···

ভুলু॥ (বিস্মিত) তোমার client···সমীর?

চৌধুরী॥ আরে হাঁ, ভুলুবাবু···হাঁ! Your nephew···প্রশান্ত মিত্তিরের ছেলে! আরে হামি কী পয়লা জানে কুছ? কাল রাতে খেলার বাদ এই কার্ডটা সমীর হামায় দিলে!···বল্লে কী "হামার সিস্টারের বার্থ-ডে—আসা চাই, দোস্ত!" ওতেই তো জানলে কী সমীর প্রশান্ত মাষ্টারের ছেলে!

ভুলু॥ (ব্যাপারটা বুঝিয়াছে) ঠিক আছে···ঠিক আছে বোসো।

চৌধুরী ॥ Thank you !···সমীর গেল কোথা? ওকে ত' দেখে না—

ভুলু ॥ সমীর তার এক friend-কে আনতে গেছে—এখনি আসবে।

চৌধুরী ॥ আচ্ছা! (সকলকে উদ্দেশ করিয়া) Excuse me! (শান্তার দিকে চাহিয়া) Excuse me···আপনাদের বহুৎ আচ্ছা গানা-বাজানা চলছিল··হামি সবকুছ ঘড়বড় করিয়ে দিলে!···I'm very sorry!

ভুলু ॥ That's all right! Please take your seat, Choudhuri···

চৌধুরী ॥ হাঁ···হাঁ! (বসিতে গিয়া উঠিয়া) লেকিন, উসিকো পহেলে থোড়া কুছ present তো দেনা চাইয়ে···(পকেট হইতে বাহির করে ভেলভেটের কেসে হীরার দুল—শান্তার দিকে দেখায়)···মেহেরবানী হোয় ত'···

(শান্তার দিকে অগ্রসর হইয়া দিতে যায়। শান্তা নিশ্চল)

ভুলু ॥ (চৌধুরীর অবস্থা ও শান্তার ভাব লক্ষ্য করিয়া) কই দেখি!··· আমি দিচ্ছি··

(বাক্সটী চৌধুরীর হাত হইতে লয় ও টেবিলের উপর রাখে। তাহার পর এই অশোভন ব্যাপারটী চাপা দিবার জন্যই সকলের সহিত তাহার পরিচয় করাইতে সুরু করে)

আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।···আমার বন্ধু···আর. চৌধুরী···a big businessman···

চৌধুরী ॥ (আত্মতৃপ্তির সহিত) জী হাঁ···Hotel business!··· ফুংপিং···চৌরঙ্গীতে···ওটাই সব্‌সে বড়িয়া হোটেল···আরও সাতটা আছে...

নকড়ি ॥ কী হোটেল কইলেন?

চৌধুরী ॥ ফুংপিং···

নকড়ি ॥ (বুঝিতে না পারিয়া) ফুংপিং ?

চৌধুরী ॥ জী হাঁ···বহুৎ fashionable hotel ! বহুৎ রহিস্ আদমী আসে···খানাপিনা হোয়···music হোয়···dance হোয়...up to midnight···হুলা-হুলা ড্যান্স ··

নকড়ি ॥ খুব মজার জাগা—

চৌধুরী ॥ জী হাঁ ! রাতমে বহুৎ মজাক্ হোয় ! বহুৎ girls আসে··· Indian ভী আসে, foreign ভী আসে !···লেকিন Bengali girls থোড়া কমতি আসে ! (শান্তার দিকে চোখ রাখিয়া মহিলাদের উদ্দেশ্যে) আসবেন এক রোজ আপনারা···হ্যাঁ ?

(শান্তা উঠিতে চায় । মলি বাধা দেয়—অভদ্রতা না হয়)

নকড়ি ॥ যামু ! যামু !···তা আপনার হোটেলে কী খানা হয় চাচা ?

ভুলু ॥ নকড়িবাবু !

নকড়ি ॥ মাপ করবেন, ভুলুবাবু ! ভুল হইয়া গেছে ! হোটেলওয়ালাদের 'চাচা' ডাকা বহুদিনের অইভ্যাস ! তা মনে কিছু করেন না চৌধুরী সাহাব !

চৌধুরী ॥ কুছ নেহি···কুছ নেহি ! হোটেল মে কেত্না আদমী আসে···বাতভী কেত্না বোলে !···ও সব mind করলে কী business চলে ?

দুর্গতি ॥ আপনার তা' হলে বেশ বড় হোটেলের ব্যবসা—

চৌধুরী ॥ জী হাঁ (একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে) ।

দুর্গতি ॥ কিন্তু ব্যবসাটা ত' বিশেষ ভাল নয়, চৌধুরীসাহেব—

চৌধুরী ॥ কেনো ? বহুৎ profit !···লেকিন্ থোড়া সামালকে কাম চালানে হোতা—

দুর্গতি ॥ কলিকাতার কয়েকটি হোটেল সম্বন্ধে কয়েকবার সংবাদপত্রে কী যেন প্রকাশিত হইয়াছিল—

বজ্র ॥ 'বজ্রধ্বনি'তে অবশ্যই নহে। 'বজ্রধ্বনি'র নিজস্ব সংবাদদাতার নিকট হইতে···

চৌধুরী ॥ (ফুঁসিয়া উঠিয়া)—হাঁ···হাঁ···কোন 'পেপারে' কী লিখে সে হামি জানে! উস্‌মাফিক্ বিশঠো Paper চৌধুরী পকিটমে রাখে ;—ফুঃ—আরে হামি বাঙালী ফতো কাপ্তিন লোকের কী পরোয়া করে? হামার হোটেলে তুনিয়া মুলুক সে আদমী আসে···for wine···for girls...

ভুলু ॥ চৌধুরী!

(শান্তা ও মলি উঠিয়া পড়ে। মহিলারা অস্বস্তি প্রকাশ করেন)

চৌধুরী ॥ Sorry, ভুলুবাবু!···ওরা চলে যাচ্চে কেন? হামি কী কুছ বেয়াদবী করেছে?...এই হামি কসম্ খাচ্চে, ভুলুবাবু... হামি আর কুছ বলবে না

(শান্তা ও মলি ভিতরে চলিয়া গিয়াছে)

ওদের ডাক না, ভুলুবাবু! ওরা চলে' গেল কেন?···কী করবে ভুলুবাবু? ঐ শালা গোমেজ···শালা জোর করে খাইয়ে দিলে...

নকড়ি ॥ ব্যাপারডা কী রে মশয়? এ যে যা তা কইতাছে···

ভুলু ॥ চৌধুরী, চল আমরা পাশের ঘরে বসি ··

চৌধুরী ॥ না ভুলুবাবু···হামি এখানেই বসবে···

নকড়ি ॥ (অন্য সকলকে) তার চেয়ে চলেন আমরাই পার্শ্বের ঘরে গিয়া বসি।

দুর্গতি ॥ সেই ভাল।

(সকলে উঠিয়া পড়ে। শুধু থাকে ভুলু, চৌধুরী ও মঞ্জু)

চৌধুরী ॥ হামি গানা শুনবে···ওদের ডাক না ভুলুবাবু···হামি কুছ বেয়াদবী করবে না···(মঞ্জুর দিকে চাহিয়া) Excuse me, Madam···

মঞ্জু ॥ (ভুলুকে) দেখছ কী? বের করে দাও···শীগ্‌গির বের করে দাও···

ভুলু ॥ (মঞ্জুকে থামাইতে চেষ্টা করে) চুপ্‌!

মঞ্জু ॥ চুপ !...দেখছ না guests-রা সব···

ভুলু ॥ আঃ !···তুমি জানো না ও কে—

মঞ্জু ॥ যেই হো'ক—

ভুলু ॥ Have patience, মঞ্জু—

(চৌধুরীর কাছে গিয়া কাঁধে হাত দিয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে)

এই চৌধুরী! চল আমরা বাইরে ফাঁকা জায়গায় একটু বসি···

চৌধুরী ॥ কেন?···বাইরে কেন? হামি গানা শুনবে! I like music···I like dance...

(উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করে লীলা। হাতে হীরার চুড়ি)

লীলা ॥ এ সব কী ব্যাপার ভুলু?

ভুলু ॥ (ব্যস্ত হইয়া) ছোড়'দি তুমি ভেতরে যাও···আমি ব্যবস্থা করছি···

চৌধুরী ॥ (লীলাকে) আদাবরয মেমসাব!

লীলা ॥ (আরও রাগিয়া) ভুলু!

ভুলু ॥ ছোড়'দি, তুমি মাথা গরম কোরো না—ভেতরে যাও!...কী করবো বল? তোমার ছেলেই ত' বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে—(চৌধুরীর কাছে গিয়া) এই, চৌধুরী···চল বাইরে···(হাত ধরিয়া টানে)।

চৌধুরী ॥ (দুই হাতে ভুলুর হাত ধরিয়া) তোমার দিব্বি ভুলুবাবু! হামি একদম silent থাকবে (ঠোঁটে চাবি দেবার অভিনয় করে)...লেকিন্ ঐ girls-দের···ঐ যে যারা চলে গেল··· ওদের গানা শুনবে...নাচ দেখবে! শালা, হোটেলের হুলা হুলা

ড্যান্স কী রোজ দেখে দেখে দেমাগ্ বিগড়্ গিয়া—যত সব চীপ্ গার্লস !

লীলা ॥ (ব্যাপারটা ক্রমশঃ সহ্যের অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া) ভুলু ! ঐ মাতালটাকে জানিয়ে দাও যে এটা ভদ্রলোকের বাড়ী …এখানে মাতলামি চলবে না—

চৌধুরী ॥ মেমসাব্ কী হামায় কিছু হুকুম করছেন ? (সেলাম করিয়া) I am at your service, Madam !

লীলা ॥ (জ্বলিয়া উঠিয়া এইবার চৌধুরীকে সোজাসুজি) কী ? মাতলামি ? আমার বাড়ীতে মাতলামি ?

চৌধুরী ॥ (শেষ কথাটী এইবারে কানে গিয়াছে) কী ? হামি মাতলামি করছে ?

লীলা ॥ (গলা চড়াইয়া) ভুলু ! ঘাড় ধরে মাতালটাকে বের করে দে আমার বাড়ী থেকে—

চৌধুরী ॥ ক্যাঃ ! ঘাড় ধরে হামায় বের করে দেবে ?

(ভুলু দোটানায় পড়িয়া বিপর্য্যস্ত)

লীলা ॥ (চৌধুরীকে সোজাসুজি) বেরিয়ে যাও…বেরিয়ে যাও… বেরোও…

চৌধুরী ॥ বেরিয়ে যাবে ?…হামি বেরিয়ে যাবে ?

লীলা ॥ (উচ্চ কণ্ঠে) হ্যাঁ…বেরোও আমার বাড়ী থেকে—

চৌধুরী ॥ (তাচ্ছিল্য ভাবে)—হামার বাড়ী ?

লীলা ॥ হ্যাঁ—আমার বাড়ী !…মথুরা সিং !…পিয়ারীলাল…

চৌধুরী ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ !…হামার বাড়ী !…হামার বাড়ী !… কাঁহাসে মিলা তোমারা বাড়ী ? আদমী বোলাতা ?…মথুরা সিং !…পিয়ারীলাল !…কাঁহাসে আয়া তোমারা আদমী ? রূপেয়া কাঁহাসে মিলা ?…কোন্ দিয়া…

লীলা ॥ (রাগে কাঁপিতেছে) ভুলু !···আমার অপমান দাঁড়িয়ে দেখছিস্ ! (মঞ্জু আসিয়া লীলাকে ধরে) পায়ে জুতো নেই, ভুলু !—জানোয়ারটাকে···

চৌধুরী ॥ (গর্জ্জন করিয়া ওঠে) ক্যাঃ ! (ভুলু তাহাকে ধরিয়াছিল এতক্ষণ—তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া)—জুতি ? জুতি দেখানে মাংতা ? জানোয়ার !···কাঁহা হয় প্রশান্ত মাষ্টার। বোলাও···বোলাও উস্‌কো ! হাম দেখলেঙ্গে কেত্‌না জুতি উস্‌কা হুয়া হ্যয়—

ভুলু ॥ (বাধা দিয়া) এই চৌধুরী ! কী হচ্ছে ?

চৌধুরী ॥ (গজরাইতেছে) হামি মাতাল ?···হামি জানোয়ার ?

ভুলু ॥ (ধমক দিয়া) চৌধুরী !

চৌধুরী ॥ (গলা তারও উপরে চড়াইয়া) আরে রাখ্‌খো, ভুলুবাবু ! চৌধুরী কিসিকো বাপ্‌কো পরোয়া রাখে না ! হামারা রূপেয়া মে লবাবী ওড়াবে—বাড়ী বানাবে···গাড়ী চড়বে···শাড়ী পরবে ···আউর হামাকে বলবে মাতাল···হামাকে বলবে 'জানোয়ার'···

লীলা ॥ (হাত তুলিয়া দরজা দেখাইয়া বলিতে যায় কোনো একটা শক্ত কিছু কথা—হাতের হীরার চুড়ির উপর আলো পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিয়া ওঠে)।

চৌধুরী ॥ (লীলার হাতের হীরার চুড়ি দেখাইয়া)···কাঁহাসে মিলা ঐ diamond কী চুড়িয়া ?

লীলা ॥ উঃ ! (দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া লীলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। মঞ্জু তাহাকে টানিয়া ভিতরে লইয়া যায়)।

ভুলু ॥ (জোর গলায়) চৌধুরী ! Behave yourself !

চৌধুরী ॥ চোপ্‌রও ভুলুবাবু !···আঁখ দেখাতে ক্যা ? আরে, আজ হামি আঁখ দেখাবে···তুমি নয় !···(চীৎকার করিয়া) কাঁহা

হ্যয় প্রশান্ত মাষ্টার···আজ হাম দেখ লেঙ্গে···কাঁহা প্রশান্ত মিত্তির—

(ভিতরে যাইবার চেষ্টা করে। ভুলু বাধা দেয়। ভুলুকে সে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়। তারপর যেই ভিতরের দরজার দিকে অগ্রসর হইতে যায় ঠিক সেই সময় হয় একটী বিস্ফোরণ, ল্যাবরেটরীতে যেখানে প্রশান্ত এতক্ষণ কাজ করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে কোলাহল...ছুটাছুটি...চীৎকার ইত্যাদি। ভুলু ছুটিয়া ভিতরে গেল ব্যাপার কী দেখিতে। বাড়ীর লোকজন কেহ কেহ এই ড্রয়িং-রুমের ভিতর দিয়া ছুটিয়া ল্যাবরেটরীর দিকে গেল। চারিধারে একটা হৈ চৈ! চৌধুরী ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ফুঁসিতেছে। এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে শান্তা সেখানে আসিয়া পড়ে লীলার খোঁজে। লীলা যে আগেই ভিতরে গিয়াছে গোলমালের মধ্যে সে তাহা লক্ষ্য করে নাই)

শান্তা॥ (ছুটিয়া আসিয়া) মা! মা!

(একেবারে চৌধুরীর সামনে পড়ে। অপমানিত পানোন্মত্ত চৌধুরী। এই তাহার প্রতিশোধ লওয়ার সুবর্ণ সুযোগ···আর এই সেই তরুণী যাহার উপর প্রথমেই তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল! চৌধুরী শান্তার পথ আটকায়। চৌধুরী যেন মূর্ত্তিমান শয়তান। শান্তার দিকে সে এমন করিয়া দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হয় যে শান্তা পাথরের মূর্ত্তি হইয়া যায়। কাঁপিতে কাঁপিতে ক্ষীণকণ্ঠে একবার বলে—)

ছেড়ে দাও! আমার পথ ছেড়ে দাও···

চৌধুরী॥ (শয়তানী হাসি হাসিয়া)···ছেড়ে দেব?···হাঃ···হাঃ··· হাঃ···জানোয়ার!

(শান্তাকে ধরিয়া কাছে টানিয়া লয়। শান্তা চীৎকার করার পূর্ব্বেই পকেট হইতে একটি syringe বাহির করিয়া তাহার ভিতরের কী একটা রাসায়নিক তরল পদার্থ শান্তার নাকে মুখে বিচ্ছুরিত করিয়া দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তা চৌধুরীর বাহুতে ঢলিয়া পড়ে। চৌধুরীর দানবীয় অট্টহাস্য শোনা যায়—)

—হাঃ! হাঃ! হাঃ!

(চৌধুরী শান্তাকে সোফার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসাইয়া

দিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দেয়। এমন সময় প্রবেশ করে কল্যাণ)

কল্যাণ ॥ এ কী ? ঘর অন্ধকার কেন ?…(অন্ধকারে কাহারা যেন রহিয়াছে দেখিয়া)—কে ?—কে ? কে ওখানে ?

চৌধুরী ॥ (চীৎকার করিয়া ওঠে) কোন্ হ্যায় ?

কল্যাণ ॥ তেরা দুষ্‌মণ ! শয়তান—

(চৌধুরীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। ততক্ষণে চৌধুরী রিভলবার বাহির করিয়াছে)

চৌধুরী ॥ Hands up !

(কল্যাণ মুহূর্তের জন্য হাত তোলে। চৌধুরী রিভলবার তুলিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলে—)

Get out…Get out…

(কল্যাণ এক পা করিয়া পিছাইতে থাকে। চৌধুরী এক পা করিয়া তাহার সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ কল্যাণ চৌধুরী যে হাতে রিভলবার তুলিয়াছিল তাহার উপর মারে একটি প্রবল ঝাঁকুনি। রিভলবার চৌধুরীর হাত হইতে পড়িয়া যায়। কল্যাণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহা লইবার চেষ্টা করে। তখন দু'জনে খানিকটা ঝটাপটি হয়। শেষে কল্যাণ রিভলবারটী দখল করে। তারপর দাঁড়াইয়া উঠিয়া চৌধুরীকে এইবার সে রিভলবার দেখায়। বলে—)

কল্যাণ ॥ Hands up !

(চৌধুরী কোনোমতে উঠিয়া হাত তুলিয়া দাঁড়ায়)

Get out…Get out…I say get out…

(চৌধুরী এক পা এক পা করিয়া সেই অবস্থায় পিছাইতে পিছাইতে ঘরের বাহির হইয়া যায়। তখন রিভলবার রাখিয়া কল্যাণ শাস্তার কাছে যায়। শাস্তা তখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সোফায় পড়িয়া)

কল্যাণ ॥ শাস্তা ! শাস্তা !…

(পর্দা নামিয়া আসে)

তৃতীয় অঙ্ক

৩রা আগষ্ট, ১৯৫৮। দুর্ঘটনার পরের রাত্রি।

প্রশান্ত'র ড্রয়িংরুম। রাত্রি ন'টা। ভিতরের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন ডাঃ চ্যাটার্জ্জি। তাহার সঙ্গে কল্যাণ। পশ্চাতে গণেশ—তাহার হাতে ডাক্তারের ব্যাগ।

কল্যাণ॥ কী রকম দেখলেন, ডাঃ চ্যাটার্জ্জি?

ডাক্তার॥ (ষ্টেথিস্‌কোপ্‌টা খুলিতে খুলিতে)—হুঁ! আগের চেয়ে অনেকটা ভাল! ইন্‌জেকশনটায় কাজ হয়েছে বলে মনে হচ্চে! তা'হলেও খুব careful watch রাখতে হবে—

কল্যাণ॥ আপনি যেমন direction দেবেন—

ডাক্তার॥ হ্যাঁ, একটা কথা। ওঁর যেন কোনোরকম mental excitement না হয়। কারণ injury-র চেয়ে shock-টাই ওঁর বেশী!···বরাত জোর বেঁচে গেছেন···নইলে সাংঘাতিক হতে পারতো···

কল্যাণ॥ তা ঠিক।

ডাক্তার॥ যাক্, ভয়ের এখন তেমন কিছু নেই আর,···তবে ওঁর rest দরকার!···কিন্তু, একটা কথা ভাবছিলুম···এ রকম accident ওঁর হোলো কী করে?···এত বড় বৈজ্ঞানিক···

কল্যাণ॥ ওঁর মনটা কাল ঠিক ছিল না···

ডাক্তার॥ I see! মন চঞ্চল থাকলে ল্যাবরেটরীতে কোনোরকম experiment করা···

কল্যাণ॥ তাছাড়া কতকগুলো খুব দরকারী কাগজপত্র যা final

experiment-এর জন্যে ready করা ছিল সেগুলো কী ভাবে mislaid হয়ে গিয়েছিল…

ডাক্তার ॥ Very unfortunate! Any way, his life has been spared! আশা করছি দু'এক দিনের মধ্যেই উনি চলা ফেরা করতে পারবেন।…আচ্ছা, আমি এখন আসি। (যাইতে যাইতে) হ্যাঁ,…একটা কথা…ঐ ঘুমের ওষুধটা ঠিক চালিয়ে যাবেন…ঘুমটা ওঁর খুব দরকার…He must sleep… আচ্ছা, Good night!…

কল্যাণ ॥ চলুন, আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি—

(দুইজনে বাহির হইয়া যায়। গণেশও যায়। প্রবেশ করে লীলা ও মঞ্জু। লীলা একেবারে অন্য মানুষ)

মঞ্জু ॥ (লীলার হাত ধরিয়া) তুমি এখানে একটু বোসো ছোড়'দি। কাল থেকে ত' চোখের দুটী পাতা এক কর নি…সমানে দাদার পাশে বসে সেবা করছো…

(লীলাকে বসাইল। নিজেও পাশে বসিল)

লীলা ॥ (ক্লান্তভাবে বসিতে বসিতে) আমার আর নড়বার ক্ষমতা নেই ভাই! চোখের সামনে এখনও সেই…

মঞ্জু ॥ সত্যি! ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়! খুব বরাত জোর যে কোনোরকমে দু'দিকটাই রক্ষে হয়েছে—

লীলা ॥ কিন্তু ভাই, উনি ত' জ্ঞান হয়ে অবধি কেবলই এক কথা বলছেন—"পোড়ামুখের এ দাগ আর মেলাবে না…এ দাগ আর মেলাবে না"…আমার বড় ভয় কচ্ছে ভাই…

মঞ্জু ॥ তুমি ভেবো না ছোড়'দি! তুমি মন শক্ত কর। সব ঠিক হয়ে যাবে—

লীলা ॥ উঃ! ভাগ্যিস্ কল্যাণ ঠিক সময়ে এসে পড়েছিল! তা না হলে কী যে হোতো!…

মঞ্জু ॥ যা বলেছ! আর ঐ গুণ্ডাটাকে সমীর নেমন্তন্ন করেছিল! ওরই হোটেলে ত' শুনলুম সমীরের আজকাল আড্ডা হয়েছে…

লীলা ॥ সব দোষই আমার মঞ্জু!…হাতে পয়সা পেয়ে ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে! শাসন করি নি কোনোদিন…তার ফল পেয়েছি…

মঞ্জু ॥ সেই যে সিসি'কে আনতে যাচ্ছি বলে বেরুলো ফিরলো রাত দু'টোয়…

লীলা ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ!…এখন উনি কী করে সেরে উঠবেন তাই ভাবছি—

(প্রবেশ করে কল্যাণ)

(ব্যগ্রভাবে, কল্যাণকে দেখিয়া) ডাক্তারবাবু কী বল্লেন, কল্যাণ?

কল্যাণ ॥ বললেন এখন অনেকটা ভাল। তবে খুব সাবধানে থাকতে হবে—কোনোরকম মানসিক উত্তেজনা যেন না হয়—

লীলা ॥ সেইটেই ত' ভাবনার কথা, বাবা!

মঞ্জু ॥ তুমি ভেবো না ছোড়'দি! তুমি এমন ভেঙে পড়লে শান্তা কী করবে বল দিকি?…বেচারা ভালমানুষ মেয়ে—

লীলা ॥ উঃ! ভাগ্যিস্, বাবা কল্যাণ, তুমি এসে পড়েছিলে! তা না হলে মাতাল গুণ্ডাটা কী সর্ব্বনাশটাই না করতে গিয়েছিল…

কল্যাণ ॥ ওকে ছেড়ে দেওয়া কিন্তু খুব ভুল হয়েছে…

লীলা ॥ ভুলই বল্লে আর হাঙ্গামা বাড়িয়ে কাজ নেই…ছেড়ে দাও—

মঞ্জু ॥ হ্যাঁ, থানাপুলিশ করতে গেলে ত' নিজেদেরই কেলেঙ্কারী…

(প্রবেশ করে প্রশান্ত মলির কাঁধে ভর দিয়া। কল্যাণ তাড়াতাড়ি গিয়া ধরে। প্রশান্ত অসুস্থ। তাহার হাতে, মুখে গতরাত্রের ল্যাবরেটরীর বিস্ফোরণ চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। যন্ত্রণার ছাপ তাহার

মুখে স্পষ্ট—কিন্তু সে তাহা নীরবে সহ্য করিতেছে। কোনোরকমে টলিতে টলিতে সে প্রবেশ করে)

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, কেলেঙ্কারী!

মঞ্জু ॥ এ কি! আপনি!

লীলা ॥ (ব্যস্তভাবে) তুমি? তুমি উঠে এলে কেন?…না না, শোবে চল—

(উঠিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধরে)

প্রশান্ত ॥ না…না! শুয়ে থাকতে আমি আর পারছি না! কেমন করে শুয়ে থাকবো? বাড়ীর কেলেঙ্কারী…আমার কলঙ্ক…বাড়ীর কলঙ্ক…প্রচার হয়ে যাবে!…লোকে জানবে প্রশান্ত মিত্তিরের এই বাড়ীর ইতিহাস! ভালো হয়েছে…ছেড়ে দেওয়া হয়েছে!…আমি বেঁচেছি…আমরা বেঁচেছি…

লীলা ॥ চল, চল…ও ঘরে শোবে চল—

প্রশান্ত ॥ না! আমি এইখানেই একটু বসবো…

(মলি ও কল্যাণ প্রশান্তকে আস্তে আস্তে বসাইয়া দেয়)

মলি ॥ আমি একটা বালিশ এনে দি—

(মলি ভিতরে যায়)

কল্যাণ ॥ কিন্তু স্যর, অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত ছিল! শয়তানের মুখোস খুলে দেওয়া দরকার!…Crime must be punished.

প্রশান্ত ॥ Yes!…crime must be punished!…And, take it from me, my boy, crime shall be…and has been punished! অপরাধীর শাস্তি হবেই…এবং হয়েছে…

কল্যাণ ॥ কোথায় হয়েছে?

প্রশান্ত ॥ হয়েছে কল্যাণ…অপরাধীর শাস্তি হয়েছে!…ঐ যে অতগুলো লোকের সামনে তার সত্যিকারের রূপটা ধরা পড়ে গেল…ঐ ত' তার শাস্তি! লজ্জায়…ঘৃণায়…অপমানে তার

মাথাটা নীচু হয়ে গেল…ঐ ত' তার শাস্তি! এর চেয়ে বেশী শাস্তি আর কী হ'তে পারে মানুষের?

কল্যাণ ॥ হ্যাঁ, মানুষের! যারা মানুষ তাদের বেলা ও-কথা খাটতে পারে! কিন্তু ঐ লোকটা? ঐ চৌধুরী?…ও কী মানুষ? লজ্জা, ঘৃণা, অপমান…ওসব মানসিক শাস্তির কথা সত্যি হ'তে পারে আপনাদের মত লোকের বেলা—

প্রশান্ত ॥ (শিহরিয়া উঠিয়া) এঁ্যা! আমাদের মত লোকের বেলা?

কল্যাণ ॥ হ্যাঁ…যাদের মন বলে পদার্থ আছে…হারাবার মত মানসম্ভ্রম আছে! কিন্তু ঐ চৌধুরী? ওর কী আছে?…

লীলা ॥ যাবার সময় লোকটা আবার শাসিয়ে গেছে! জানি না আবার কী সর্ব্বনাশ…

(মলি বালিশ লইয়া আসে। প্রশান্তকে ঠিক ভাবে বসিতে সাহায্য করে)

মঞ্জু ॥ ও সব কথা এখন থাক। ছোড়'দি, তুমি বরঞ্চ কাউকে একটু গরম দুধ আনতে বল।…আর হ্যাঁ, শান্তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও ত'!…সত্যি! মেয়েটা বড্ড ভেঙে পড়েছে…

(লীলা চলিয়া যায়)

মলি ॥ বাবাঃ! ভেঙে পড়বে না!…এই দেখ না…এই শিশিটা… আর এই syringe…

(মলি উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর পড়িয়া থাকা গতরাত্রের চৌধুরীর ব্যবহৃত শিশি ও Syringe লইয়া আসিয়া মঞ্জুর সামনে ধরে। প্রশান্ত চীৎকার করিয়া উঠে)

প্রশান্ত ॥ শিশি! Syringe!

মলি ॥ …হ্যাঁ, এই ত'! (দেখায়) এইতে একটা কী dangerous chemical ছিল।

প্রশান্ত ॥ …Chemical?…Dangerous chemical?

মলি ॥ হ্যাঁ।…এইটে দিয়েই ত' লোকটা শান্তাকে—

প্রশান্ত ॥ Let me see !...Let me see...(দেখিয়া) What !...

(এ প্রশান্ত'র চেনা শিশি। তাহারই ল্যাবরেটরীর Secret Code Mark দেওয়া। শিশি দেখিতে দেখিতে তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। দুই হাতে শিশিটী ধরিয়া পাষাণ মুর্ত্তির মত বসিয়া থাকে প্রশান্ত।)

কল্যাণ ॥ ...Devil !...a born devil !

মলি ॥ দেখেছেন শিশিটা ?

প্রশান্ত ॥ (এইবার ফাটিয়া পড়ে)…এই শিশিটার কেমিকাল দিয়ে…আমার বাড়ীতে…আমার মেয়েকে…

মলি ॥ দিন ওটা পিসেমশাই…

(শিশিটা হাত হইতে লইয়া টেবিলে রাখে)

প্রশান্ত ॥ Oh, God !...What a devil !

(হাত দিয়া মুখ ঢাকে)

(প্রবেশ করে ভুলু)

কল্যাণ ॥ (ভুলুকে) দেখুন,—সেই brute-টা ব্যবহার করেছিল কী dangerous chemical !…আর সেই devil-টাকে ছেড়ে দিলেন—

ভুলু ॥ হ্যাঁ। ‥ও সব থানাপুলিশের ব্যাপার ত' তোমরা বোঝো না… What a bother !...এখন তোমরা ওকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।…(মঞ্জুর দিকে চাহিয়া) তোমরা এখন এখান থেকে যাও দিকি—বেশী গোলমাল করাটা এখন ঠিক নয়—

(সকলে ভিতরে যায়)

আমিও আজ যাই ! কাল ভোরেই আবার আসবো—

(ভুলু যাইতেছিল। প্রশান্ত ডাকিল)

প্রশান্ত ॥ ভুলু !

(না শোনা'র ভান করিয়া ভুলু চলিয়া যাইতেছিল)

ভুলু !

ভুলু ॥ (ফিরিয়া)…ডাক্‌ছ ?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ।

ভুলু ॥ আমার একটু তাড়া ছিল…

প্রশান্ত ॥ শুধু একটা কথা…

ভুলু ॥ কাল শুনবো।…আজ থাক…

প্রশান্ত ॥ কাল হয়ত' বলার সুযোগ পাবো না…

ভুলু ॥ (ইতস্তত: করিয়া) বল—

প্রশান্ত ॥ আমার মুখের দিকে আজ একবার চাও ত' ভুলু!… তোমার দিদির মুখের পানে চেয়ে একদিন আমার উপকার করতে গিয়েছিলে—আজ একবার আমার মুখের দিকে চাও…

(ভুলু মুখ ফিরাইয়া থাকে)

…কী ?…চাইতে পারছো না ?

ভুলু ॥ আমি যাই। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—

(ব্যস্ততার ভান করে)

প্রশান্ত ॥ যাবার আগে শুনে যাও…আর পারো ত' মনে রেখ…

"…in these cases
We still have judgment here"…

বিচার এইখানেই হয়…বিধাতার অমোঘ বিচার…

(ভুলু চলিয়া যায়)

(প্রবেশ করে গণেশ। পশ্চাতে নকড়িবাবু)

গণেশ ॥ নকড়িবাবু আসছেন—

নকড়ি ॥ এখন কিরূপ বোধ করতেছেন, পরশান্তবাবু ? একবার

দ্যাখ্‌তে আইলাম! দিনের বেলায় সময় পাই নাই…তাই এই অসময়েই…

(নকড়ির গলা পাইয়া ভিতর হইতে প্রবেশ করে কল্যাণ)

যাই হো'ক (কল্যাণের দিকে চাহিয়া) ঈশ্বরের কিরপায় জীবনটা খুব বাঁইচ্যা গেছে!…কী কও কল্যাণ?

কল্যাণ॥ তা ঠিক।

নকড়ি॥ (সরল ভাবে কথা বলিয়া যায়) চৌধুরী সাহেবের একটা রীতিমত সাজা হওয়া উচিৎ।

(প্রশান্ত চোখ বুজিয়া শুনিতেছিল। নড়িয়া বসিল।)

কল্যাণ॥ তা' ত' উচিৎই…

নকড়ি॥ (উৎসাহিত হইয়া) এ সব ভয়ঙ্কর লোক রে মশয়!… বাসায় ফিরইয়া কত কথাই শুন্‌লাম…

প্রশান্ত॥ কী শুনলেন, নকড়িবাবু? কী শুনলেন?

নকড়ি॥ সে সকল বড়ই ভয়াবহ কাহিনী রে মশয়! শোনলাম, কলিকাতার কোনো কোনো হোটেল…

কল্যাণ॥ থাক…থাক…এ সব কথা এখন থাক নকড়িবাবু! উনি এখন অসুস্থ…

নকড়ি॥ আরে ভারী মজার গল্প রে মশয়…শুনলে অসুখ সাইর‍্যা যাইব! শোনলাম, কোনো কোনো হোটেল নাকি গুণ্ডা বদ্‌মাসের জাগা…কোনো কোনো হোটেলের নাকি বিদেশীর সাথেও গোপন যোগাযোগ আছে! কলিকাতার বাহিরে সোনা চালান যায়…জাল ওষুধ বিক্রয় হয়…আরও কত কী হয়!…শোনলাম জাল ওষুধ খাইয়া কয়েকজন মারাও পড়ছে…

প্রশান্ত॥ (চমকাইয়া ওঠে)…মারা গেছে?

নকড়ি॥ হ। ভীষণ কাণ্ড হইতাছে।…দু'টা লোক না মরলে ত'

আর পুলিশের গা ঘামে না!…এইবার সি, আই, ডি, বার হইছে…

প্রশান্ত॥ তারা কাউকে ধরেছে না কি?

নকড়ি॥ অখনো ধরে নাই—তবে যখন বাইরাইছে তখন ধরবোই। গ্যাখেন ত' কলিকাতা সহরে বিজ্ঞানীদের কাণ্ড!…আরে ল্যাখাপড়া শিখছিস্ কী মান্ষেরে মারবার লাইগা? জাল ঔষধ তৈয়ারী করতে সাহায্য করছিস্…ঘৃতে, তৈলে, দুগ্ধে, যাবতীয় খাদ্যসামগ্রীতে কী কইর‍্যা ভ্যাজাল দিতি হয় তা দুষ্টদের শিখাইছিস্…আবার বিষাক্ত গ্যাস প্রভৃতি আবিষ্কার কইর‍্যা মান্ষেরে হত্যা করছিস্! কয়েন ত' পরশান্তবাবু! আপনিও ত' একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক…এই কী বৈজ্ঞানিকের কাজ? ছিঃ!…ছিঃ! ‥

প্রশান্ত॥ (চঞ্চল হইয়া ওঠে) কল্যাণ!…আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে! আমি একটু ঘুমোতে চাই…একটু একলা থাকতে চাই…

নকড়ি॥ আচ্ছা—আপনি বিশ্রাম করেন পরশান্তবাবু!…আজ আমি উঠি। কাল আবার সংবাদ লইব।…নমস্কার…

(নকড়ি চলিয়া যায়)

কল্যাণ॥ (কাছে আসিয়া প্রশান্তর বুকে হাত বুলাইয়া) খুব কষ্ট হচ্চে, স্যর?

প্রশান্ত॥ (নিজেকে সংযত করিয়া) না। তুমি এখন যাও, কল্যাণ। আমি একটু একলা থাকতে চাই—

(কল্যাণ নীরবে চলিয়া যায়। যাইবার সময় উজ্জ্বল আলোটা নিভাইয়া দিয়া যায়। একটী মাত্র স্তিমিত আলো জ্বলিতে থাকে। নিস্তব্ধতা। শুধু ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ। প্রশান্ত বসিয়া থাকে—অর্দ্ধশায়িত অবস্থায়, চোখ বুজিয়া। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে

প্রবেশ করে লীলা—হাতে দুধের বাটি। আজ সে নিজেই আনিয়াছে। চরম আঘাতে স্ত্রীকে আনিয়াছে স্বামীর নিকটে। দুধের বাটি টেবিলের উপর রাখিয়া সে প্রশান্ত'র কাছে আসে। অতি সন্তর্পণে প্রশান্তর মাথায় হাত দেয়। প্রশান্ত চমকাইয়া উঠে)

প্রশান্ত ॥ কে ?

লীলা ॥ আমি।

প্রশান্ত ॥ ও।

লীলা ॥ খুব কষ্ট হচ্চে ?

প্রশান্ত ॥ না।

লীলা ॥ (দুধের বাটি মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া) একটু দুধ এনেছি।···খেয়ে নাও—

প্রশান্ত ॥ খেতে ইচ্ছে নেই···

লীলা ॥ এটুকু না খেলে কাহিল হয়ে পড়বে যে—

প্রশান্ত ॥ না। থাক।

লীলা ॥ তা' হলে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি। তুমি ঘুমোও—

প্রশান্ত ॥ ঘুমবো ?···আমি ?···ঘুম আমার হবে না—

লীলা ॥ কেন ?

প্রশান্ত ॥ আমার চোখে আর কোনোদিন ঘুম আসবে না। আমি ঘুমের দিন অনেক আগে পেছনে ফেলে এসেছি···সেই পাঁচ বছর আগে···

লীলা ॥ সে কী ?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ। পাঁচ বছর।···পাঁচ বছর আমি ভাল করে ঘুমোতে পারি নি···প্রতিদিন···প্রতিরাত আমি জেগে কাটিয়েছি...

লীলা ॥ কই, আমি ত' কোনোদিন···

প্রশান্ত ॥ দেখতে পাও নি। তোমার দৃষ্টি সেদিকে ছিল না!··· টাকা চেয়েছিলে···দিয়েছি।···প্রচুর টাকা! সমাজে বড় জায়গা চেয়েছিলে···দিয়েছি।···কিন্তু কি মূল্যে তা যদি জানতে!··· তার মূল্য দিয়েছি নিজের নিদ্রা দিয়ে—

লীলা ॥ (প্রশান্তর হাত ধরিয়া)···আমি বুঝতে পারি নি। আমার দোষ হয়েছে···

প্রশান্ত ॥ তোমার দোষ কী? যেমন দেখেছ সেই মত করেছ! সব স্ত্রীই এখন চায় স্বামীর টাকা···সামাজিক প্রতিপত্তি! সব স্ত্রীই চায় পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অর্থে, সম্পদে, ক্ষমতায় প্রতিযোগিতা করতে···তুমিও চেয়েছিলে—

লীলা ॥ তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও নি কেন? আমার ভুল দেখিয়ে দাও নি কেন?

প্রশান্ত ॥ তখন তুমি অন্ধ ছিলে···দেখালে দেখতে না···বোঝালে বুঝতে না···

লীলা ॥ কেন···কেন তুমি আমার কথা শুনলে? কেন তুমি—

প্রশান্ত ॥ ভুল করেছিলুম।···সেই একটী সকাল···সেই একটী সকালে পর পর যা সব ঘটলো···তাতে···তাতে আমি নিজের ওপর সংযম হারিয়ে ফেলেছিলুম!···আর···আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে··· সেই আমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এসে দাঁড়ালো তোমার ভাই!· তোমার অর্থশালী···বিত্তশালী···সংসারের মাপকাঠিতে কীর্ত্তিমান তোমার ভাই ভুলু! তোমাদের আধুনিক সম্ভ্রান্ত সমাজের আদর্শ পুরুষ! (একটু থামিয়া) আমি সেদিন নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি! আমারই দুর্ব্বলতা!···আমার আদর্শচ্যুতি ঘটেছিল!···আমার ঈশ্বরদত্ত বিদ্যাকে আমি শয়তানের কাছে

বিক্রী করতে রাজী হয়েছিলুম…এ খবর সেদিন তোমরা কেউ জানতে না!

লীলা॥ (অনুনয় করিয়া)…তোমার শরীর দুর্ব্বল…বেশী কথা বোলো না—

প্রশান্ত॥ (বাধা দিয়া) না না বলতে আমাকে হবেই…আর হয় ত' বলার সময় পাবো না!…শয়তানে টাকা দিয়েছে… সেই টাকায় বড়লোক হয়েছি…অর্থ…সম্পদ…ক্ষমতা…সামাজিক প্রতিপত্তি …কী নয়? সব পেয়েছি! কিন্তু সব পেয়েও ত' এই পাঁচবছর ধরে কেবলই মনে হয়েছে যে কিছুই পেলুম না।

লীলা॥ ওগো, তুমি চুপ কর—

প্রশান্ত॥ আমার শাস্তি হয়েছে! আমার মুখ পুড়েছে…শুধু আগুনে নয়…লজ্জায়…গ্লানিতে…অপমানে! সকলের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ইতর গুণ্ডা জোর গলায়…চীৎকার করে…অপমান করে গেল! সে চীৎকার আমি শুনেছি…কিন্তু আমার সাহস হয় নি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবার!…একটা ঝড়ের ধাক্কায় ডাঃ প্রশান্ত মিত্তিরের মুখোসটা খসে পড়ে গেলো!… ঘুম?…আমার চোখে ঘুম?

লীলা॥ ওগো, আমায় ক্ষমা করো! এমন ভুল আর আমি করবো না…

প্রশান্ত॥ কিন্তু…কিন্তু…ঐ একটী ভুলের মাশুল দিতেই এ জীবন যাবে! পথ ভুলেছিলুম…পাঁকে পড়েছি…

লীলা॥ ওগো তোমার পায়ে পড়ি…তুমি চুপ করো…

প্রশান্ত॥ চুপ কী করে করি লীলা! নকড়িবাবু সরল সাদাসিধে লোক! কোনো কিছু না জেনেই যে কথা বলে গেল সেই কথাটাই যে বারবার বুকের ভেতর ঠেলে উঠ্‌ছে! বল্লে—"এই

কী বৈজ্ঞানিকের কাজ ? ছিঃ ! ছিঃ !"—না না···এ ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভাল !···

লীলা ॥ ওগো, ওকথা বোলো না···ওকথা বোলো না !···(কপালে হাত দিয়া) তুমি একটু চোখ বুজে শোও···

প্রশান্ত ॥ চোখ বুজলেই বিভীষিকা দেখ্‌ছি···কাল সারারাত···

লীলা ॥ কী ?···সারারাত কী ?

প্রশান্ত ॥ দেখেছি আমার কৃতকর্ম্মের ফল।···দেখেছি কেমন করে আমি মানুষের সর্ব্বনাশ করেছি !···অথচ আমার ক্ষমতা ছিল মানুষের কল্যাণ করবার !···আমার এক হাতে ছিল অমৃত, আর এক হাতে বিষ !···আমি মানুষকে অমৃত দিয়ে অমর না করে তাকে হত্যা করেছি বিষ দিয়ে—

লীলা ॥ এ সব আবার কী কথা ? তুমি কাকে হত্যা করলে ? এসব কী বলছো ?

প্রশান্ত ॥ ঠিকই বলছি।···আমি শয়তানের দাসত্ব করেছি···অর্থের জন্যে নিজেকে ঐ চৌধুরীর কাছে বিক্রী করেছি···অনর্থের সৃষ্টি করেছি !···আমার তৈরী বিষাক্ত নানারকম রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করেছে ঐ চৌধুরী তার হোটেলে কত রাত্রি···কত লোকের সর্ব্বনাশ সে করেছে···

লীলা ॥ তুমি কী করে জানলে ?

প্রশান্ত ॥ (ধীরভাবে) কাল রাতে আমি সব দেখেছি···সারারাত ধরে দেখেছি !—এখন থেকে রোজই দেখবো—

লীলা ॥ তুমি ওসব ভেবো না। ওসব তোমার মনের ভুল ! মন শক্ত করলে ওসব আর দেখবে না।···আমি তোমায় ঘুমের ওষুধটা দি—

প্রশান্ত ॥ বলছ দাও।···কোনো কাজ হবে না—

(লীলা ঔষধ দেয়। প্রশান্ত খায়)

এইবার একটু চোখ বোজো…আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি—

প্রশান্ত ॥ দাও।…আঃ!

(প্রশান্ত চোখ বোজে। লীলা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে থাকে। নেপথ্যে করুণ গম্ভীর সঙ্গীত।—

সময় যায়।

প্রশান্ত তন্দ্রাচ্ছন্ন। ক্লান্ত, অবসন্ন লীলাও কৌচের হাতলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।…সময় যায়। দূরে গীর্জ্জার ঘড়িতে তিনটা বাজে। প্রবেশ করে শান্তা—নিঃশব্দে, ছায়ামূর্ত্তির মত। দেখে পিতামাতা উভয়েই নিদ্রাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে সে পিতার কাছটিতে আসিয়া বসিবার জন্য অগ্রসর হয়। হঠাৎ তাহার হাত লাগিয়া টেবিলের উপর রক্ষিত চৌধুরীর ব্যবহৃত সেই রাসায়নিকের শিশিটি পড়িয়া যায়। সেই শব্দে প্রশান্ত সচকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে—)

প্রশান্ত ॥ (তন্দ্রার ঘোরে) খবরদার চৌধুরী! ঐ শিশি…শান্তা…শান্তা…

(শান্তা ছুটিয়া আসে। লীলা জাগিয়া ওঠে)

শান্তা ॥ বাবা…বাবা…

লীলা ॥ কী?…কী?…কী হোলো?

শান্তা ॥ বাবা…বাবা…

প্রশান্ত ॥ (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া)…ওঃ!…শান্তা! (দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া) ওঃ! তুমি!…একটু জল!

লীলা ॥ এই যে…আনছি।

(লীলা জল আনিতে যায়)

শান্তা ॥ কী হয়েছে বাবা?…হঠাৎ ঘুমতে ঘুমতে এমন—

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, মা। কাল রাতের ঘটনাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না মা!

শান্তা ॥ ওসব কথা এখন থাক, বাবা! তুমি শোও—আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি।

(প্রশান্ত অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় চোখ বোজে। শান্তা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে গিয়া ইতস্ততঃ করে।)

প্রশান্ত ॥ কই? কী হোলো মা?

শান্তা ॥ না।…মা তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিক বাবা!…আমার এ হাত…

(শান্তার গলার স্বর ভারী হইয়া আসে। প্রশান্ত কারণ বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনা দেয়)

প্রশান্ত ॥ না মা না…আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুই করেছিস মা!…দে মা তোর ঐ হাত দুটো দিয়ে…

শান্তা ॥ (ভাঙ্গিয়া পড়ে) বাবাঃ—

(জল লইয়া প্রবেশ করে লীলা)

প্রশান্ত ॥ আমার পাপে তোর প্রায়শ্চিত্ত! আমি অন্যায় করেছিলুম মা—আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়েছিলুম…Oh! I am a criminal, Santa…I am a criminal!…আমার উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যু!

শান্তা ॥ (নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ধীর শান্ত কণ্ঠে) না বাবা, মৃত্যু নয়।

প্রশান্ত ॥ মৃত্যু নয়?

শান্তা ॥ না।

প্রশান্ত ॥ না?…তবে?

শান্তা ॥ নতুন জীবন—

প্রশান্ত ॥ নতুন জীবন?

(লীলা জলের গ্লাস প্রশান্ত'র হাতে তুলিয়া দেয়)

শান্তা ॥ হ্যাঁ, বাবা।…মৃত্যু ত' কাপুরুষের জন্যে! তুমি বিজ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান…

প্রশান্ত ॥ কিন্তু…কিন্তু আমি যে ভুল করেছি মা—

শান্তা ॥ ভুল মানুষেই করে বাবা। আবার মানুষই সেই ভুলকে জয় করে—জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়…জীবনের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভুল আমরা করতে পারি কিন্তু হার আমরা মানবো না। আমরা আবার সুরু করবো নতুন জীবন—

প্রশান্ত ॥ বেশ! তবে তাই হোক মা! তবে এই শুভমুহূর্ত্তে—

(পূবের আকাশে জানালার ফাঁক দিয়া দেখা যায় উষার পূর্ব্বাভাষ। পাখীর ডাক ভাসিয়া আসে।)

এই শুভমুহূর্ত্তে সুরু হোক আমাদের নতুন জীবনের পথচলা। অতীতকে পেছনে ফেলে চল মা আমরা ভবিষ্যতের দিকে—

(জলের গ্লাসটী মুখে তুলিতে যায়—এমন সময় বাহিরে বাজিয়া উঠে পুলিশের বাঁশী। পুলিশ-লরী আসিয়া দাঁড়ানোর শব্দ শোনা যায়)

ও কী? ও কিসের বাঁশী…

(ব্যস্তভাবে প্রবেশ করে অধীর)

অধীর ॥ বাবা! বাবা!—

প্রশান্ত ॥ কী?

অধীর ॥ পুলিশ আমাদের বাড়ী ঘেরাও করেছে—

(বাহিরে পুলিশের পায়ের শব্দ ইত্যাদি)

প্রশান্ত ॥ (জল খাওয়া আর হয় না) বাড়ী ঘেরাও করেছে? (বুঝিতে পারিয়া) বুঝেচি।

শান্তা ॥ (উদ্বিগ্ন) কেন?…কেন বাবা?

প্রশান্ত ॥ (স্থিরভাবে) উপায় নেই মা—উপায় নেই!…অতীতকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ হয় না মা।…উপায় নেই!…শাস্তি নিতেই হবে—

শান্তা ॥ বাবা—

লীলা ॥ (ব্যাকুলভাবে) কী হবে ?

প্রশান্ত ॥ ব্যস্ত হোয়ো না।

(বাহিরে 'বেল' বাজার ঘন ঘন শব্দ হইতে থাকে)

অধীর, ওদের ভেতরে আসতে বল।

লীলা ॥ না না। ভেতরে নয়…ভেতরে নয়।

(অধীর বাহির হইয়া যায়)

বাড়ীর ভেতর পুলিশ কেন ?

প্রশান্ত ॥ অপরাধী যদি বাড়ীর ভেতর লুকিয়ে থাকে, তবে পুলিশও বাড়ীর ভেতর এসে থাকে।

লীলা ॥ বেশ !…তবে সত্যিকারের অপরাধীকেই ধরুক। আমিই ধরা দেবো। অপরাধী ত' আমিই…

(পুনরায় 'বেল' বাজার শব্দ)

প্রশান্ত ॥ (লীলা ও শান্তাকে) তোমরা ভেতরে যাও।

লীলা ॥ আমি তোমার কাছে থাকি।…তুমি অসুস্থ—

প্রশান্ত ॥ আপাততঃ আমার মত সুস্থলোক এখানে আর কেউ নেই। ওরা ভেতরে এলে আরও সুস্থ হবো।…তোমরা যাও—

শান্তা। বাবা, আমি তোমার কাছে থাকি—

প্রশান্ত ॥ না মা! এ আমার জীবনের পরম মুহূর্ত।…এ মুহূর্তের সামনে একলা মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় মা!…মানুষ এখানে নিঃসঙ্গ…

শান্তা ॥ বাবা—

প্রশান্ত ॥ ভয় নেই মা ..ভয় নেই! তোমরা যাও—

(অনিচ্ছা সত্ত্বেও লীলা ও শান্তা ভিতরে যায়। একটু পরেই প্রবেশ করে ইনস্‌পেক্‌টর তপেন লাহিড়ী…প্রশান্ত'র পুরাতন ছাত্র)

আসুন।

তপেন ॥ Excuse me, Dr. Mitra !

(হঠাৎ প্রশান্ত'র মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হয়)

স্যর !···আপনি !

প্রশান্ত ॥ (চিনিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় পরিচয় দিতে লজ্জা) বলুন, ইনস্‌পেক্টর সাহেব, আপনার কী দরকার ?

তপেন ॥ আমাকে 'আপনি' বলবেন না, স্যর ! আমি আপনার ছাত্র—

প্রশান্ত ॥ আমার ছাত্র ?

তপেন ॥ হ্যাঁ, স্যর !···তপেন লাহিড়ী।···আমায় চিনতে পারছেন না ?

প্রশান্ত ॥ না।

তপেন ॥ কিছু আশ্চর্য্য নয়। অত ছাত্রের মধ্যে মনে রাখা !··· ওয়ারেণ্টে "Dr. P. Mitra's Laboratory" দেখে বুঝতে পারি নি। এখন দেখে আপনাকে চিনতেন পারলুম···

প্রশান্ত ॥ ইনস্‌পেক্‌টর লাহিড়ী, আপনি যাকে চেনেন বা চিনতেন সে আমি নয়। আপনার যা দরকার তাই বলুন।

তপেন ॥ আপনাকে যেন কিছু excited মনে হচ্ছে—

প্রশান্ত ॥ আমার কথার সময় নেই, ইনস্‌পেক্‌টর লাহিড়ী ! আমার শরীর অসুস্থ। আপনার যা বক্তব্য তাড়াতাড়ি সেটা সেরে ফেলুন—

তপেন ॥ মাপ করবেন স্যর ! আমার অপরাধ নেবেন না। ওপরওয়ালার অর্ডার—

প্রশান্ত ॥ কী অর্ডার ?

তপেন ॥ আপনার ল্যাবরেটরী সার্চ্চ করার।···তাই এই অসময়ে বিরক্ত করতে···

প্রশান্ত ॥ ল্যাবরেটরী সার্চ্চ ?···কেন ?

তপেন ॥ আপনি আর, চৌধুরীকে চেনেন ?

প্রশান্ত ॥ (নীরব)

তপেন ॥ বিনয় রায় ?…ভুলু রায় ?…ভুলুবাবু ?

প্রশান্ত ॥ (নীরব)

তপেন ॥ ভুলুবাবুর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে ?

প্রশান্ত ॥ ভুলু আমার স্ত্রীর ছোট ভাই—

তপেন ॥ আর, চৌধুরী ?

প্রশান্ত ॥ (নীরব)

তপেন ॥ কেস্‌টা খুব সীরিয়স্‌, স্যর ! বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না—

প্রশান্ত ॥ বক্তৃতার দরকার নেই, ইনস্‌পেক্‌টর লাহিড়ী ! যা বলবার সোজা বলে ফেলুন—

তপেন ॥ আমার সঙ্গে 'আপনি' বলে কথা বলছেন, স্যর ! আমি আপনার ছাত্র স্বীকার করছেন না ?

প্রশান্ত ॥ উপায় নেই, মিঃ লাহিড়ী ।

তপেন ॥ বুঝেছি স্যর ! (একটু পরে) কিন্তু…কিন্তু আপনি যদি শুধু একবার বলেন যে চৌধুরীর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই…তা'হলে…লোকটা ভয়ানক মাতাল…কাল সারারাত মদের নেশায় ছিল।…সন্ধ্যেবেলা একটা পার্টিতে গিয়েছিল… সেখানে যা তা সব কী কাণ্ড করে বসে…

(প্রশান্ত'র মুখ বিবর্ণ হইয়া আসে)

খুব মারধোর খেয়ে, অপমান হয়ে ফেরে… । তারপর হোটেলের একটা ঘরে বসে সারারাত মদ খায়।…ভোর রাতে আমরা ওর হোটেল raid করি…ফুংপিং হোটেল…

প্রশান্ত ॥ কেন ?

তপেন ॥ কিছুদিন থেকেই আমরা ফুংপিং সম্বন্ধে নানারকম রিপোর্ট

পাচ্ছিলুম। ওটা নাকি একটা Smuggler-দের den··· international একটা ring নাকি ওখান থেকে operate করে। কাল সন্ধ্যেবেলা খিদিরপুরে একজন sailor ধরা পড়ে। তার কাছে smuggle করা gold, wrist watch, fountain pen···আর কিছু dangerous chemicals পাওয়া যায়। তার statement নিয়েই আমরা 'ফুংপিং' raid করি। চৌধুরী তখন একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে ক্রমাগত drink করছিল। সেই মদের ঝোঁকে সে Dr. Mitra ব'লে একজন scientist-এর নাম করে। Dr. Mitra'র ল্যাবরেটরীতেই, সে বলে, ঐ সব dangerous chemicals তৈরী হয়।···আপনি, স্যর, যদি deny করেন, তা'হলে আমি রিপোর্ট দিয়ে দি—

প্রশান্ত ॥ কী রিপোর্ট ?

তপেন ॥ যে Dr. Mitra একজন বিখ্যাত লোক বড় বৈজ্ঞানিক··· তিনি কখনও এ কাজ করতে পারেন না।···মদের ঝোঁকে চৌধুরী যা বলেছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়—

প্রশান্ত ॥ ওরকম রিপোর্ট দেবার দরকার নেই—

তপেন ॥ তার মানে ?

প্রশান্ত ॥ মানে আপনার বুঝে ফেলা উচিত, ইনস্পেক্টর—

তপেন ॥ তা'হলে আপনি স্বীকার করছেন যে ঐ villain-টার সঙ্গে···

প্রশান্ত ॥ Villain কি না জানি না···my master···

তপেন ॥ Your master !

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ।···চৌধুরী আমার অন্নদাতা—

তপেন ॥ অন্নদাতা !

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ। চৌধুরীর কাছে পাওয়া টাকাতেই আমার এই

ঘরবাড়ী···আসবাবপত্র···লোকজন···আমার যা কিছু সম্পদ !···
আমার ঐ ল্যাবরেটরী —সব !···সব ঐ চৌধুরীর টাকায়—

তপেন ॥ চৌধুরী আপনাকে টাকা দেয় কেন ?

প্রশান্ত ॥ কেন ? ··আমি তার গোলামী করি বলে—

তপেন ॥ আপনি ?···আপনি ঐ চৌধুরীর গোলামী করেন ?

প্রশান্ত ॥ হঁ্যা।···পাঁচ বছর ধরে করছি—

তপেন ॥ কী বলছেন, স্যর ! ঐ সব সাংঘাতিক কেমিক্যাল···ঐ সব জাল ওষুধ আপনি তৈরী করেছেন···যা use করা হচ্চে মানুষের সর্ব্বনাশ করার জন্যে নানা জায়গায়···এমন কি এদেশের বাইরেও ! চৌধুরী আর তার দলবল এই সব নিয়ে একটা রীতিমত ব্যবসা চালাচ্চে তা জেনেও আপনি এই সব ভয়ঙ্কর, সর্ব্বনেশে, মানুষ হত্যা করার chemicals তৈরী করেছেন···এত বড় পণ্ডিত এবং বিজ্ঞানী হয়ে ?···বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রশান্ত ॥ কেন ?

তপেন ॥ বিজ্ঞানের এই অপব্যবহার !···Misuse of science... ! That means the death of a scientist !...এ ত' রীতিমত বৈজ্ঞানিকের আত্মহত্যা !—

প্রশান্ত ॥ (কথাটা খট্ করিয়া প্রশান্ত'র মনে লাগিয়াছে)···Yes ! বৈজ্ঞানিকের আত্মহত্যা !

তপেন ॥ আপনি···আপনি সমাজের একজন পণ্ডিত হয়ে···জ্ঞানী হয়ে···শিক্ষক হয়ে···ঐ শয়তানটার কথায় একের পর এক মৃত্যুর অস্ত্র আবিষ্কার করে চলেছেন ?···এই কী বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম ?

প্রশান্ত ॥ বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম ? (ইঙ্গিতপূর্ণ হাসিয়া) বৈজ্ঞানিকের

ধর্ম্ম সবাই পালন করে না, মিঃ লাহিড়ী!…বাইরের পৃথিবীর দিকে আজ একবার চেয়ে দেখলেই এ কথা বোঝা যাবে!…যে করে না, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট! আমি তাদেরই একজন।…তাই শাস্তি আমার প্রাপ্য।…আমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত। এখন আমায় কী করতে হবে বলুন—

তপেন ॥ আপনাকে একবার Head Quarters-এ যেতে হবে।…আর আপনার ল্যাবরেটরীটা একবার আমায় সার্চ্চ করতে হবে।…Here's the search warrant…ল্যাবরেটরীর চাবিটা—

প্রশান্ত ॥ আমি নিজে গিয়েই খুলে দিচ্চি—

তপেন ॥ আপনাকে অসুস্থ দেখছি। চাবিটা দিলে আমি নিজেই…

প্রশান্ত ॥ চাবিটা পাশের ঘরে আছে।…It won't take me more than five minutes! পাঁচ মিনিট সময় চাই, ইনস্পেক্টর সাহেব! আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিন—

তপেন ॥ All right!

প্রশান্ত ॥ Thank you, Inspector! Thank you!…পাঁচ মিনিট হলেই হবে…five minutes…just five minutes…

(টলিতে টলিতে প্রশান্ত বাহির হইয়া যায়। তপেন লাহিড়ী পায়চারী করিতে থাকে। হঠাৎ মেঝেতে পড়িয়া থাকা শিশিটী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটী লইয়া সে পরীক্ষা করিতেছে এমন সময় প্রবেশ করে ভুলু—সঙ্গে একজন জমাদার plain dressএ। তপেন শিশিটী লুকাইয়া ফেলে, কিন্তু ভুলুর নজর এড়ায় না। সব বুঝিয়াও ভুলু না বোঝার অভিনয় করে)

ভুলু ॥ (অত্যন্ত স্মার্টভাবে) What's up? কী খবর, ইনস্পেক্টর সাহেব? Good morning…

তপেন ॥ Good morning, Mr. Roy.

ভুলু ॥ You wanted to see me···Mr.···

তপেন ॥ Lahiri···

ভুলু ॥ Yes ! Mr. Lahiri ! You might have rung me up ! টেলিফোনেই হোতো···জমাদার পাঠানোর কোনো দরকার ছিল না···any way, ব্যাপার কী ? বাইরে পুলিশ দেখলুম ! কৈ আমরা ত' কালকের incident-এর জন্যে পুলিশে কোনো খবর দিই নি ! তবে খামকা এ সব ঝঞ্ঝাট বাড়াচ্ছেন কেন বলুন তো ?···আরে মশাই, মেয়েটার বিয়ে দিতে হবে ত' !··· আপনারও নিশ্চয় মেয়ে আছে···জানেন ত' আমাদের blessed society···একটা কিছু পেলে হয় !···চৌধুরীটা একটা brute···' যাক্ গে সে কথা···

তপেন ॥ I see ! তা'হলে যে পার্টিতে চৌধুরী গণ্ডগোল করেছিল সেটা এখানেই হয়েছিল ! অপমানটা হয়েছিল সে এই বাড়ীতেই ! তাই সে চীৎকার করে ঐ সব কথা বলছিল—

ভুলু ॥ (সন্ত্রস্ত) কী ?···কী বলছিল চৌধুরী ?

তপেন ॥ সে পরে শুনবেন। এখন আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে—

ভুলু ॥ আপনার সঙ্গে ?···কেন ?···কোথায় ?

তপেন ॥ হেড্‌কোয়ার্টার্সে—

ভুলু ॥ হেড্‌কোয়ার্টার্সে ? What do you mean ? কী বলছেন আপনি ?

তপেন ॥ আমি যা বলছি তা অত্যন্ত সোজা কথা।···আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি—আশা করি সোজা বাংলা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না আপনার—

ভুলু ॥ Excuse me, Inspector ! This is no time for joke··· please let me go—

(বাড়ীর ভিতরে যাইবার চেষ্টা করে)

please···(তপেন পথ আটকায়) সরুন···সরুন ! আমাকে ভেতরে যেতে হবে···ডাঃ মিত্র অত্যন্ত অসুস্থ···He is very ill···

তপেন ॥ Perhaps not so much in body as in mind··· দেহের চেয়ে মনের অসুস্থতাই বেশী দেখলুম···and perhaps you know why ! আপনিই ত' চৌধুরীর old friend বিনয় রায়···or, rather ভুলু রয়—a big guy of the society ?

ভুলু ॥ Please be a bit courteous, Inspector ! পুলিশ অফিসর বলে সাধারণ ভদ্রতা ভুলে যাবেন না !···But, perhaps I forget···you are only a petty Inspector !

তপেন ॥ (বিদ্রূপ ফিরাইয়া দিয়া)···And yourself, Sir ?···a highly respectable smuggler···

ভুলু ॥ আপনি সীমার বাইরে যাচ্ছেন, ইনস্‌পেক্টরবাবু—

তপেন ॥ আপনি সীমা আগেই লঙ্ঘন করেছেন, ভুলুবাবু—

ভুলু ॥ কী বলতে চান আপনি ?

তপেন ॥ আপনি কী বলতে চান ?

ভুলু ॥ আমি বলছি আমার পথ ছাড়ুন···

(ভিতরে যাইবার চেষ্টা করে)

তপেন ॥ আমি বলছি আপনার পথ এদিকে নয়—ঐদিকে—

(জমাদারের দিকে দেখায়)

ভুলু ॥ মানে ?

তপেন ॥ মানে, হেড্‌কোয়াটার্সে···যেখানে আপনার বন্ধু চৌধুরী ব্যগ্র হয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন—

ভুলু ॥ I see ! (বন্ধুতা করিবার চেষ্টা করে)···A very efficient officer, indeed ! Come, have a cigarette ··

(সোনার 'কেশ' বাহির করে)

তপেন ॥ Thanks !···আমি সিগারেট খাই না—

ভুলু ॥ (কাঁধ কুঁচকাইয়া) Strange ! পুলিশে চাকরী করেন··· সিগারেট খান না ?

তপেন ॥ না।

ভুলু ॥ আসুন···আসুন ! ··have one ··(সামনে 'কেশটা' খুলিয়া ধরে)···come···

(ভাল করিয়া 'কেশ'টী দেখায়)

তপেন ॥ ···Gold !···ভাগ্যবান লোক !

ভুলু ॥ (সামনে ধরিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে) It's yours, Inspector !

তপেন ॥ Ah ! Is it so ?···How nice of you ! কিন্তু দরকার হবে না। সিগারেট আমি খাই না।···তা'ছাড়া এটা আমার প্রোফেসরের বাড়ী···He will be coming just now···পাঁচ মিনিটের জন্যে তিনি ভেতরে গেছেন।

ভুলু ॥ (অন্য পথ পাইয়া) What !···your professor ! প্রশান্ত'দার ছাত্র ! Then we must be friends ! I am his··· brother-in-law···

তপেন ॥ And his evil genius too !···সর্ব্বনাশের মূল !

ভুলু ॥ মানে ?

তপেন ॥ (হাসিয়া) বোঝা খুব শক্ত নয়—

ভুলু ॥ আচ্ছা, আমি একবার ভেতর থেকে আসছি। বল্লুম ত' আপনাকে ডাঃ মিত্র অসুস্থ—

তপেন ॥ এখন ভালই আছেন। এখনি তিনি আসবেন—

(প্রবেশ করে প্রশান্ত টলিতে টলিতে)

ভুলু ॥ (সবিস্ময়ে)···এ কী প্রশান্ত'দা! তুমি অসুস্থ—

প্রশান্ত ॥ এখন ভালই আছি। (কৌচে বসিয়া—তপেনের দিকে চাহিয়া) এই নিন মিঃ লাহিড়ী, ল্যাবরেটরীর চাবি—

ভুলু ॥ (আপত্তি করিয়া) ল্যাবরেটরীর চাবি তুমি ওঁর হাতে দিচ্ছ কেন প্রশান্ত'দা? কত সব তোমার রিসার্চ্চের কাগজ, জিনিসপত্র রয়েছে···

প্রশান্ত ॥ (স্থিরভাবে) উনি সার্চ্চ করার পরোয়ানা নিয়ে এসেছেন—

ভুলু ॥ তা আনতে পারেন। কিন্তু তাই বলে চাবিটা তুমি ওঁর হাতে··

তপেন ॥ (গম্ভীরভাবে) দিতে বাধ্য। যেমন বাধ্য আপনি আমার সঙ্গে যেতে···

ভুলু ॥ এ সব অন্যায় জুলুম। চৌধুরী একটা Scoundrel···আর আপনি তার কথায় বিশ্বাস করে আমাদের অপমান করবেন·· অপমান করবেন একজন সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিককে ··আপনার প্রোফেসরকে···

তপেন ॥ মাপ করবেন মিঃ রয়!···পুলিশের কর্ত্তব্য আর ছাত্রের কর্ত্তব্য এক নয়। সার্চ্চ আমায় করতেই হবে ঐ ল্যাবরেটরী—

(ল্যাবরেটরীর দিকে অগ্রসর হইতে যায়—এমন সময় সহসা সেখানে ঘটে বিস্ফোরণ)

—এ কী।· কিসের শব্দ!

(ছুটিয়া জানালার দিকে যায়। ফিরিয়া আসিয়া)

ল্যাবরেটরীতে আগুন!

(দেখা যায় প্রশান্ত'র ল্যাবরেটরীতে আগুন জ্বলিতেছে। লীলা, অধীর, কল্যাণ, শান্তা ভিতর হইতে ছুটিয়া আসে)

লীলা ॥ এ কী হোলো ?···এ কী হোলো ?

অধীর ॥ বাবা !

শান্তা ॥ বাবা ! ল্যাবরেটরীটা···

প্রশান্ত ॥ (স্থিরভাবে)···ওকে শেষ করে দিয়ে গেলুম নিজের হাতে···

কল্যাণ ॥ আপনি ল্যাবরেটরী নিজে নষ্ট করে দিলেন, স্যর ?

প্রশান্ত ॥ (দৃঢ়ভাবে) হ্যাঁ। করার প্রয়োজন ছিল, কল্যাণ।··· আমার ঐ ল্যাবরেটরী···যা হতে পারত দেবতার মন্দির তাকে আমি করেছিলুম শয়তানের কারখানা !···শয়তানের কারখানাকে পৃথিবীর বুকে রাখতে চাই না বলেই এ কাজ আমাকে করতে হোলো—

তপেন ॥ কিন্তু আমার কাজকে আপনি জটিল করে দিলেন—

প্রশান্ত ॥ হয়ত দিলাম।·· কিন্তু অনেক দিক সঙ্গে সঙ্গে সরল হয়ে গেল। অনেক কিছু মারাত্মক ফরমূলা আবিষ্কার করা ছিল ঐ ল্যাবরেটরীতে।···ভবিষ্যতের মানুষ যাতে তার কোনো সন্ধান না পায়···তার কোনো সুযোগ নিতে না পারে তারই ব্যবস্থা করে গেলুম, ইনস্‌পেকটর।

ভুলু ॥ প্রশান্ত'দা ! এ সব কী তুমি বলছ···

প্রশান্ত ॥ যা সত্যি তাই বলে যাচ্চি ভুলু।···ইনস্‌পেক্টর সাহেব, আমি যা করেছি তার জন্যে কেউ দায়ী নয়·· দায়ী শুধু আমি···

তপেন ॥ আপনি ?

প্রশান্ত ॥ হ্যাঁ, আমি। আমিই একমাত্র অপরাধী। এর জন্যে যে শাস্তি আমার প্রাপ; আপনি আমায় তা দিতে পারেন—

তপেন ॥ শাস্তি দেবার অধিকার আমার নয়—আদালতের। এখন আপনার স্বীকারোক্তি লিখিয়ে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনাকে arrest···

প্রশান্ত ॥ Here's my confession…এই নিন আমার স্বীকারোক্তি (তপেনের হাতে দেয়)—নাম সই করে লিখে রেখেছি—সব অপরাধ আমার…

(তপেন কাগজ দেখিতে থাকে)

আপনি আমাকে arrest করবেন, ইনস্‌পেক্টর লাহিড়ী?…ডাঃ প্রশান্ত মিত্তির আদালতের মাঝখানে কাঠগড়ায় দাঁড়াবে…কত লোক ভীড় করে দেখতে আসবে…মানুষের শত্রু মানুষ! প্রশান্ত মিত্তির তাদের দিকে চেয়ে দেখবে…আর ভাববে যে এদের মুখে যে বিষের পাত্র সে এতদিন তুলে দিয়েছে সেই বিষপাত্র আজ ফিরে এসেছে তারই ঠোঁটের সামনে…তাকে আজ তাই পান করতে হবে নিজের হাতে—

(হাতের মধ্যে লুকানো বিষের শিশি সহসা মুখে ঢালিয়া দেয় ও সঙ্গে সঙ্গে ঢলিয়া পড়ে)

তপেন ॥ (চমকাইয়া উঠিয়া) What's this?

ভুলু ॥ প্রশান্ত'দা!

লীলা ॥ ওগো, এ কী করলে তুমি? (ছুটিয়া গিয়া ধরে)

(অধীর ও শান্তা চীৎকার করিয়া উঠে)

প্রশান্ত ॥ এই…এই আমার অনিবার্য্য পরিণতি! আত্মার মৃত্যু পাঁচ বছর আগেই হয়েছিল—আজ শুধু দেহটাকেই শেষ করে দিয়ে গেলুম…কাঁদিস নি মা শান্তা…কেঁদো না লীলা…মৃত্যুর পরপারে যেন আর শান্তি না পাই তার জন্যে একটু প্রার্থনা কোরো—ভগবান!

(প্রশান্ত মিত্রের শেষ কথা। স্বামীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে লীলা। সকালের আলো ঘরে আসিয়া পড়ে। দূরে গীর্জ্জার ঘড়িতে পাঁচটা বাজে)

যবনিকা